NOT FOR ISSUE
A. L. A. LIBRARY

# Assam Legislative Assembly Debates

सत्यमेव जयते

1989

## OFFICIAL REPORT

THIRD SESSION OF THE ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED AFTER THE SIXTH GENERAL ELECTIONS UNDER THE SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLICAN CONSTITUTION OF INDIA

## BUDGET SESSION

## VO. III

## NO. 29

The 2nd April, 1979

---

*Geetali Art Press, G. S. Road, Dispur, Guwahati—781 022*

# DEBATES OF THE ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY, 1979

( Budget Session )

Volume— III

No— 29

Dated the 2nd April 1979.

## CONTENTS.


| | | Page No. |
|---|---|---|
| 1. | Questions ... ... ... ... ... | 5— 47 |
| 2. | Miscellaneous ... ... ... ... | 48 |
| 3. | Calling Attention ... ... ... ... | 49— 52 |
| 4. | Matter under rule 301 ... ... ... | 53— 67 |
| 5. | Laying of rules ... ... ... | 68 |
| 6. | Introduction of Government Bill ... ... | 68 |
| 7. | Consideration of Government Bill ... ... (The Assam Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Reservation of Vacancies in Services and Posts ) Bill, 1979. | 69— 129 |
| 8. | Discussion under Rule 49 ... ... ... | 130— 143 |
| 9. | Adjournment ... ... ... ... | 144 |

Proceedings of the third Session of the Assam Legislative Assembly assembled after the Sixth General Election under Sovereign Democratic Republican Constitution of India.

—

The House met in the Assembly Chamber, Dispur, Gauhati on Monday, the 2nd April, 1979 with the Hon. Speaker in the Chair, 11 (eleven) Ministers, 4 (four) Minister of State, 4 (four) Parliamentary Secretries/Deputy Ministers and 70 (seventy) Members present.

—

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Date : 2nd April 1979

(To which oral answers were given)

—

Starred Question Nos. 449, 450, 451, 452, 453, and 454 were not taken up, the Members being absent.

Re : Veterinary Dispensaries

Shri Lakhya Nath Doley asked :

* 455. Will the Minister, Veterinary be pleased to state—

(a) The number of Veterinary Dispensaries to be opened of established in the State during the year 1978-79 ?

( The figures may be shown Civil Sub-division wise )

(b) The number of Veterinary Dispensaries proposed to be established in the State during the year 1979-80 ?

( The figures may be shown Civil Sub-division wise )

(c) Whether Veterinary Doctors have been posted to all the existing dispensaries ?

Shri Samar Brahma Choudhury ( Minister, Veterinary ) replied :

455. (a)— The following Veterinary Dispensaries in the State are proposed to be established during this current year 1978-79.

( Veterinary Dispensaries )

| | | |
|---|---|---|
| 1: | Jarua Bandhihana— | Goalpara |
| 2: | Chipor Sangam— | Cachar |
| 3. | Bortika— | Golaghat |
| 4. | Chalantapara— | Goalpara |
| 5. | Dharmikhal— | Silchar |
| 6. | Puranimati Satra— | Jorhat |
| 7. | Rangamati— | Mongaldoi |
| 8. | Kahibari— | Boko area Kamrup |
| 9. | Raha area-petboha— | Nowgong |
| 10. | Durgarbond— | Karimganj |
| 11. | Alisinga— | Morigaon Sub-division |

(b)— It is proposed to establish 4 (four) Veterinary Dispensaries in the Annual Plan 1979-80. Form General Areas including Tribal Sub-plan Scheme. The location of the proposed Dispnsaries has not yet been finalised.

(c)— Veterinary Doctors have been posted to all the existing Dispensaries execpt at Bazarhat and Udarbond Dispensaries in Cachar District. Posting of Veterinary Doctors against these dispensaries is being arranged shortly.

Shri Lakhya Nath Doley :— Is it a fact that the Govt. decided to set up at least one Veterinary Dis-

pensary in each of the Civil Subdivisions ? If so, why all the subdivisions have not been covered ?

Shri Samar Brahma Choudhury (Minister) :— There are more than one dispensary in some subdivisions.

Shri Lakhya Nath Doley :— In the year 1978-79 whether Govt. decided to set up at least one in every subdivision ?

Shri Samar Brahma Choudhury (Minister) :— Govt. had a desire to establish such dispensaries, but because of paucity of funds it could not be done.

Shri Lakya Nath Doley :— On what basis the selection is made ?

Shri Samar Brahma Choudhury (Minister) : - Need is the basis.

Shri Lakhya Nath Doley :— Whether there is need in other areas also ? What is the basis of giving prioity to these areas ?

Shri Samar Brahma Choudhury (Minister) :— In other areas also there are needs, but as the fund is very limited all the areas cannot be covered. As far as possible we have tried to give priority on the basis rof dire necessity.

Shri Khagen Barbaruah :— Whether Govt. is aware that some Veterinary dispensaries are in dilapidated condition? In Namti Veterinary dispensary there is no doctor and the condition of the Dispensary is miserable.

Shri Samar Brahma Choudhury (Minister) :—There are many dispensaries which are in dilapidated condition. We are trying to improve their conditions. About the Namti dispensary we will take particular care.

Shri Ranendranarayan Basumatari :— Whether all these dispensaries, as mentioned by the Minister are going to be constructed out of the fund of the Tribal Sub-Plan?

Shri Samar Brahma Choudhury (Minister) :— No, not all of them. Some are from the general fund.

মঃ ছামচুল হুদা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিছাৰিছো যিহেতু বহুত ঠাইত ডাক্তৰ আৰু ভেটেৰেনাৰী ফিল্ড এচিষ্টেন্টৰ অভাৱ গতিকে এই ডাক্তৰ আৰু ডি এফ এ নতুনকৈ আৰু বেছি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে বা অধিক চিকিৎসালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে কি আশু ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ?

শ্ৰীসমৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী (পশুপালন মন্ত্ৰী) :— ডাক্তৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখন পশু চিকিৎসালয় কলেজ আছে তাত নিৰ্দ্দিষ্ট সংখ্যক লৰাইহে পঢ়িব পাৰে যিহেতু চিটৰ লিমিটেচন আছে গতিকে মন থাকিলেও বেছি ছাত্ৰ

ভৰ্ত্তি কৰাব নোৱাৰো। ফিল্ড এচিচ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনলৈ লক্ষ্য কৰি এই বাৰ আমি ১০০ জন লৰাক বিশেষভাবে ডি এফ এ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো।

Shri Phani Medhi :— May I know from the Minister, whether Government have decided to set up Veterinary Sub-Centre in the Gaon Panchayat areas?

Shri Samar Brahma Choudhury (Minister) :— We have about 150 Sub-Centre to establish, but as I have said that due to the pancity of fund we are not in a position to take up all these Sub-Centres.

শ্ৰীজীৱন বৰা :— মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখন লিষ্ট দিলে তাত দেখা গ'ল ১৯৭৮-৭৯ চনত দুখন জিলাত একেবাৰে কোনো ডিস্পেনচাৰী পৰা নাই সেই দুখন জিলা হৈছে লক্ষীমপুৰ আৰু দৰং। গতিকে ১৯৭৯-৮১ চনত এই জিলা দুখনত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হবনে?

শ্ৰীসমৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী (মন্ত্ৰী) : — আমাৰ মনত থাকিব।

শ্ৰীঅতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী :— যিবিলাক পশু চিকিৎসালয় আছে সেই গোটেই পশু চিকিৎসালয় বিলাকত কৃতিম গো প্ৰজনন আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লৈছে জনাবনে?

শ্ৰীসমৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী (মন্ত্ৰী) :— কৃতিম গো প্ৰজনন আঁচনি গোটেই পশু চিকিৎসালয় বিলাকতে সম্প্ৰসাৰণ কৰা সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই কিন্তু যিমান সোনকালে পৰা যায় সেই চেষ্টা চলি আছে।

শ্ৰীকালিৰাম ডেকাৰজা :— মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিছা-

ৰিছো, মন্ত্ৰী মহোদয়ে মৰিগাওঁ আৰু নগাওঁৰ মহকুমাৰ দুখন ডিস্পেনচাৰীৰ কথা কৈছে আলিসিঙা আৰু পেটবহা আৰু সেই দুটা আমি জনাত চাব প্লেনৰ পৰা ধৰা হৈছে কিন্তু এই ডিস্পেনচাৰী দুটা আচলতে চাব প্লেনত নপৰে। গতিকে কিয় ধৰা হৈছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাব নে ?

শ্ৰীসমৰ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী (মন্ত্ৰী) :— ট্ৰাইবেল চাব প্লেনত ধৰা হৈছে মহকুমা ট্ৰাইবেল ডেভলপমেণ্ট বোৰ্ডৰ অনুমোদন ক্ৰমে। যদি কিবা ত্ৰুটি হৈছে তেনেহলে ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেন্ট বোৰ্ডবে হৈছে যেন পাওঁ।

Shri Fakrul Islam :— May I know from the Minister whether he is aware of the fact that in many of the dispensaries medicines are not available? May we know about the amount of medicines allotted to each of the dispensaries?

Shri Samar Barhma Choudhury (Minister) :— Govt. is aware of this fact. On an earlier occasion, I have informed the House that according to the present pattern, we can supply only medicine worth Rs. 2500. Uompared to the needs the medicine worth Rs. 2500 is very meagre. Inspite of our desire to supply more to the dispensaries we could not do it. This time we have requested for more funds.

Starred Question No. 456 was not taken up, the Member being absent.

Re : Professional Examination in Accounts for Sub-ordinate Officers

Shri Nisith Ranjan Das asked :

*457. Will the Minister, Irrigation be pleased to State—

(a) Whether it is a fact that the Professional Examination in Accounts for Subordinate Officers was held in 15th February, 1976 ?

(b) If so, when the Government will publish the result ?

(c) Whether it is a fact that officers of the said cadre are required to pass the said examination for promotion and confirmation.

Shri A. F. Golam Osmani ( Minister, Irrigation ) replied :

457. (a)— Yes.

(b)— The result will be published as soon as the mark-sheets are received from the examiner.

(c)— Yes, for confirmation only.

শ্রীনিশীথ রঞ্জন দাস :— অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মার্কশিট না আসার

কারণ কি এবং এই ফলাফল বের করতে এইভাবে বিলম্ব করায় এইসব কর্মচারিদেরে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি না?

শ্রীগোলাম ওসমানী (মন্ত্রী) :— এটা ঠিক যে, যে সময়ের মধ্যে পাওয়া উচিৎ ছিল তা পাওয়া যায়নি। আর এই যে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে একজন মেম্বার আছেন যিনি একাউন্টস্ বিভাগের সঙ্গে এটাচ্ড্। এবং তিনি একাউন্টস্ বিষয়ক পরীক্ষার ফল আজ পর্য্যন্ত দিতে না পারায় এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া গত বৎসর এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আমরা এই কর্মচারিকে গত ২০-৪-৭৮ ইং তারিখে সেচ বিভাগের পক্ষ থেকে এই পরীক্ষার ফলাফল দিতে অনুরোধ করে চিঠি দেই এবং পরে আরও একটা চিঠি গত ২৪-৯-৭৮ ইং তারিখে এই ব্যাপারে তাকে দেওয়া হয় ও ইদানিংও একটা চিঠি তাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার কাছ থেকে কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।

শ্রীনিশীথ রঞ্জন দাস :— এতগুলি চিঠি দেওয়ার পরেও যখন জবাব আসলোনা তখন মন্ত্রী মহোদয় কি এই ব্যাপারে কোনও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

শ্রীগোলাম ওসমানী (মন্ত্রী) :— এই পরিস্থিতিতে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অর্থাৎ ফিনান্সিয়েল কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে যে এই বাজেটের কাজ শেষ হয়ে গেলে এই পরীক্ষার ফলাফল বের করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

শ্রীরামেন্দ্র দে :— মহোদয়, ১৯৭৬ ইংরাজীতে পরীক্ষা হয়েছে এবং এতগুলি চিঠি দেওয়ার পরেও এই অফিসারের নিকট থেকে কোনও

জবাব আসলোনা। এমতবস্থায় যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই মার্কশিট না পাঠিয়ে এইসব কর্মচারীদেরে হয়রানি করছেন। সুতরাং এই ডিলে করার জন্য এই অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করে কোনও ব্যবস্থা নেবেন কিঁ ?

শ্রীআবুল ফজল গোলাম ওসমানী (মন্ত্রী) :— এই কর্ম্মচারির উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ হলেন ফিনানসিয়েল কমিশনার। তাঁর কাছে আমরা সমস্ত ব্যাপার জানিয়েছি। আশাকরি এই ব্যাপারে তিনি একটি যথাযথ তদন্ত করবেন।

শ্রীহেমেন দাস :— অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে এনেকুৱা দায়িত্ব জ্ঞানহীন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হবনে ?

শ্রীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্রী) :— গাফিলতি কৰিলে আৰু তাৰ প্রমাণ পালে নিশ্চয় ব্যৱস্থা লোৱা হব।

Shri Giasuddin Ahmed :— May I know who is that Officer, what is his name, what is his designation and for how long he has served in that post ?

Shri A.F. Golam Osmani (Minister Irrigation):—The name of that officer is Shri A. K. Choudhury Financial Adviser, G. A. D. and Member, Professional Examination.

Shri Ranendra Narayan Basumatari :— Sir, whether the Hon'ble Minister is aware that this is not the

first case ; almost in all the professional financial Examinations previous years the Examiners through their negligence and inordinate delay in submitting the marksheet, have deliberately harrassed the examinees who have got prospects for promotion. Whether the Minister is aware of this ? If so, what is the remedy ?

Shri A. F. Golam Osmani (Minister Iraigation) :— Sir, we have seen that there are bottlenecks and there are also delays and the officers concerned also make representations sometimes and that is why we took up the matter last year and approached the appropriate authority and I hope, as the Hon'ble House has also expressed concern and the matter has been referred to the departmental head, something positive will come up.

Shri Fakhrul Islam :— May I know from the Hon'ble Minister whether the Government thinks it a case of 'gafilati' and negligence of duty on the part of the officeres that the result has not been published even aftar two years ? Whether the Government treate it case of negligence ?

Shri A. F. Golam Osmani (Minister, Irrigation) :— Sir, as the matter is referred to the Financial Commissioner, he will find out what are the difficulties for

which the officer could not submit the result and we will consider the matter as soon as we get the report from the Financial Commissioner.

Shri Giasuddin Ahmed :— Sir, may I know whether the answer scripts are missing and the marksheets are being manipulated and is why there is inordinate delay ?

Shri A. F. Golam Osmani (Minister, Irrigation) :— Sir, as I have already said, we have got no information and so we do not know what really has happened.

Stanred Question Nos. 450, 459 and 460 were not taken up, the Members being absent.

বিষয় ঃ গঙ্গা-ভাগিৰথী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপথ

শ্ৰীমুকুট শৰ্ম্মাই সুধিছে :

*৪৬১। মাননীয় পৰিবহন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে—

(ক) অসম আৰু ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত জলপথেৰে পোনপটীয়া সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে গঙ্গা ভাগিৰথী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপথ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে নেকি ?

(খ) যদি কৰিছে এই সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় পৰিবহন মন্ত্ৰনালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে নেকি ?

শ্ৰীজহিৰুল ইছলাম (পৰিবহন বিভাগৰ মন্ত্ৰী) য়ে উত্তৰ দিছে :

৪৬১। (ক) আৰু (খ)— অসমৰ পৰা ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্য যেনে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগত "গঙ্গা-ভাগিৰথী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জল পথটোৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় জলপৰিবহন বোৰ্ডৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল আৰু এই প্ৰস্তাৱ যোৱা জানুৱাৰী মাহত বহা বোৰ্ডৰ সভাত বিবেচনা কৰে। ফৰক্কাত বৰ্ত্তমান চলি থকা গঙ্গা ভাগিৰথী সংলগ্ন কৰিব পৰা খালৰ খণ্ডন কাৰ্য্য সম্পূৰ্ণ হলে কেন্দ্ৰীয় আভ্যন্তৰিণ জল পৰিবহন নিগমৰ সহায়ত উক্ত জলপথ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে।

শ্ৰীমুকুট শৰ্মা :— অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিছাৰিছোঁ যে গঙ্গা-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি কেনেল কৰা হৈছে সেই কেনেলৰ এটা বেৰেজ যোগীঘোপাত নিৰ্মাণ কৰা হব নেকি? আৰু এই বেৰেজৰ দ্বাৰা ৰেল পথ আৰু স্থল পথ সংযোগ কৰাৰ ব্যৱস্থা হব নে কি?

শ্ৰীজহিৰুল ইছলাম (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্য মোৰ হাতত নাই, মই যিমান খিনি জানো বাংলাদেশৰ লগত ভাৰত চৰকাৰে যোগাযোগ কৰিছে।

শ্ৰীঅজয় দত্ত :— অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো বাংলাদেশৰ মাজেৰে হবনে ভাৰতৰ মাজেৰে হব?

শ্ৰীজহিৰুল ইছলাম (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলাদেশৰ মাজেৰে যাব।

শ্ৰীমুকুট শৰ্মা :— গঙ্গা-ভাগিৰথী ব্ৰহ্মপুত্ৰক লগ কৰা যিটো প্ৰশ্ন

তোলা হৈছে। এই প্ৰস্তাৱৰ দ্বাৰা অকল অসমৰ ৰাইজেই যে উপকৃত হব এনে নহয়, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আদিৰ ৰাইজেও উপকৃত হব। সেই কাৰণে এই কাম উত্তৰ পূব পৰিষৰ পৰা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নে ?

শ্ৰীজহিৰুল ইচলাম (মন্ত্ৰী) :— এইটো অকল অসমৰেই প্ৰশ্ন নহয়, এইটো উত্তৰ পূৰ্ব্বাঞ্চলৰ প্ৰশ্ন সেই কাৰণে ১০ আৰু ১১ জানুৱাৰী তাৰিখত কেন্দ্ৰীয় জলপৰিবহনৰ যিটো মিটিং হৈছিল তাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সভাপতিত্ব কৰিছিল আৰু তাত এইবিলাক কথা আলোচনা হৈছিল। তাৰ আলোচনাৰ মাইনোটচ্‌ত এইটো কথা আছে। ফাৰাক্কাৰ ওচৰত যিটো মিনি খাল খান্দিবলৈ লোৱা হৈছে এইটো জুন মাহত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা আছে। এইটো হলেই কেন্দ্ৰীয় জল পৰিবহন বোৰ্ড নাইবা অসমৰ আৰু যি ধৰণে সম্ভৱ হয় সেই ধৰণে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হব।

শ্ৰীফণী মেধী :— মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে যোগীঘোপাৰ বেৰেজৰ সম্পৰ্কত প্ৰিলিমিনাৰী চাৰ্ভে কৰা হৈছে নেকি ?

শ্ৰীজহিৰুল ইচলাম (মন্ত্ৰী) :— এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰি আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা এইটো কৰা হৈছে। আৰু সেইমতে ৭ কোটি টকা প্ৰাথমিক কামৰ কাৰণে মঞ্জুৰ হৈছে আৰু কাম চলি আছে। ইয়াত যিহেতুকে এখন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ কথা জৰিত হৈ আছে সেইকাৰণে চুক্তি নোহোৱালৈকে কি পৰ্য্যায়ত হব কব পৰা নাই।

বিষয় ঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত মেডিকেল কলেজৰ আৱশ্যকতা

শ্ৰীজীৱন বৰাই সুধিছে ঃ

*৪৬২। মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনু-গ্ৰহ কৰি জনাবনে—

(ক) অসমত মেডিকেল কলেজ কেইখন আছে আৰু ক'ত ক'ত?

(খ) শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ এই বিৰাট অঞ্চলত এনে কলেজ নোহোৱাই ৰাজ্যখনত থকা চিকিৎসাৰ সা-সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক অসাম্যতা হোৱাৰ কথা চৰকাৰে জানে?

(গ) ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এই অসন্তুষ্টিৰ কিবা প্ৰতিকাৰৰ চিন্তা চৰকাৰে কৰিছে নেকি?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী) য়ে উত্তৰ দিছে:

৪৬২। (ক)— অসমত ৩ খন মেডিকেল কলেজ আছে, ১ খন ডিব্ৰু-গড়ত, ১ খন গুৱাহাটীত আৰু আনখন শিলচৰত।

(খ)— ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত কোনো মেডিকেল কলেজ নথকাত চিকিৎ-সাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আঞ্চলিক অসাম্যতা হৈছে বুলি চৰকাৰে বিবেচনা নকৰে।

(গ)— হয় কৰিছে। উত্তৰ পাৰৰ জিলা চিকিৎসালয় কেইখন উন্নত কৰাৰ আঁচনি লোৱা হৈছে।

শ্ৰীজীৱন বৰা:— অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে উত্তৰ পাৰত কোনো মেডিকেল কলেজ নোহোৱাৰ কাৰণে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসমতা হোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। মই মন্ত্ৰী মহো-দয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে এই বিৰাট অঞ্চলত এখন মেডিকেল

কলেজ নোহোৱাত এই অঞ্চলৰ মানুহে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে সেই-খিনি সুবিধা দক্ষিণ পাৰৰ মানুহে যেনেকৈ পাইছে সেই ধৰণে পোৱা নাই, এইটো কথা জানেনে?

ডাঃ কোমেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী):— উত্তৰ পাৰত মেডিকেল কলেজ নোহোৱাৰ কাৰণে সকলো খিনি সুবিধা যে পোৱা নাই সেইটো সঁচা। তথাপি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পাৰৰ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যি কেইখন জিলা চিকিৎসালয় আছে সেই কেইখন উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। ধুবুৰী আৰু লক্ষীমপুৰত নতুনকৈ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। তাৰোপৰি ধেমাজীতো উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। লগতে ৩০ খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, চাপৰ, বঙ্গাইগাওঁ, পাঠশালা আৰু বিশ্বনাথ চাৰি-আলিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এই বিলাক চিকিৎসালয়ত সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

ডাঃ তাৰিণী মোহন বৰুৱা:— মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব পাৰোনে যে মেডিকেল কলেজ বিলাক হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট আৰু শিক্ষাৰ কাৰণে। কিন্তু প্ৰাইমাৰীলি মেডিকেল কলেজ বিলাক হৈছে শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আৰু হস্পিতাল বিলাক হৈছে চিকিৎসা দিয়াৰ কাৰণে। এই তিনিখন মেডিকেল কলেজে যে উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষীণ পাৰৰ ৰাইজক সমানে চিকিৎসাৰ যে সুবিধা দিছে এইটো স্পষ্টকৈ কব পাৰেনে?

ডাঃ কোমেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী):— চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়ো পাৰে সমান। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পাৰে মেডিকেল কলেজ নহলেও হব বুলি চৰকাৰে ভাবিছে।

শ্ৰীগিয়াচুদ্দিন আহমেদ:— মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ অসন্তুষ্টিৰ কথা চৰকাৰে জানে। উত্তৰ

পাৰৰ পশ্চিম সীমান্তত ৰাইজে আৰু বেছি অসন্তুষ্টি কৰাৰ কথা চৰকাৰে জানেনে ?

ডাঃ কোযেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী) :— এইটো জনাৰ কাৰণেই ধুবুৰী আৰু লক্ষীমপুৰৰ জিলা চিকিৎসালয় নতুন ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে চাপৰ, বঙ্গাইগাওঁ, পাঠশালা আদিত ৩০ খনকৈ বিচনা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইবিলাক ব্যৱস্থা সোনকালে কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে।

শ্ৰীনগেন শৰ্মা :— মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হোৱাটো সচাঁ কথা। সেইকাৰণে চৰকাৰে সকলো সা-সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে নতুনকৈ চিভিল হস্পিতাল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত দুখনৰ কাম কৰি আছে। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো মঙ্গলদৈ আৰু তেজপুৰত যি দুখন চিভিল হস্পিতাল আছে সেইবিলাকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে তাত মাতৃমঙ্গল কেন্দ্ৰ অৱস্থা কেনে ভাবে আছে আৰু তাত যে চেনিটাৰী লেট্টিন নাই এইটো কথা জানেনে ?

ডাঃ কোযেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী) :— এই দুখন চিভিল হস্পিতালৰ ঘৰ বহুদিনীয়া, বৃটিছৰ দিনতে সজা। কিন্তু অন্য কিছুমান চিকিৎসালয়ৰ তুলনাত এই দুখনৰ অৱস্থা বহুত খিনি ভাল, জনসাধাৰণে ভালদৰে চিকিৎসা পাই আহিছে আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে।

শ্ৰীমুকুট শৰ্মা :— মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে যিহেতুকে বিভিন্ন জিলা অসন্তুষ্ট হৈছে এই তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ পৰা। সেইকাৰণে এই তিনিখন মেডিকেল কলেজত ছাত্ৰ ভৰ্ত্তি

কৰিবৰ কাৰণে জিলা ভিত্তিত আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা চৰকাৰে বিবেচনা কৰিবনে ?

ডাঃ কোযেশ্বৰ বৰা (মন্ত্রী) :— মহকুমা ভিত্তিত আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। এইটো এতিয়াও চলি আছে।

শ্রীভূবনেশ্বৰ বৰ্মন :— অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্রত কিছু অসুবিধা আছে। দক্ষিণ পাৰৰ লগত উত্তৰ পাৰৰ চিকিৎসাৰ সম্বন্ধ নথকাৰ কাৰণে উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজ অসন্তুষ্ট হৈছে। মই মন্ত্রী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে উত্তৰ পাৰেই হওক দক্ষিণ পাৰেই হওক বা যিবিলাক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত ৮খন বিচনাৰো সুবিধা নাই সেইবিলাকত ৮ খন বিচনা দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রলৈ উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে ?

ডাঃ কোযেশ্বৰ বৰা (মন্ত্রী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিছুমানত বিচনা বন্ধ হৈ আছে এইটো সঁচা। কিন্তু এক এপ্রিলৰ পৰা আহাৰ আদি দি চলাবলৈ নিৰ্দ্দেশ দিয়া হৈছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রৰ উন্নতিকল্পে চাৰিখন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত ৩০ খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় পতা হৈছে। সেইমতে চাপৰ, বঙ্গাইগাওঁ, পাঠশালা আদত কৰা হৈছে।

শ্রীমঃ ছামচুল হুদা :— আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখা পাইছো যে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্রত কিছুমান ৰোগী মৰো মৰো হোৱাৰ সময়তহে জিলা চিকিৎসালয় বিলাকে মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰে। কিন্তু বহুত বিলাক ৰোগী মেডিকেল কলেজ নাপাওঁতেই বাটতেই মৃত্যু ঘটে। ধেমাজীৰ পৰা এজন ৰোগী ব্রহ্মপুত্র পাৰ কৰি ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ বা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ আনিব লগা হলে ৰোগী বাটতে মৰে আৰু মেডি-

কেল কলেজত কেন্সাৰ বা গ্ৰেষ্ট্ৰিক আদি অপাৰেচন মেডিকেল কলেজৰ বাহিৰে আন ঠাইত সুবিধা নাই। যদি তেজপুৰত মেডিকেল কলেজ এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তেতিয়াহলে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মানুহে পাব আৰু নতুন দলং হলে নগাওঁ জিলাৰো সুবিধা হব। সেই কাৰণে তেজপুৰত এখন মেডিকেল কলেজ কৰাৰ কথা চৰকাৰে বিবেচনা কৰিবনে?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, মেডিকেল কলেজ হৈছে ডাক্তৰ উলিয়াবৰ কাৰণে। আমাৰ এই তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ পৰা যি ডাক্তৰ ওলাইছে তাৰে ১০০ মানক আমি এতিয়ালৈকে নিযুক্তি দিব পৰা নাই। এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি নতুন মেডিকেল কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। কিন্তু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল কলেজৰ নিচিনা সা-সুবিধা চিভিল হস্পিতাল বিলাকত দিয়াৰ আঁচনি লোৱা হৈছে।

শ্ৰীঅজয় দত্ত :— জনস্বাস্থ্য বিভাগত স্পেচিয়েলিষ্টৰ অভাৱ এতিয়াও বৰ্ত্তমান। তাৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা চৰকাৰে লবনে?

ডা কোষেশ্বৰ বৰা ( ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ) :— আমাৰ প্ৰায়বোৰ হস্পিটালতে স্পেচিয়েলিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ কাৰণে যন্ত্ৰপাতি কিছু দিব পৰা নাই। সেই বিলাক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে।

শ্ৰীফণী মেধী :— প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি হিচাব দিয়া হৈছে সেই মতে ছয়খন আৰু ত্ৰিশখন বিচনাৰ ব্যৱস্থা থকাৰ কথা কৈছে কিন্তু বহুদিন ধৰি সেই ব্যৱস্থা কৰি তুলিব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব নেকি আৰু বিচনা খোলাৰ কাৰণে কি অসুবিধা পাইছে জনাব নেকি?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ) :— যি বিলাক ঠাইত

হোৱা নাই তাত ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছোৱেই। ইতিমধ্যে সেই বিলাক ঠাইতো ৰোগী ৰাখি খাদ্য আদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

শ্রীজীৱন বৰা :— মন্ত্রী মহোদয়ে কৈছে যে উত্তৰ পাৰে মেডিকেল কলেজ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই কিন্তু হস্পিটাল উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেজপুৰত থকা হস্পিটালখনত এন-ই-এচ, চি-আৰ-পি, ফাইভ অসম ৰেজিমেণ্ট ইত্যাদি বহু ঠাইৰ পৰা ৰোগী আহে আৰু চিকিৎসা কৰায়। সেই কথালৈ লক্ষ্য ৰাখি তেজপুৰ চিভিল হস্পিটালৰ ক্ষীপ্র উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰিব নে ?

ডাঃ কোযেশ্বৰ বৰা (ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যই কোৱা কথাটো সঁচা যে তাত বহু ঠাইৰ পৰা ৰোগী আহি চিকিৎসা কৰায়। সেই কাৰণে সেই হস্পিটালখন উন্নত কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছো।

শ্রীশান্তি ৰঞ্জন দাসগুপ্ত :— মন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ পৰা বছৰি প্রায় তিনিশ ডাক্তৰ ওলায় সেই খিনিকে দিব পৰা হোৱা নাই। মন্ত্রী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো অসমত এতিয়ালৈকে কিমান ডাক্তৰৰ পদ খালী আছে ?

ডাঃ কোশ্বেৰ বৰা (ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :— ডাক্তৰ খালী থকা ঠাই বিলাকত দিয়াৰ কাৰণে এ-পি-এচ-চিয়ে লৈছে কিন্তু এ-পি-এচ-চিয়ে নিদিয়াৰ কাৰণে দিব পৰা হোৱা নাই। আমি আশা ৰাখিছো এ-পি-এচ-চিয়ে দিলেই এমাহৰ ভিতৰত সকলো ঠাইতে ডাক্তৰ দিব পৰা হব।

শ্রীৰণেন্দ্র নাৰায়ণ বসুমতাৰী :— উত্তৰ পাৰ অঞ্চলত মেডিকেল কলেজ নাই বুলি মন্ত্রী মহোদয়ে কৈছে। উত্তৰ অঞ্চলত ত্রিশখন বিচনা যুক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিলাকক উন্নীত কৰি উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ ক্ষেত্রত যিটো বৈষম্য আছে সেইটো দূৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু জন-

জাতীয় লোকৰ অসন্তুষ্টি আতৰাবৰ কাৰণে অন্ততঃ কোকৰাঝাৰ মহকুমাত এখন মেডিকেল কলেজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে ?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ) :— কোকৰাঝাৰত ইতিমধ্যে এখন চিভিল হস্পিটাল আছে। মাননীয় সদস্যৰো এটা এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন পিচলৈ আছে। সেই হস্পিটাল খনকে পূৰ্ণ পৰ্য্যায়ৰ কৰা হব কিন্তু মেডিকেল কলেজ কৰিব পৰা নহব ।

Re : Kokrajhar R.N. Brahma Memorial Civil Hospital

Shri Ranendra Narayan Basumatari asked :

*465. Will the Minister of State, Health be pleased to state—

(a) The total number of beds in the Kokrajhar R.N. Brahma Memorial Civil Hospital ?

(b) Whether the said Hospital is equipped with all the requisites ?

(c) Whether required number of Doctors, Specialirts and Nurses have been posted in the Hospital ?

Dr. Kosheswar Bora ( Minister of State, Health ) replied :

465. (a)— 56 ( Fifty-six).

(b)— All the common requisites are available.

(c)— Yes. except surgeons, others are posted.

শ্ৰীৰণেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বসুমতাৰী :— যিহেতুকে এই ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম হস্পিটালখন আমাৰ জনজাতীয় লোকৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতা জনৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে গতিকে এই হস্পিটালখন অন্যান্য হস্পিটালৰ নিচিনাকৈ বিবেচিত নকৰি আৰু ব্যৱহৃত নকৰি বিশেষ ভাবে বিবেচনা কৰিবলৈ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰলৈ বহুতো আদেন নিবেদন আহিছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মন্ত্ৰী মহোদয়ে সহানুভূতিৰে আৰু আন্তৰিকতা সহকাৰে বিবেচনা কৰি সেই অনুসাৰে ব্যৱস্থা কৰিবনে আৰু এজন চাৰ্জনালজিষ্ট, এজন পেথোলজিষ্ট, এজন ৰেডিঅ'লোজিষ্ট আৰু এজন ডেন্টিষ্ট ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে ?

ডাঃ কোষশ্বৰ বৰা ( ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ) :— সেই বিষয়ে চিন্তা কৰা হৈছে কিন্তু মহকুমা চিভিল হস্পিটাল সকলোখিনিৰে কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। কোকৰাঝাৰত এজন ডেন্টিষ্ট আৰু স্পেচিয়েলিষ্টৰ উপৰিও ই-এন-টি আদিতো পদ সৃষ্টি কৰি তাত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আঁচনি লোৱা হৈছে।

শ্ৰীৰণেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বসুমতাৰী :— মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথা নিশ্চয় জানে যে এই বিশেষজ্ঞ সকল স্বাভাৱিকতে চহৰ নগৰ আদি ঠাইত থাকিবলৈ বিচাৰে সেই কাৰণে কোকৰাঝাৰ জনজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল হিচাবে বিশেষ ভাৱে এই ক্ষেত্ৰত ততকালীন ব্যৱস্থা লবনে ?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা ( ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ) :— তাত পোষ্ট নাছিল কাৰণেই পঠাব পৰা হোৱা নাছিল। গতিকে পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি নলবাৰী আদি ঠাইৰ নিচিনাকৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

শ্ৰীগোলক কাকতী :— একোজন দেশকৰ্ম্মীৰ নামত গঢ়ি উঠা এই অনুষ্ঠান বিলাক চৰকাৰৰ ফালৰ কম দৃষ্টি দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই কব খোজো যে তেজপুৰৰ চন্দ্ৰ ধৰ মেমোৰিয়েল টি-বি হস্পিটালখন উন্নত পৰ্য্যায়ৰ নহয় আৰু তাৰ তিনি নম্বৰ ওৱাৰ্ডটো জনগণৰ মাজৰ পৰা আতৰলৈ দিয়াৰ লগতে চিকিৎসা ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব নে ?

ডাঃ কোযেশ্বৰ বৰা (ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী) :— চন্দ্ৰধৰ শৰ্ম্মা মেমোৰিয়েল টি-বি হস্পিটালৰ নিচিনা স্বেচ্ছাসেৱক মূলক অনুষ্ঠান বিলাক এটা ট্ৰাষ্টে চলায় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰা হয়। কিন্তু ট্ৰাষ্টে চৰকাৰক দিলে ব্যৱস্থা কৰিব পৰা হব। ইতিমধ্যে তেখেত সকলৰ লগত আমাৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণ দিয়া নাই কাৰণেই ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। চিভিল হস্পিটাল বিলাকৰ উন্নতিৰ কাৰণেও আঁচনি লোৱা হৈছে।

শ্ৰীচামচল হুদা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইটো কথা সঁচা নেকি যে তদানিন্তন চৰকাৰে লোকনাথ ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিতেলৰ কাৰণে এখন কমিটি প্ৰতিষ্ঠা স্থাপন কৰিছিল, আৰু সেই কমিটিয়ে হস্পিতেল সম্পৰ্কে এখন আঁচনি দাঙি ধৰিছিল। বৰ্ত্তমান অবস্থাত সেই মেমোৰিয়েল কমিটি আছে নেকি? আৰু এই হস্পিতেল সম্পৰ্কে কমিটিয়ে যি আঁচনি দাঙি ধৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি ?

ডাঃ কোযেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী) :— মেমৰিয়েল কমিটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল কমিটিয়ে কৰা মতে সেইটো হৈছিলনে নাই কব নোৱাৰো। এই বিষয়ে পিচত জনাব পাৰিম।

শ্ৰীঅতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাধাৰণতে

কাছাৰ, ধুবুৰী, কুকুৰাজৰা, হাফলংলৈ এই বিলাক ঠাইত কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰক ট্রেন্সফাৰ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰে, পিচত গৈ চৰকাৰে তেওঁলোকক ষ্টে' অর্ডাৰ কৰি দিয়ে।

ডা: কোযেশ্বৰ বৰা (মন্ত্রী):— কথাটো একেবাৰে অসত্য নহয়। মাজে মাজে ২-১ ঠাইত ভেনেধৰণৰ হৈছে। সেইটো যাতে হব নোৱাৰে, সেইটো চোৱা হব।

শ্রীমুকুট শর্ম্মা:— মই মন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচৰিছো যে এই ধৰণৰ অভিযোগ বিভিন্ন হস্পিতেলৰ পৰা আহি আছে। সেই বিলাক ঠাইত বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ নাই। সেইকাৰণে তাত বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব নেকি? নহলে অসমৰ যি তিনিখন মেডিকেল কলেজ আছে তাৰ বিশেষজ্ঞ সকলক বিভিন্ন জিলাৰ হস্পিতেলত মাজে মাজে ৰোগী তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই চোৱা ব্যৱস্থা কৰিব নেকি?

ডা: কোযেশ্বৰ বৰা (মন্ত্রী):— এইধৰণৰ ব্যৱস্থা চকু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্রত আঁচনি লোৱা হৈছে, বাকী আন আন ৰোগৰ কাৰণে চিকিৎসা কৰিবলৈ মাননীয় সদস্যই আগবঢ়োৱা পৰামর্শটো বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি সেই বিষয়ে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ কাৰণে চাব লাগিব।

শ্রীউমেশ দাস:— প্রশ্নোত্তৰৰ পৰা বুজা গৈছে যে, যিবিলাক দিচপেনচেৰী আছে সেইবিলাকত বিশেষজ্ঞ আৰু যন্ত্রপাতিৰ সুবিধা নথকাৰ কাৰণে অধিক সংখ্যক লোক এই তিনিখন মেডিকেল কলেজলৈ আহিব লগা হয়। তাৰোপৰি পুৰুষ মহিলাৰ চিতৰ অভাৱত অকল জেনেৰেল ওৱার্দতেই নহয়, মেটাৰনিটি ওৱার্ডটো অসুবিধা হৈছে। গতিকেই মেটাৰনিটি ওৱার্ডৰ চিতৰ সংখ্যা বঢ়োৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবনে?

ডা: কোযেশ্বৰ বৰা (মন্ত্রী):— পুৰুষ মহিলা অনুযায়ী চিতৰ

ব্যৱস্থা আছে। গোটেই চিতৰ কথাটোত অলপ অসুবিধা নোহোৱা নহয়। জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত এই চিকিৎসালয়ৰ মেটাৰনিটি ক্ষেত্ৰত চিতৰ ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু বেচি ৰোগী আহিলে অসুবিধা হব বুলি এই ক্ষেত্ৰত বিবেচনা চলি আছে। আৰু মহিলা সকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হব।

Shri Giasuddin Ahmed :— Mr. Speaker Sir, it has been partially admitted by the Hon'ble Minister that doctors and specialists are not willing to go to Dhubri and some other places. Whether this is the reason for which these places have been made dumping grounds of all sorts with less-efficient doctors?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী):— ট্ৰেনচফাৰ কৰিলে কোনো কোনো ঠাইলৈ যাব নুখুজা কথাটো সঁচা। কিন্তু সেইবুলি মাননীয় সদস্য গৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে এইটো দাম্পিং গাউণ্ড হোৱা নাই। বিশেষজ্ঞ সকলে যাতে ভালে আহে সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হব।

শ্ৰীবীৰেণ চৌধুৰী:— বিভিন্ন হস্পিতেলত এপাৰাটাচৰ অভাৱত বিশেষজ্ঞ সকলে চিকিৎসা ইত্যাদি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পাই অহা কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে জানেনে, কিয়নো কোনো কোনো ঠাইত বিশেষজ্ঞ সকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে হয় কিন্তু এপাৰাটাচ নোহোৱা কাৰনে কোনো কামত অহা নাই।

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী):— কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয় বিলাকত এপাৰাটাচ নোহোৱা কথাটো সঁচা। কিন্তু বহুত ডাক্তৰ আৰু Specialist সকলে নিজৰ চেম্বাৰত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি হস্পি-

তেল এপাৰাটাচ নাই বুলি বদনাম কৰে। আৰু নিজৰ আয় বঢ়ায়।

শ্ৰীফনী মেধি :— কোকৰাজাৰত ডিচেম্বৰ মাহত মোৰ অসুখ হওঁতে তাত হস্পিতেলত আছিলো। কিন্তু এখন আঠুৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু বিচনা চাদৰ নথকা কাৰণে মোৰ নিজৰ গাৰ চাদৰ খনেই জাৰত থাকিব নোৱাৰি লব লগা হল। এই বিষয়ে কিবা ব্যৱস্থা লবনে ?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী) :— কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হোৱাটো স্বাভাবিক। যিমান পৰিমাণৰ বেদ সাধাৰণতে হস্পিতেলত ৰখা হয় সেই মতে আঠুৰা, বিছনা চাদৰ আদিৰ ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু তাতকৈ বেচি ৰোগী আহিলে বেদ আৰু যাবতীয় বস্তু বাহানিৰ অসুবিধা হয়। যাতে আৱশ্যকীয় বস্তুৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে যত্ন লোৱা হব।

শ্ৰীবীৰেণ চৌধুৰী :— মই কৈছিলো যে বহুত বিশেষজ্ঞ এপাৰাটাচ নোহোৱা কাৰণে কামত অসুবিধা হয়। অথচ কেতিয়াবা আকৌ হস্পিতেলত এপাৰাটাচ থকা স্বত্বেও তেওঁলোকক চেম্বাৰলৈ মাতি নিয়া হয়।

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী) :— কোনো ক্ষেত্ৰত থাকিলেও নহয়, এপাৰাটাচ ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হব।

শ্ৰীচামচুল হুদা :— এইটো কথা সঁচা নেকি যে পুৰনা আৰু অভিজ্ঞ ডাক্তৰ সকলে গাৱলৈ আৰু নতুন ঠাইলৈ যাবলৈ মান্তি নহয়, আৰু ভাবে যে তেওঁলোক পুৰনা আৰু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। গতিকে তেওঁলোকে টাউনতে থাকিবলৈ বিচাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকক পঠিওৱা নহয়। এইটো এটা আইনত পৰিণত হৈছে নেকি ?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী):— আইনত পৰিণত হোৱা নাই, চেষ্টা চলাই থকা হৈছে।

শ্ৰীচামচুল হুদা:— পুৰণা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তৰ সকলক গাওঁ অঞ্চললৈ পঠিয়ালে তেওঁলোকে নানা আপত্তি দেখুৱাই নেযায়, গতিকে তেওঁলোক চহৰতে থাকে। সেই কাৰণে তেওঁলোকক গাওঁ অঞ্চললৈ পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবনে?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী):— ঠিক সেইটো নহয়, তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক অৱস্থাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ঠায়ে ঠায়ে হৈছে। গতিকে সেইটো যাতে নহয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে।

বিষয়: নাহৰকটীয়া নগৰত ২০ খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়

শ্ৰীশশ কমল সন্দিকৈয়ে সুধিছে:

* ৪৬৬। মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে—

(ক) নাহৰকটীয়া নগৰত ২০ খন বিচনা যুক্ত এখন চিকিৎসালয় পতাৰ চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি?

(খ) যদি লোৱা নাই, বৰ্ত্তমানে চৰকাৰী Dispensary খনৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব নে?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী)য়ে উত্তৰ দিছে:

৪৬৬। (ক)— লোৱা নাই।

(খ)— এই বিষয়ে চিন্তা কৰা হৈছে।

শ্ৰীশশকমল সন্দিকৈঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে যে এই ডিস্পেনচেৰী খনত দৈনিক গড়ে কিমান ৰোগী চিকিৎসা কৰা হয়?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী)ঃ— অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখন এখন অতি পুৰণি চিকিৎসালয়। মাননীয় সদস্য গৰাকীৰ লগত এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছিলো আৰু আমি দুয়ো কেইদিন মানৰ আগতে তালৈ গৈছিলো। কেতিয়াবা দৈনিক এশ, দুশ মান ৰোগী হয়। কেতিয়াবা বেচিও হয়। উপযুক্ত ঠাই হোৱা নাই কাৰণে হস্পিতেল খন তাৰ পৰা নিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে মাটি উন্নয়ণ কমিটিয়ে মাটি বাৰী ঠিক কৰিছে। আমি ফেজ মেনাৰত ৰাখিছো আৰু এবছৰৰ ভিতৰতে ভাল ধৰণে মাটি চাই তালৈ নিয়া আঁচনি কৰা হ'ব।

শ্ৰীকুল বাহাদুৰ ছেত্ৰীঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে যে, বহু ভিতৰোৱা অঞ্চলৰ চিকিৎসালয় বিলাক ওপৰৱালাই পৰিদৰ্শন নকৰাৰ কাৰণেই হস্পিতেল বিলাক কেনেকৈ চলি আছে তাক জানিব পৰা নেযায়, এই কথাটো জানেনে?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী)ঃ— অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো কথা সত্য যে, আমাৰ বহুতো চিকিৎসালয় ওপৰৱালাৰ দ্বাৰা পৰিদৰ্শন নোহোৱাৰ কাৰণেই কেনেকৈ সেই বিলাক চিকিৎসালয় চলি আছে জনাত অসুবিধা হয়। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল, চিভিল চাৰ্জন, এডিচনেল চিভিল চাৰ্জন, এচ, ডি, অ' আদি অফিচাৰ সকলে যি ধৰণে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিছিল সেই ধৰণে নকৰাৰ কাৰণেই এনে হয়। গতিকে যাতে এইবিলাক অভাৱ

অভিযোগ দূৰ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাম।

শ্ৰীৰবীন্দ্ৰ মালাকাৰ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে যে আগৰ চৰকাৰৰ দিনতে হাজোত যিখন ৩০ খন বেড যুক্ত হস্পিতেল খোলাৰ কথা আছিল, সেই স্কিমটো এতিয়া বাদ দিয়া হৈছে নেকি ?

ডাঃ কোমেশ্বৰ বৰা :— অধ্যক্ষ মহোদয়, বাদ দিয়া হোৱা নাই। আগতে যি ৩০ বেডেড হস্পিতেলৰ আঁচনি আছিল, যোৱা বছৰ এই ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় ভালদৰে কৰিবৰ কাৰণে এখন আঁচনি লোৱা হৈছে আৰু এইটো অলপতে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম।

শ্ৰীদীপক ভট্টাচাৰ্য্য :— স্যার, হাইলাকান্দি সাব ডিভিশনে নিত্যানন্দপুর ষ্টেট ডিস্‌পেন্সারীতে গত দুই আড়াই বসর যাবৎ একজনও ডাক্তার নিয়োগ করতে পারেন নি। এটা কি জনতা সরকারের চরম ব্যর্থতা নয় ? মন্ত্রী মহোদয় একথা স্বীকার করেন কি ?

ডাঃ কোমেশ্বৰ বৰা :— অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো বেলেগ প্ৰশ্ন।

ডাঃ তাৰিণী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰপেটা হস্পিতেলত কেইবা দিন ধৰি ঔষধপাতি নাই, সেই বিষয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ে সঠিক কিবা জানেনে ?

ডাঃ কোমেশ্বৰ বৰা (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো বেলেগ প্ৰশ্ন। তথাপি উত্তৰ দিছো যে ঔষধ-পাতি কেতিয়াবা পৰিমাণ অনুযায়ী নেথাকিব পাৰে, গতিকে প্ৰয়োজন অনুযায়ী ঔষধ-পাতি দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব।

ডাঃ তাৰিণী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঔষধ-পাতি নথ-

কাৰ উপৰিও বেন্দেজ আদিও নাই বুলি মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাবনে ?

ডাঃ কোষেশ্বৰ বৰাঃ— অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটো চাব লাগিব

**বিষয় ঃ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিনিয়ত নিকায় সমূহত ৩য় আৰু ৪ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱস্থা**

শ্ৰীহৰেন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সুধিছে ঃ

* ৪৬৭। মাননীয় শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে—

(ক) গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিনিয়ত নিকায় সমূহত ৩য় আৰু ৪ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্ম্মচাৰী সকলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কিবা ব্যৱস্থা আছে নে ?

(খ) ৰেজিষ্টাৰ্ড গ্ৰেজুৱেট সমষ্টিৰ পৰা ৩য় আৰু ৪ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্ম্মচাৰী সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্টসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছেনে ?

শ্ৰীলক্ষ্যধৰ চৌধুৰী ( শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী) য়ে উত্তৰ দিছে ঃ

৪৬৭। (ক)— নাই।

(খ)— বৰ্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় আইন সমূহত তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই।

শ্ৰীহৰেন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামীঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে যে ৰেজিষ্টাৰ্দ গ্ৰেজুৱেট সমষ্টিৰ পৰা ৩য় আৰু ৪ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্ম্মচাৰী যি সকল আছে, তেওঁলোকে বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ নতুনকৈ সংশোধন হোৱাৰ পিচত যি সুবিধা পাব লাগিছিল সেই

সুবিধা পাইছেনে ? আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন খন কেইবাৰ সংশোধন হৈছে ?

শ্ৰীলক্ষ্যধৰ চৌধুৰী (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, কেইবাৰ সংশোধন হৈছে কব নোৱাৰো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন খন আকৌ সংশোধন কৰিব খোজা হৈছে আৰু আগৰ আইনৰ কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰিয়েই এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে।

শ্ৰীহৰেন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি সকল কৰ্ম্মচাৰী আছে আৰু যি সকল গ্ৰেজুৱেট সমষ্টিৰ পৰা চাকৰি কৰি আছে, সেই সকলক বাৰে বাৰে বাদ দিয়া হৈছে, মই জনাত তিনি, চাৰি বাৰ আইন সংশোধন হৈছে, আৰু এই কেই বাৰেই তেওঁলোক বাদ পৰিছে, ইয়াৰ কাৰণটো কি ?

শ্ৰীলক্ষ্যধৰ চৌধুৰী (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, কাৰণটো কি কব নোৱাৰো, কিন্তু এইটো দেখা গৈছে যে সংশোধনত দিয়া হোৱা নাই।

শ্ৰীহেমেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আইন আকৌ সংশোধন কৰি এই ৩য় আৰু ৪ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্ম্মচাৰী সকলৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰিব নে ?

শ্ৰীলক্ষ্যধৰ চৌধুৰী (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনখন আকৌ সংশোধন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে। যিহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সেই শ্ৰেণী কৰ্ম্মচাৰীৰ পৰা আবেদন পোৱা হৈছে। কিন্তু মই জনাত আৰু দেখাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কোনো মেমৰেন্দাম পোৱা নাই।

শ্ৰীবানেশ্বৰ শইকীয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে যে কিমান দিনত এই সংশোধনী অনা হব ?

শ্ৰীলক্ষ্যধৰ চৌধুৰী (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন সংশোধন অকলে কৰিব নোৱাৰি। ইয়াত ল বিভাগৰ কথাও থাকে, কেৱল শিক্ষা বিভাগৰ পৰাই এই আইন সংশোধন কৰা নহয়। আইন বিভাগৰো পৰামৰ্শ লৈহে কৰা হয়। ইতিমধ্যে এই বিভাগৰ পৰা বিশেষ পৰামৰ্শ বিচৰা হব। সংশোধন হওঁতে অলপ পলম হয় নেকি।

শ্ৰীবানেশ্বৰ শইকীয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে গুৱাহাটী কৰ্টৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ব বিদ্যালয় লৈ আইন সংশোধনৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাটো জানেনে ?

শ্ৰীলক্ষ্যধৰ চৌধুৰী (মন্ত্ৰী) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পৰামৰ্শ মোৰ হাতত পৰা নাই। কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাহে পাইছো।

## বিষয় : বৰপেটা মহকুমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত শিক্ষক

শ্ৰীএম, ইব্ৰাহিম আলীয়ে সুধিছে :

* ৪৬৮। মাননীয় শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে—

(ক) বৰপেটা মহকুমাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতাৰ বাবে কিমান গৰাকী প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত শিক্ষক আছে ?

(খ) উক্ত মহকুমাত এজনীয়া শিক্ষক থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিমান খন ?

(গ) এনে বিদ্যালয় বোৰৰ শিক্ষাদানৰ মানদন্দ যে শোচনীয় এই কথা চৰকাৰে জানেনে ?

(ঘ) যদি জানে, তেন্তে এই অনুষ্ঠানবোৰত অনতি পলমে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত আৰু উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী সকলক নিয়োগ কৰাৰ সুব্যৱস্থা চৰকাৰে লবনে ?

(ঙ) যদি নলয়, তাৰ কাৰণ জনাবনে ?

শ্ৰীলক্ষ্যধৰ চৌধুৰী ( শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ) যে উত্তৰ দিছে ঃ

৪৬৮। (ক)— এই মহকুমাত ৩৫৫ জন বিভিন্ন ধৰণৰ ( নৰ্ম্মাল। বি, টি, চি প্ৰাক প্ৰাথমিক ) প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থী আছে।

(খ)— এই মহকুমাত ৩৪২ খন এজনীয়া শিক্ষক থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে।

(গ)— এজনীয়া শিক্ষক থকা বিদ্যালয় বোৰত এজন শিক্ষকে চাৰিটা শ্ৰেণীত শিক্ষাদান কৰিব লগা হোৱাত শিক্ষাদানৰ মানদণ্ড সমানে অটুত ৰখা সম্ভৱ নহব পাৰে।

(ঘ)— এই অনুষ্ঠান বোৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থী সকলক নিয়োগ কৰা বিষয়ে চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে।

(ঙ)— প্ৰশ্ন নুঠে।

শ্ৰীএম, ইব্ৰাহিম আলি ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰপেটা মহকুমাত ১৪ লাখ মানুহৰ ভিতৰত ৩শ, ৪২ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত

মাত্ৰ একোজন শিক্ষকেই শিক্ষা দিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ মানদণ্ড কমি গৈছে, ঠিক সেইদৰে এনেকুৱা আৰু বহুতো পিছপৰা অঞ্চল আছে য'ত শিক্ষাৰ অৱস্থা শোচনীয়, গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক আশ্বাস দিব পাৰিবনে যে চৰকাৰী ঘোষিত নীতি অনুসৰি কিমান দিনৰ ভিতৰত এই স্কুল বিলাকৰ অৱস্থা উন্নত কৰিব তাৰ সময়টো ধৰি দিব নে ?

শ্ৰীলক্ষ্যধৰ চৌধুৰী ( মন্ত্ৰী ) :— অধ্যক্ষ মহোদয়, সময়টো ধৰি দিয়া টান। অধ্যয়ণ কৰি দেখা গৈছে যে ভূগল নামৰ এজন মানুহৰ ৰিপৰ্ট মতে কিছুমান অঞ্চলত স্কুলৰ সংখ্যানুপাতে শিক্ষক বেছি আছে বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু সেইটো আমি মানি লব নোখোজো। এতেকে মানি লবলৈ যিখিনি তথ্য পাতিৰ আৱশ্যক হয় সেইখিনি কৰা নাই। আমাৰ অফিচাৰ সকলে চাইছে গৈ কিছুমান অঞ্চল, বিশেষকৈ চৰ আৰু হিল বা পাহাৰী অলঞ্চৰ জনসংখ্যা অনুপাতে ছাত্ৰৰ সংখ্যা কম, তাত স্কুল বিলাকত শিক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে গুৰুত্ব দিবলৈ কোনো যোগা যোগ আদি কৰা হোৱা নাই, এনেবিলাক দুঘটনা হৈ থকাৰ কাৰণেই আমি আগ বাঢ়ি যাবলৈ অলপ টান পাইছোঁ।

Mr. Speaker :— Question hour is over. Now short Notice Question.

Undisposed Starred Question dated 2-4-79.

Re : X-Ray Machines of Goalpara Civil Hospital

Shri Birendra Nath Choudhury asked :

*469. Will the Minister of State, Health be

pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the X-Ray Machine placed in the Goalpara Civil Hospital is not functioning properly?

(b) If so, whether it is also a fact that the X-Ray reading lead to wrong diagnosis and wrong treatment in some cases?

(c) If so, what is the defect of the machine?

(d) Whether Government contemplates to replacc this machine with a better one?

Dr. Kosheswar Bora (Minister of State, Health) reelied :

469. (a)— There are three X-Ray Machines of 10 MA, 30 MA and 100 MA in the Hospital. The 100 MA machine ir operated from 400/ 440 volts three phase power line. Due to low voltage of power supplied this 100 MA machine is not working.

(b)— No.

(c)— There is no defect in the machine.

(d)— Does not arise.

## SHORT NOTICE

## Questions and Answers

### Date : 2nd April, 1979

বিষয় ঃ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ ১৭৫১ নং
ৱিজ্ঞাপন

শ্ৰীশশীকমল সন্ধিকৈয়ে সুধিছে ঃ

১০। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে—

(ক) তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ ১৭৫১ নম্বৰ বিজ্ঞাপনটো কোনো অনুমতি নোপোৱাকৈ অসমৰ এখন কাগজে বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ কৰি ভুৱা বিল দাখিল কৰাত ধৰা পৰিছে নেকি?

(খ) যদি পৰিছে, তেন্তে সেই কাগজ খনৰ নাম প্ৰকাশক আৰু সম্পাদকৰ নাম কি?

(গ) উক্ত কাগজখনে উক্ত বিজ্ঞাপনটোৰ ধৰণেৰে ইতিমধ্যে তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভুৱা বিল দাখিল কৰাৰ কাৰ্য্য চৰকাৰৰ দৃষ্টি গোচৰ হৈছেনে?

(ঘ) যদি হৈছে, তেন্তে এই কাগজখনত বিজ্ঞাপন আদি দিয়া আৰু ভুৱা বিল দি টকা আত্মসাৎ কৰাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লৈছে?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) য়ে উত্তৰ দিছে ঃ

১০। (ক)— এখন বাতৰি কাকতে কোনো নিৰ্দ্দেশ নোপোৱাকৈ বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ কৰা সচাঁ। ইয়াৰ বাবে কাকতখনে এতিয়ালৈকে কোনো বিল দাখিল কৰা নাই।

(খ)— কাকতখনৰ নাম অগ্ৰদূত। প্ৰকাশৰ নাম শ্ৰীবি, এচ ডেকা আৰু সম্পাদকৰ নাম শ্ৰীকনক সেন ডেকা।

(গ)— অগ্ৰদূত কাকতত ১৪৭১ নম্বৰ চৰকাৰী বিজ্ঞাপনটো এটা সংখ্যাৰ ঠাইত ২৩।৭।৭৮, ৩০।৭।৭৮ তাৰিখে দুটা সংখ্যাত প্ৰকাশ পায়। দুই সংখ্যাত একে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে এটা ১৫৬·০০ আৰু টকা ১৯২·০০ ৰ বিল দিয়ে। বিল দুখনৰ নম্বৰ যথাক্ৰমে AD/78/-447, AD/78/450,

(ঘ)—(গ) ৰ বিপৰিতে দিয়া উত্তৰৰ বিষয়টো বিভাগীয় ভাবে পৰীক্ষাধীন হৈ আছে।

শ্ৰীশশকমল সন্দিকৈ :— অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাগজখনে ইতিমধ্যে আন এখন বিল দাঙি ধৰিছে, এই বিল খনৰ বিজ্ঞাপনৰ নম্বৰটো মই পঢ়ি দিছোঁ। নম্বৰটো হল এডি। ৭৮।৭১ ত তং। ৫।১০।৭৮ এই বিলখনত যিটো টকাৰ পৰিমান দেখুৱাইছে সেইটো যি পৰিমানৰ টকা হব লাগে তাতকৈ বেছিকৈ দি দাখিল কৰা কথাটো সচানে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) :— এই বিষয়ে তদন্ত কৰি থকা হৈছে।

শ্ৰীশশকমল সন্দিকৈ :— অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৫ চনতে এই কাগজখনে কিছুমান সাধাৰন বিল দাখিল কৰিছিল। যি বিলাক পুৰনা বিল আৰু সেই বিলৰ টকাৰ পৰিমানৰ লগত বিজ্ঞাপনৰ এটাৰ অৰ্ডাৰ আছিল কিন্তু সেইটো প্ৰকাশ হোৱা নাছিল চৰকাৰে সেই বিল বিলাক পেমেণ্ট

নকৰি ঘুৰাই পঠিয়াইছিল নে ? এই বিষয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ ।

শ্ৰীগোলপ বৰবৰা ( মুখ্যমন্ত্ৰী ) :— এই বিষয়ে আমি চাব লাগিব ।

ডঃ তাৰিনী মোহন বৰুৱা :— অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননী য়মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিন্তু বিজ্ঞাপন আদি কি ভিত্তিত দিয়ে সেই বিষয়ে জনোৱা নাই । বিজ্ঞাপন আদি দিয়াৰ কিবা নিয়ম পদ্ধতি আদি আছে নেকি ? যদি আছে সেই নিয়ম পদ্ধতি ৰক্ষা কৰি চৰকাৰে পেমেণ্ট আদি কৰিছেনে ভালদৰে জনাব নেকি ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) :— বিভিন্ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিজ্ঞাপন আদি দিয়া হয় আৰু এই বিজ্ঞাপন দিয়াৰ কাৰণে সাধাৰণতে কাগজৰ প্ৰচাৰ সংখ্যা ইত্যাদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দিয়া হয়। প্ৰতিখন কাগজ ৬ মাহ কমেও চলি থকা হব লাগে আৰু বিজ্ঞাপনৰ এপ্ৰুভড্ লিষ্ট থাকিব লাগে। তেনে কাগজক দিয়া হয় । আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপনৰ হাৰ আছে সেই মতে বিল আদি দাখিল কৰিব লাগে আৰু সেই মতে এভপ্ৰুড্ কৰি দিয়া হয়।

ডঃ তাৰিণী মোহন বৰুৱা :— মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল কি পদ্ধতিত বিজ্ঞাপন আদি দিয়া হয় আৰু কি নিয়ম আৰু পদ্ধতিৰে বিল আদি আদায় দিয়া হয় ? এই কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে জানেনে আৰু যদি জানে কোনোবা এটা বিভাগে বিজ্ঞাপন দিব লাগিলে কেনেকৈ কি হিচাপে লিখি পাবলিচিটীলৈ পঠিয়াই আৰু পাবলিচিটীয়ে এপ্ৰুভ্ কৰি ৰেচপেক্‌টিভ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ পঠায় আৰু ৰেচপেক্‌টিভ ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই বিল পেমেণ্ট কৰে এই কথা সচাঁনে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা ( মুখ্যমন্ত্ৰী ) :— মাননীয় সদস্যজনে বিলৰ

ক্ষেত্ৰত যিটো কথা কৈছে সেইদৰে বিল পেমেণ্ট কৰাৰ নিয়ম আছে।

শ্ৰীআক্ৰাম হুচেইন ঃ– চাৰ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰৰ পৰা বুজা গল যে তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ ত্ৰুটি আৰু দুৰ্নীতিৰ বাবেই বহুত ক্ষেত্ৰত বিষয়া সকলৰ মৰ্জিমতে বাতৰিত বিজ্ঞাপন দিয়াটো সত্য আৰু বিভাগেটো কাৰ্য্যদক্ষ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিবনে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা ( মুখ্যমন্ত্ৰী ) ঃ— এই বিষয়ে মই পৰিস্কাৰ কৈ কৈছোৱেই যে এই বাতৰি কাকতৰ প্ৰতি বিশেষ মৰম বা বিশেষ আক্ৰোশ থাকিব নালাগে। বিজ্ঞাপনৰ ক্ষেত্ৰত যি নিয়ম আদি আছে এই নিয়ম মতে কাগজৰ চাৰ্কুলেচনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিজ্ঞাপন দিব লাগে। তথাপি এইটো নিশ্চয় স্বাভাৱিক যে প্ৰচাৰ বিভাগটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ ক্ৰুটীহীন হৈ উঠা নাই। ইয়াতকৈ আৰু নিয়াৰিকৈ কাম চলাবৰ বাবে এই বিভাগটোক আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে।

শ্ৰীনগেন শৰ্ম্মাঃ— অধ্যক্ষ মহোদয়, (ক) প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ১৭৫১ নং বিজ্ঞাপনটো ছপা কৰাটো সচা আৰু ইয়াৰ বিল এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। এই বিষয়ে 'অগ্ৰদূত' কাগজৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক চৰকাৰে কিবা জনাইছিল নেকি? যদি জনাইছিল কি জনাইছিল জনাবনে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা ( মুখ্যমন্ত্ৰী ) :— প্ৰায় কাগজৰ বিল সাধাৰণতে হয় মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে আহে আৰু এই বিল বিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যিমানদুৰ সম্ভৱ দিয়া হয় আৰু কিছুমান দিবলৈ বাকী আছে। এতিয়ালৈকে ভেনে ভুলৰ কাৰণে কোনো ব্যাখ্যা বিচৰা নাই।

শ্ৰীশশ কমল সন্দিকৈ :— অধ্যক্ষ মহোদয়, চাৰ্কুলেচনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিজ্ঞাপন দিয়াৰ নিয়ম আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্বীকাৰ কৰিছে। এই কাগজখনৰ চাৰ্কুলেচন কিমান আৰু কাগজখনৰ মেচিন আৰু গ্ৰেচ আৰু প্ৰডাকচন আদি সাধাৰণতে কিমান হব লাগে তাৰ তথ্য চৰকাৰে ভালদৰে দিবনে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) :— এইটোৰ কাৰণে বেলেগ নটিচ লাগিব।

শ্ৰীজীৱন বৰাঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই জানিব খুজিছোঁ যে ইয়াৰ আগেয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এখন কাগজে সৰ্ব্বমুঠ ২০ হাজাৰ টকাৰ বিল চৰকাৰৰ ওচৰত চাবমিট কৰিছিল। এই বিলাক ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে পেলাই থোৱা কথা সচা নে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) :— তেনে বহু অভিযোগ আছে আৰু এইবোৰ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে।

শ্ৰীবনেন্দ্ৰ বসুমতাৰী :— অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে কিমান চাৰ্কুলেচন হলে বিজ্ঞাপন দিব পৰা অৰ্হতা অৰ্জন কৰে ? আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে নাভাৱেনে যে এনে কিছুমান আঞ্চলিক কাগজ আছে যেনে গোৱালপাৰাৰ "প্ৰাগুবাসী" আৰু "গণচাবুক" আদি কাগজৰ যথেষ্ট প্ৰচাৰ আছে ? কিন্তু এই বিলাক কাগজে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো আদৰণী পোৱা নাই যদিও গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰচাৰ আছে। গতিকে এই কাগজ বিলাকৰ ওপৰত যি বৈষম্য আছে তাক আতৰোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লবনে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা ( মুখ্যমন্ত্ৰী ) :— যিবিলাক কাগজৰ নিম্নতম ২ হাজাৰ প্ৰচাৰ থাকে তেনেবিলাক কাগজকে বিজ্ঞাপন আদি দিয়া হয়।

শ্ৰীগিয়াচুদ্দিন আহমেদ ঃ— (গ) প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সচাঁ বুলি কৈছে, মই জানিব বিচাৰিছো যে বিজ্ঞাপনৰ অনুমতি কোন পদ্ধতিত দিয়া হয়। লিখিত ভাবে দিয়া হয় নে কেতিয়াবা জৰুৰী অৱস্থাত টেলিফোনতো কৈ দিয়া হয়? নাইবা বিজ্ঞাপনৰ ওপৰতে লিখি দিয়া হয় নেকি যে এইটো পাব্লিচ কৰিব লাগে। কোন পদ্ধতি অবলম্বন কৰে?

লগতে মই এইটো কথাও জানিব বিচাৰিছো যে অসম জাৰ্ণেলিষ্ট এচোচিয়েচনৰ পৰা এই সম্পৰ্কত কিছুমান কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ লিখিত ভাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিল। আৰু এই ঘটনাৰ লগত এইটো কথাও যোগাযোগ আছিল নেকি?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) ঃ— সাধাৰণতে নিৰ্দ্দেশ বিলাক লিখিত ভাবেই দিয়া হয়। এই কথাও সচাঁ যে অসম জাৰ্ণেলিষ্ট এচোচিয়েচনৰ পৰা কেইজন মানে মোৰ ওচৰত অভিযোগ পত্ৰ দিছিল। এই সম্পৰ্কে অনুসন্ধান কৰিব দিছো। কিন্তু সেইখিনিৰ লগত সম্বন্ধ নাই বুলি ভালেমান জাৰ্ণেলিষ্টে আকৌ মোক জানিবলৈ দিছে।

শ্ৰী অজয় দত্ত ঃ— মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাৰ্কুলাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে ২ হাজাৰৰ কম কপি হব নালাগে। কিন্তু মই জনাত এতিয়াৰ চৰকাৰে আৰু আগৰ চৰকাৰেও ২ হাজাৰৰ কম হোৱা কাকতকো আসাম ট্ৰিবিউনৰ দৰে বিজ্ঞাপন দি আছে। চৰকাৰী চাৰ্কুলাৰৰ কথা উলংঘা কৰি এজন বিষয়াই নিজৰ ইচ্ছা, মৰ্জি মতে বিজ্ঞাপন দি আছে এইটো সচাঁ নেকি?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) ঃ— এই গোটেই বিষয়টো পুনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে বিবেচনা কৰা হৈছে।

শ্ৰীনগেন শৰ্ম্মা :— মাননীয় সদস্য শ্ৰীগিয়াচুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে সাধাৰণতে লিখিত ভাবেই এই অনুমতি দিয়া হয়। কিন্তু ইয়াত যিটো ১৭৫১ নং বিজ্ঞাপনৰ কথা উঠিছে। তাত অগ্ৰদূতত যিটো বিজ্ঞাপন ছপা হৈছে সেইটোৰ বিল এতিয়াও দিয়া নাই। আমি জনাত সচাঁ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনক ভুল পথে পৰিচালিত কৰা নাই। মোৰ হাতত এখন কাকত আছে সেইখনত দিয়া আছে যে। publich immediately. Formal order follows. এনেধৰণে অগ্ৰদূতক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল নেকি ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) :— দিয়া হোৱা নাই।

শ্ৰীনগেন শৰ্ম্মা :— যিহেতু ফৰমেল অৰ্ডাৰ পোৱা নাছিল সেই কাৰণে বিল দিয়া হোৱা নাছিল এইটো সচাঁনে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) :— বিজ্ঞাপন কেনেকৈ তেওঁলোকৰ হাতলৈ গ'ল সেইটো অনুসন্ধান কৰা হৈছে।

শ্ৰীনগেন শৰ্ম্মা :— বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে যেতিয়া মানুহ আহে তেতিয়া এটা খামত ভৰাই দিয়া হৈছিল নেকি ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) :— সাধাৰণতে তেওঁলোকে আবেদন কৰি বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰে। আৰু সেইমতে দিয়া হয়।

শ্ৰীনগেন শৰ্ম্মা :— ইয়াৰ লগত গণতন্ত্ৰক কুঠাৰাঘাট কৰাৰ কাম চলি আছে। সেই কাৰণে মই ভাৱো এই প্ৰশ্নটো আধা ঘণ্টা আলোচনা কৰাৰ সুবিধা দিব লাগে।

## UNSTARED

### Questions And Answers

### Date : 2nd April, 1979

( To which answers were laid on the table )

বিষয় ঃ তিনিচুকীয়া মহকুমাধিপতিৰ কাছাৰীঘৰ আৰু অন্যান্য আবাসগৃহ সজাৰ ব্যৱস্থা

শ্ৰীকুল বাহাদুৰ চেত্ৰীয়ে সুধিছে ঃ

৪২। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে—

(ক) তিনিচুকীয়া কৰ্টঃ কাছাৰীঘৰ আৰু অন্যান্য চৰকাৰী ঘৰ নোহোৱাত বিশেষ অসুবিধা হোৱাৰ বিষয়ে চৰকাৰে জানেনে ?

(খ) যদি জানে, তেন্তে এই চৰকাৰী ঘৰবিলাক কেতিয়া সজা হব জনাবনে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা (মুখ্যমন্ত্ৰী) য়ে উত্তৰ দিছে ঃ

৪২। (ক) — হয়, জানে।

(খ)— চৰকাৰে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া মহকুমাধিপতিৰ কাছাৰীঘৰ আৰু তেখেতৰ আবাসগৃহ লগতে অতিৰিক্ত সহায়ক আয়ুক্তৰ চাৰিটা আবাসগৃহ সাজিবৰ বাবে দিহা কৰিছে।

## MISCELLANEOUS

মাননীয় অধ্যক্ষ :— শ্ৰীহদা ডাঙৰীয়া, আপুনি কিবা উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে ?

শ্ৰীমো: ছামচুল হুদা :— অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ৰাজহ বিভাগৰ কামৰূপ জিলাত অস্থায়ী বন্দোৱস্তী কামৰ কাৰণে ভাসমান কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। এই অস্থায়ী বন্দোৱস্তীৰ কাম শেষ হৈ যোৱাৰ পিচত যিবিলাক কৰ্মচাৰীক নিয়োগ কৰা হৈছিল সেইবিলাকক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। প্ৰায় ১৯৬ জন কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰিছে। তাৰ ভিতৰত এল, ডি, এচিষ্টেন্ট ২২ জন, পিয়ন ২৪ জন, মণ্ডল ৬০ জন আৰু ড্ৰাইভাৰকে ধৰি অন্যান্য ৯০ জন। এই মানুহ খিনিক কামৰ পৰা পঠাই দিয়া হৈছে, পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই। তেওঁলোকে আজি অনাহাৰে, অৰ্দ্ধাহাৰ কটাবলগীয়া হৈছে। লগতে এইটোও কৈ থওঁ যে এই-দৰে কাম যোৱা মানুহ অসমত ২ হাজাৰৰো অধিক আছে। গতিকে এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলো যাতে এই কৰ্মচাৰী সকলক পুনৰ আন কামত নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। এই সম্পৰ্কত পুনৰ নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰৰ আছে নে নাই ?

শ্ৰীলক্ষেশ্বৰ গোহাঁই :— এই সম্পৰ্কে মই অনুসন্ধান কৰি সদনত এটা বিবৃতি দাঙি ধৰিম।

শ্ৰীনেপাল চন্দ্ৰ দাস :— অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩১ তাৰিখ আসাম ট্ৰিবুন পত্ৰিকায় প্ৰকাশ পায় যে শিলচরে গত ২৮ মার্চ বিকালে প্ৰচণ্ড ঝড় এবং শিলা বৃষ্টির ফলে কমপক্ষে দুইজন লোক মারা যায় এবং বহু লোক আহত হয়। তাছাড়া এই শিলা বৃষ্টির ফলে বহু জমি এবং ধানের ক্ষেতের ক্ষতি হয়। এই সম্পর্কে আরো বলা হয় যে এই ঝড় ও শিলা-বৃষ্টির ফলে লক্ষিপুর এলাকায় বহু ধানের ক্ষেত এবং ঘরবাড়ীর ক্ষতি

হয়। অতএব এ সম্পর্কে আমি রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করে বলছি যে ২৮ তারিখের ঘটনার কোন রিপোর্ট শিলচরের ডি সির কাছ থেকে মন্ত্রী মহোদয় পেয়েছেন কি না? যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে এ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তাদেরে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্ৰীলক্ষেশ্বৰ গোহাঁই :— অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুসন্ধান কৰি খৰতকীয়া ভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা লম।

## CALLING ATTENTION

শ্ৰীএম, ইব্ৰাহিম আলী :— অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম বিধান সভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ ৫৪ নং নিয়ম অনুসৰি ১৯৭৯ চনৰ ২১ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ দৈনিক অসম কাকতত প্ৰকাশিত "দুশ পদ খালী কিন্তু পুৰণ কৰা নাই।" শীৰ্ষক বাতৰিটোলৈ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিলো।

* Shri Golap Borbora :— Mr. Speaker, Sir, the news item appearing under the Caption "দুশ পদ খালী : কিন্তু পূৰণ কৰা নাই" in the DAINIK ASOM dated 21-2-79 come to the notice of the Government.

The position of recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) under PWD has been most unsatisfactory for the last few years. In spite of the best efforts made by the Department to fill up the vacant

* Speech not corrected

posts, no tangible result could be achieved as large number of posts still remained vacant due to lack of response from the candidates to whom appointment letters were issued by the Department. Even those few Engineers who accepted the appointement offered by the Department and joined accordingly, resigned subsequently.

Due to continued reluctance of Engineers to serve under P.W.D. and their leaving the Department after serving for sometime the Department evolved a new recruitment policy by relaxation of normal rule in which those students of Engineering Colleges of the State who appeared at the final examination were sought to be brought in to service as a trained Engineer with the hope that their services could be regularised through P.S.C. on their coming out successful in the examination. Accordingly, out of 60 posts of Assistant Engineers fell vacant during 1976, 38 Nos of such Trainee Engineers were appointed on a consolidated pay of Rs. 500/- P.M. Out of 38 Nos of Trainee Engineers, 21 Nos came out successful and they were appointed as Assistant Engineer under regulation 3 (f) of APSC and APSC simultaneously reminded to recommend the candidates requested earlier against 60 posts. But only 8 Nos of Assistant Engineers accep-

ted the appointment in the Department.

The APSC in June, 1977 recommended 19 candidates for appointment and accordingly all of them were appointed. But this time also only 8 Nos of Assistant Engineers, who had already joined on their being appointed under regulation 3 (f), continued in service after regularisation. Recently three more Assistant Engineers have tendered resignation.

In 1978-79 the Nos of vacancies rose to 109 due to resignation tendered by the Assistant Engineers, vacancies carried over from year to year and creation of new posts during the period. In order to fillup these vacent posts, tne posts were advertised by the Department for appointment under regulation 3 (f) of APSC in which the candidates who appeared at the final examination were also made eligible for applying for the post in advance, their cases considered, in case they came out successful. Simultaneously, the Principals of Engineering Colleges, the Director of Tecnical Education were also requested to encourage the students to apply for the post with a view to securing more applicants to fill up the large number of posts lying vacant. But only 64 Nos. of candidates applied for the posts. Out of which 44 Nos. came out

successful as collected from result sheet in the News paper and all of them were appointed. But till now only 22 Nos, have joined.

The APSC has also been requested to advertise for the 109 vacant posts and recommend the names of candidates for appointment, whose action is awaited.

The reasons for Engineers' reluctance to accept appointment under PWD can be said to be for tight promotion prospect. There is also demand from the A.E.S. Association that there is disparity in the pay scale when compared with similar posts of other Departments.

The position in respect of promotion has now slightly improved.

The Government have already decided to raise the pay scale of Assistant Engineers to Rs. 525-1325/- P.M. to bring it at per with A.C.S.I. & Health Officer-I.

In the matter of Daily Allowance the Department considers that there has been some enomaly which is being looked into.

Shri Ibrahim Ali :-- Sir, one clarification............

Mr. Speaker :— Government has taken all steps

to solve the problem.

শ্ৰীইব্ৰাহিম আলি :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তেওঁলোকৰ পদোন্নতিৰ কাৰণেহে এইটো কৰা দেখা গৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়ে নজৰ দিবনে ?

শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা :— নজৰ দিয়া হৈছে।

## MATTER UNDER RULE 301

Shri Biresh Misra :— Mr. Speaker, Sir, I take my stand to raise a matter under Rule 301 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Assam Legislative Assembly relating to sudden disappearance of Salt in the market in recent days leading to exorbitant rise of price in the above commodity.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ৪-৫ মাস ধরে আমাদের এই রাজ্যে একটি সংকট দেখা দিয়েছে এবং বিগত বৎসর সকল মানুষের সমস্যা গ্রামাঞ্চলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে লবণের কেজি ২ টাকা থেকে ২.৫০ পয়সা বিক্রি হয়েছিল। শহরাঞ্চলে ১ টাকা থেকে ১.৫০ পয়সা লবণের কেজি বিক্রি হয়েছিল। সেই অবস্থা বর্তমানে সামান্য প্রশমিত হয়েছে, এখন গ্রামাঞ্চলে লবণের কেজি ১.৫০ পয়সা অবাধে বিক্রি হচ্ছে। আমি এই রাজধানীতে গতকাল যখন লবণ কিনেছি তখন তার দাম আমি দিয়েছি ৮০ পয়সা করে কেজি, আর, প্লাসটিক পেকেটে যে লবণ আছে তার দাম মহাজনেরা নিচ্ছেন ১.০০ টাকা করে। এই যে লবণ সংকট, যে লবণ সম্পর্কে আমাদের ষ্টেটফেড লবণ সংগ্রহ সম্পর্কে আমাদের পাচ পৃষ্ঠা লম্বা পুস্তিকা বিতরণ করে দিয়েছেন। কেন

এবং কি ভাবে এই কৃত্রিম সংকট হয়েছে এই পুস্তিকার তথ্য থেকে তা ধরা পড়ে। এই সংকট আসাধু ব্যবসায়ী ও ষ্টেটফেডেরই সৃষ্ট।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী যে ডাণ্ডি মার্চ করেছিলেন, গরীবের জন্য সস্তাদরে লবণ পাওঁয়ার দাবীই ছিল সেই আন্দোলণের প্রধান দাবী। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ৩২ বৎসর পরেও আমাদের গ্রামের সাধারণ গরীব মানুষ ও গরু-মহিষের লবণ যোগাতে আমাদের স্বাধীন দেশের সরকার পারিতেছেনা। আজকে আমাদের গ্রামের এবং শহরের সাধারণ লোকের যে অবস্থা এবং ষ্টেটফেডের প্রকিওরমেণ্টের যে কায়দা এবং যে লবণ সংকট সরকারী সরবরাহ বিভাগও ষ্টেটফেডের অবহেলার জন্য ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী যারা ফেন্সী বাজার, ডিব্রুগড় ও শিলচরের জানিগঞ্জে বড়পেটায় অথবা নল-বাড়ীতে যারা রয়েছে তারা মুনাফা লুঠছে।

আমাদের ষ্টেটফেডের কোটা হলো ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন। এই ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন আমাদের লিপট করা সম্ভব হয়নি। গত বৎসর অর্থাৎ এই বৎসরের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত, ১৯৭৭-৭৮ ইংরা-জীতে ৯৭ হাজার ৩২০ মেট্রিক টন ছিল, কিন্তু কৈফিয়ত হয়েছে ওয়া-গনের অভাবে পৌঁছাতে পার নাই।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজ্যের বর্তমান জনসংখ্যা হলো ১ কোটি ৭৭ লক্ষ। সাধারণ হিসাবে কমপক্ষেও যদি তাদেরে মাসে আধা কেজি করে লবন সরবরাহ করা হয় তাহলে আমাদের প্রয়োজন হবে প্রায় ১০ কোটী ৬২ লক্ষ কেজি। আমি এটা হিসেব করে বের করেছি। কিন্তু সরকার গত বৎসর যে লবন এনেছেন তার পরিমান হলো ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ২০ হাজার কেজি। সুরতাং আমাদের গ্যাপ থেকে যাচ্ছে ১ কোটী ৩০ লক্ষ কেজির মত। তাছাড়া আমাদের যে গবাদি

পশু রয়েছে (মহিষ বাদ দিলেও) সেদিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে বর্তমানে ৬০ লক্ষ গরু আমাদের রাজ্যে রয়েছে। (হালের গরু এবং দুধের গরু মিলিয়ে) এই গরুদেরও খাওয়াতে আমাদের লবনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লবনের অভাবে আমাদের গবাদি পশুকেও আমরা লবন থেকে বঞ্চিত করছি। এই ৬০ লক্ষ গরুর অর্ধেককেও যদি কৃষকরা নুন খাওয়ায় তাহলে দেখা যায় যে মাসে ৩৮ লক্ষ কেজি লবনের প্রয়োজন। কৃষকরা বেশী দামে এই লবন ক্রয় করে তাদের গরুকে খাওয়াতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যায় যে আমাদের মোট শর্ট-ফল রয়েছে ৩৮ লক্ষ কেজি এবং ১ কোটী ৩০ লক্ষ কেজি অর্থাৎ ১ কোটি ৬৮ লক্ষ কেজি। এই যে শর্ট ফল তারজন্য আমি সরকারী পলিশিকে দায়ী করছি। কারণ মুনাফা লুটবার জন্য সরকার পক্ষ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই বিরাট গ্যাপ রেখেছেন। লবন সরবরাহ করার জন্য যে সুষ্ঠু নীতি সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা উচিৎ ছিল তা বিগত কংগ্রেস আমলে গ্রহণ করা হয় নি। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত বর্তমান সরকারও এই লবন সরবরাহের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য আমরা আন্দোলন করেছিলাম, লবন আন্দোলনের জন্য মার্চ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা স্বাধীনতার ৩২ বৎসর পরেও এই সরকার লবনের সুরাহা করতে পারেন নাই।

মহোদয়, আমাদের রাজ্যে লবনের ষ্টকের পজিশন যা রয়েছে তা মোটেই ভাল নয়। ষ্টেট ফেড'র পরিসংখ্যা মতে ২৭-১-৭৯ তারিখে আমাদের বড়পেটা মহকুমার জন্য মজুত রয়েছে মাত্র ৪০৭ ব্যাগ। প্রতি ব্যাগ ৭৫ কেজি হলে তার পরিমান হবে মাত্র ৩০ হাজার ৮ শত ২৫ কেজি। বড়পেটার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ।

(ভয়েস্ঃ বর্তমানে ১৪ লক্ষ হবে।)

হতে পারে। কারণ আমি আগের হিসাব মতে বলছি। এই ১৪ লক্ষ না হয়ে যদি ১২ লক্ষও ধরা হয় তাহলে সেখানে মাসের চাহিদা হল্যে ৬ লক্ষ কেজির। দৈনিক প্রয়োজন প্রায় ২০ হাজার কেজির মত ছিল কিন্তু যে ষ্টক সেখানে রয়েছে তাতে মাত্র দেড় দিনের ষ্টক রয়েছে।

তার পরে আসুন নলবাড়ীতে। নলবাড়ীর জনসংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। ১-২-৭৯ তারিখে নলবাড়ী মহকুমার জন্য মজুত ছিল মাত্র ৩২১ ব্যাগ। প্রতি ব্যাগ ৭৫ কেজি হলে তার পরিমান হবে ২৪ হাজার ৭০ কেজি। এখানেও মাসিক প্রয়োজন ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কেজি এবং দৈনিক প্রয়োজন ১৫ হাজার কেজি। অর্থাৎ এখানেও মাত্র দেড় দিনের ষ্টক রয়েছে। এরই ফলে অন্য দিকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটে চলেছেন এবং সরকার থেকে তাদের এই মুনাফা লুটবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য আমি সরকারের কাছে এই প্রস্তাব তুলেছি। কিন্তু এটাই শেষ নয়। আমি যদি সমস্ত রাজ্যের কথা বলতে চাই তাহলে আমি আমার মূল বক্তব্যতে আসতে পারবো না।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— আপনি বক্তৃতা দিলে অনেক সময় লাগবে। শুধু পয়েন্ট রেইজ করলেই মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর দিতে সুবিধা হবে।

শ্রীবীরেশ মিশ্র :— আমি শুধু পয়েন্ট রেইজ করেই শেষ করছি। ষ্টেইট-ফেডের ইস্তাহারে লবন সংকটের জন্য কয়েকটা কারণ দেখানো হয়েছে। সেগুলি হলো :—

Inadequate placement of wagons by western Railway and undue delay in transit of trade commodities by the disgrantled parties with vested interest and non-functioning of the N. F. Railway.

এই চারটা কারনের জন্য লবনের সংকট দেখা দিয়েছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ আমাদের সাপ্লাই মন্ত্রী সদনে উপস্থিত নেই। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আছেন যিনি তার হয়ে হয়তো জবাব দিবেন। কিন্তু এই যে ৪টি কারন দেখানো হয়েছে এবং এর মধ্যে ষ্টেটফেডের ব্যাপারটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এই অনুষ্ঠানটির যারা উচ্চপদস্থ কর্মচারী তারা ওয়েষ্ট কোষ্ট থেকে যে লবন আনে তা তাড়াতাড়ি যাতে এসে না পোছায় তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এমন কি তাদেরে অন্যান্য ভাবে খুশী করে সেই ওয়াগন গুলিকে আটকে রাখার বন্দোবস্ত করে। আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে এই ব্যাপারে একটা ঘরোয়া তদন্তের ব্যবস্থা করেছিলেন, একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীকে দিয়ে। তিনি কি রিপোর্ট দিয়েছেন তা আমি জানি না। কিন্তু আমি যখন এই সদনের কাজে বোম্বেতে গিয়েছিলাম তখন সেখান থেকে জানতে পেরেছি যে এই ব্যাপারে একটি অশুভ শক্তি কাজ করছে। তারা এই সাপ্লাই বিভাগ এবং ষ্টেটফেডের সঙ্গে যোগসাজস করে আমাদের আসাম রাজ্যের জনসাধারনকে এই লবনের ব্যাপারে চরম প্রবঞ্চনা করছে আর একদল অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলারা মিলে এই লবনের ব্যাপারে সমস্ত জনসাধারনকে লুঠ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থার অবসানের জন্য আমি একটা তদন্ত দাবী করছি।

(ভয়েস্ কেরোসিনেরও এই একই অবস্থা)

একই অবস্থা ঠিকই কিন্তু প্রাসঙ্গিক হবে না বলে আমি কেরোসিনের নামই উচ্চারণ করিনি।

মহোদয়, আমি এই বিষয়ের যে চার্জ আনছি আশাকরি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই সমস্ত বিষয় সদনে বিবৃত করবেন। আজ আসামের ১ কোটী

৭৭ লক্ষ লোকের মুখের দিকে চেয়ে, ৬০ লক্ষ গরু বাছুরের জীবনের দিকে চেয়ে (কারণ আমরা আজ গো সম্পদের জন্য মুক্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিচ্ছি) আশাকরি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাদেরে এই ক্রাইসিস থেকে উদ্ধার করবেন। আর, এই ব্যাপারে মূল কথা কেবল ওয়াগনের প্রশ্ন নয়। এন এফ. রেলওয়ে দোষ দেবে ওয়েষ্ট্রান রেলের। কিন্তু আমি লামডিং সমষ্টি থেকে এসেছি, আমি জানি, কেন কেরোসিন বা লবনের গাড়ী ওয়েসাইড ষ্টেশনে আটকা পড়ে থাকে। তার পেছনে বড় বড় ব্যবসায়ী রেল কর্তৃপক্ষকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে এই সব কাজ করছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আমাদের সাপ্লাই বিভাগের এবং ষ্টেট-ফেডের একদল কর্মচারীগণও এই সুযোগে তাদের নিজদের সুবিধা আদায় করছেন এবং মোটা টাকার ব্যবস্থা করছেন। এটাই মূলতঃ আমাদের জনসাধারনের জন্য দুর্দৈব নিয়ে এসেছে এবং এর থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার এই লবন সরবরাহের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করবেন না এইসব বে-সরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে আমাদের রাজ্যের জনসাধারনের ভাগ্যকে জলাঞ্জলি দেবেন, আশাকরি সরকার তার জবাব আজ এই সদনে দেবেন; এই ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

*শ্রীগোলাপ বৰবৰা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যোগান মন্ত্ৰীৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে নিমখৰ চলিত সংকটৰ বিষয়ৰ ওপৰত যিটো বিষয় উৎথাপন কৰা হৈছে সেই বিষয়ে মই উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছো। এই বিষয়-টোৰ ওপৰত বিভাগীয় ৰিপোৰ্টত বহুতো কিবা-কিবি আছে, মই সেইবোৰ কব খোজা নাই। এইটো কথা সচাঁ যে নিমখ নিৰ্দ্ধাৰিত দামতকৈ অসম-মৰ বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ অসমৰ চহৰ আৰু গাওঁ অঞ্চলত বেচি দামত

* Speech not corrected

বিক্ৰি হৈছে। এই সংকট আজি ভালে কেইমাহ ধৰি চলি আছে আৰু এই বিষয়ে মই অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাবে বাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছো। এই সম্পৰ্কে ৰেলৱে বিভাগৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা-বতৰা আহিছে। ইতিমধ্যে সেইবিলাক অসুবিধা লৈ আমাৰ ষ্টেটটফেদৰ চেয়াৰমেন দিল্লীলৈ গৈছে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে। পৰহি মই নিজে, ষ্টেটটফেদ বিভাগৰ বিষয়া আৰু কৰ্ম্মকৰ্ত্তা সকল আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ আৰু কমাৰ্চিয়েল চুপাৰিন্টেন্ডেন্টৰ লগত এই আটাইবিলাক কথাই আলোচনা কৰিছো। ওৱেগনৰ অভাৱত যে আমাৰ এই অসুবিধা হৈছে সেইটো সচাঁ। এই জটিল সমস্যাৰ লগতে বিভিন্ন স্তৰত কিবা এটা পাপ চক্ৰই গা কৰা কথাটো নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এই ওৱেগন ম'ভমেন্ট খৰতকীয়া কৰাৰ বিষয়ে এন, এফ, ৰেল-ৱেৰ কৰ্ম্মকৰ্ত্তা সকলক হেচাঁ দিয়া হৈছে আৰু এই বিষয়ে দিল্লীৰো দৃষ্টি-গোচৰ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আজি কেইদিন মানৰ পৰা অসমৰ কোনোবা কোনোবা ঠাই, নৰ্থ বেংগল বিহাৰ, আদি ঠাইত ৰেলৱে কৰ্ম্মচাৰী কিছু-মান ওৱাৰ্ল্ড ক্ৰেফট্ ষ্ট্ৰাইক হৈ আছে। যোৱাকালিও এই বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ দপ্তৰৰ পৰা আমি নিৰ্দ্দেশ পাইছো আৰু অসম, বিহাৰ, পশ্চিমবঙ্গ আৰু উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বিষয়ে নিৰ্দ্দেশ দিছে যাতে এনে অৱস্থাই অৰ্থাৎ মূল্য বৃদ্ধিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অলপ সাৱধান হোৱাৰ বাবে। এই বিষয়ে আলোচনা-বিলোচনা আদিৰ মাজেৰে এটা সুস্থ পথ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ওৱেগনৰ অভাৱতেই বিশেষকৈ আমাৰ যি ষ্টক থাকিব লাগে সেইটো নোহোৱা হৈছে আৰু এই বিষ-য়টো গুৰুত্ব সহকাৰে তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে এন, এফ ৰেলৱেৰ কৰ্ম্মকৰ্ত্তা সকল আৰু কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰীৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হৈছে। নিমখৰ চৰা দাম সম্পৰ্কত যি দাবী উৎ-থাপন কৰিছে সেই বিষয়ে মই মাননীয় সদস্যসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে এইখিনিকে

কৈ সামৰণি মাৰিলো।

* মঃ এ, এন, আক্ৰাম হুছেইন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা ক্লেৰিফিকেচন বিচাৰিছো। প্ৰথমে মই আমাৰ যোগান মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আৰোগ্য কামনা কৰি ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যাতে সোনকালে আহি আমাৰ সদনত অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে, বিভিন্ন ঠাইত ষড়যন্ত্ৰৰ কথা নুই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মোৰ হিচাবৰ পৰা দেখা যায়, ষ্টেটফেডৰ যি নিমখ বিতৰণ নীতি সেইটো বাংলাদেশৰ, সেইটো বাংলা দেশৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত বেচি সংৰক্ষণ কৰিছে। এই পৰিপেক্ষিত আমাৰ যোগান মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আনডিচপোউজড্ ষ্টাড কুৰেচনত, ৩০ তাৰিখে কৈছিল মঙ্গলদৈত ৩ হাজাৰ ৮৬০ বস্তা নিমখ ৰখা আছে আৰু ধুবুৰীত ১৩ হাজাৰ ৫শ বস্তা ৰখা হৈছে। যিহেতুকে ষ্টেটফেডৰ এনেকুৱা কাৰ্য্য চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে তেনেহলে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰো যাতে এই ষ্টেটফেড পুনৰ গঠন কৰিব লাগে।

* শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা :— অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য গৰাকীয়ে বুজিছে, যিবিলাক ষড়চক্ৰ অসমলৈ আহি পোৱাৰ কথা আছে অথচ আহি পোৱা নাই। এই ধৰণৰ কথা চলিছে। বিভিন্ন জিলাৰ আৱশ্যক অনুসৰি নিমখ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে। হয়তো কৰবাত কম হব পাৰে, নিমখ আহি পালেই বঢ়াই দিয়া হব। আনহাতে এটা অসুবিধা হৈছে যে ষ্টেটফেডৰ দোকান সকলো ঠাইতে নাই। তাৰ ওপৰি যিবিলাক সমবায়, সেই সমবায় সকলৰ যোগেদিও নিমখ বিতৰণ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ আগতে যিবিলাক সামগ্ৰী আছিল সেইবিলাক নোহোৱা হোৱাত, নিমখ বিক্ৰি কৰা ইন্টাৰেষ্ট নোহোৱা হৈছে। তাৰ ওপৰি

* Speech not corrected

নতুন ষ্টেটডফেডৰ চেন্টাৰ খুলি নিমখ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰি যিহেতুকে তাৰ কৰ্ম্মচাৰী সকলৰ ঘৰ-দুৱাৰ দা-দৰমহা আদিৰ কথা আছে। বিভিন্ন ঠাইত ডি, চি আৰু এচ, ডি, ও সকলক মুকলি বজাৰত নিমখৰ দাম যাতে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰ্দ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু বাংলাদেশৰ সীমা বুলি কাছাৰ জিলাত বেচি নিমখ সংৰক্ষণৰ যি কথা কৈছে, সেইটো আচলতে নহয়। এইবিলাক ঠাইত অথাৎ কাছাৰ জিলাত বৰষুণ দিলে বানপানী হয় আৰু ১৪-১৫ দিনলৈ আমাৰ লগত বিচিন্ন হৈ থাকে। সেই কাৰণেই তাত অলপ বেচিকৈ ষ্টক্ ৰখা হৈছে।

* শ্ৰীবানেশ্বৰ শইকীয়া ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিমখ আৰু কেৰাচিনৰ সমস্যাটো আমি প্ৰথম এই পবিত্ৰ সদনলৈ আহোতেই যোৱা মাৰ্চ মাহত, এই বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আলোচনা কৰা হৈছিল। সেই সময়ত চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে, প্ৰাক্তন চৰকাৰৰ কিছুমান কাৰ্য্যৰ কাৰণে এই সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই। জুন মাহত সেই সমস্যা সমাধান কৰা হব। কিন্তু যেতিয়া জুন মাহত এই সমস্যাৰ কথা উঠিব তেতিয়া ৰেলওৱে ডবাৰ যুক্তি দেখুৱা হ'ল। আৰু সেই একে যুক্তি দেখুৱাই এতিয়াও সমস্যাটো একুৱাই যোৱাৰ কথা আমি অনুমান কৰিছো। ৰেলওৱে ডবা সম্পৰ্কত যিটো কথা কৈছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাব নেকি আমি ৰেলওৱে ডবা কৰ পৰা বিচাৰিছো ?

মাননীয় অধ্যক্ষ :— আপোনাৰ ক্লেৰিফিকেচনটো কওক।

* শ্ৰীবানেশ্বৰ শইকীয়া ঃ— এইখন আমাৰ দেশ। আমাৰ দেশৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি বিচাৰিছো। আমি বিদেশৰ পৰা বিচৰা নাই। মই

* Speech not corrected

আশা কৰো মন্ত্ৰী মহোদয়ে মোৰ কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে উত্তৰ দিব।

দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমাৰ ৰেল কৰ্তৃপক্ষই কোৱা মতে আমাৰ দেশত ৰেলৰ ডবাৰ অভাৱ। আমাৰ দেশত ৰেল ডবাৰ শিল্প, ৰেল ডবা বিক্ৰি নোহোৱাৰ কাৰণে সংকটৰ সম্মুখীন হৈছে। গতিকে ৰেল ডবাৰ অভাৱ কেনেকৈ বৰ্ত্তী আছে। জনালে ভাল হয়। এতিয়া নিমখৰ পৰিপেক্ষিতত কওঁ যে, নিমখৰ কথাটো এতিয়া জীৱন মৰণৰ নিচিনা হৈ আছে। এই পৰিপেক্ষিতত পাপ চক্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে, আগতে যোগান মন্ত্ৰী মহোদয়েও স্বীকাৰ কৰিছিল। গতিকে এই পাপ চক্ৰটো কেতিয়া ভঙ্গ হব।

শ্ৰীএ, এন আক্ৰাম হুছেইন :— যোৱা বছৰো আমাৰ ইয়াত নিমখৰ আলোচনা হৈছিল। তেতিয়া বিবৃতি দিয়া হৈছিল যে মোৰ সংখ্যাটো মনত নাই, যে অসমলৈ ইমান ওৱেগন আহিছে। এতিয়া এন, এফ ৰেলওৱেৰ কাচটডীত কিমান ডবা আছে।

* শ্ৰীগোলাপ বৰবৰা :— এই বিষয়ে আগেয়ে আলোচনা কৰিছিলো। অসুবিধা হ'ল যে, নিজ দেশৰ চৰকাৰৰ ৰেল বিভাগে বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ আৱশ্যক অনুসাৰে এলোটমেন্ট কৰা সহকাৰে পঠিয়াই। প্ৰায়বিটি বেচিচত এ, বি, চি, কৈ এলটমেন্ট কৰে। আৰু এই দৰে কোটি কোটি এলটমেন্ট আহি ফাৰাক্কা বিহাৰত, বাৰাউনিত এই বিলাক ঠাইত পৰি থাকে। পিচত সেই বিলাক হেৰাই যায়। আজি প্ৰায় ২ মাহ মান আগতে ৫৫০ বস্তা নিমখ নোহোৱা হৈছিল। পাচত ৰেলওৱে অফিচাৰ, কৰ্ম্মচাৰী আদিৰ লগত যোগাযোগ কৰি সুংসূত্ৰ উলিয়াব লগা হৈছে। কিছু দিনৰ আগতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিল। আৰু বৰ্ত্তমান তেনে-

* Speech not corrected

কুৰা এটা পৰিস্থিতিয়েই হৈ আছে। সেই অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছো।

* Shri Khagen Barbarua :— Sir, I beg to raise a matter under Rule 301 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Assam Ligislative Assembly relating to.

"নগালেণ্ডৰ তুলিৰ কাগজ কলৰ বিষাক্ত আবৰ্জ্জনাৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ কৃষি অঞ্চলক আৰু জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰা"

অধ্যক্ষ মহোদয়, নগালেণ্ডত তুলিৰ কাগজৰ কল নিৰ্ম্মাণ হৈছে তাত আমি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছো। কাৰণ তাৰ পৰা নগালেণ্ডৰ জন সাধাৰণ উপকৃত হব, স্থানীয় ওচৰে-পাজৰে থকা ৰাজ্য সমূহ উপকৃত হব, আমিও উপকৃত হম আৰু কমবেছি পৰিমাণে ভাৰতবৰ্ষও উপকৃত হব। সেইকাৰণে কাগজৰ কল নিৰ্ম্মাণ কৰাৰ বিষাক্ত আবৰ্জ্জনা বিলাক জাজী নৈত পেলাই দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু কিয় জাজী নৈত পেলাই দিয়া নহল বুজি নাপালো। জাজী নৈৰ আশে-পাশে বসবাস কৰা লোক সকলে এইক্ষেত্ৰত আপত্তি কৰিছে। বোধকৰো সেই কাৰণে এই আবৰ্জ্জনা বিলাক নলাইদি টিপক নৈত পেলাইছে। টিপক নৈ তাৰ পৰাই ওলাই আহিছে আৰু ৰুদ্ৰ মৌজাইদি টিপক টিপকৰ পিচত হলগুৰি, জকাইচোক আৰু ঘোৰা বজাৰ হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে। তাৰ পিচত এইটো মাজতে লগ লাগি সীমাজান নৈ, ঘোৰামৰা, নামচাং, মিতং আদিৰ লগত লগ-লাগি জাজী পাইছে তাৰ পৰা গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে। এতিয়া এই টিপক নৈৰ পানী আমাৰ হলগুৰি মৌজা, জকাইচুক মৌজা, চামুগুৰি মৌজা আদি

* Speech not corrected

৪টা মৌজাত বাগৰি পৰে। সেই কাৰণে মই কৈছো যে এই বিষাক্ত আবর্জনা বিলাক নলাৰ ব্যৱস্থা কৰি মাটিৰ তলেদি নি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

মই যেতিয়া গাওঁ পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছিলো তেতিয়া এই আটাই বিলাকতে নলা দিয়াৰ কাৰণে আপত্তি জনাইছিলো এই আপত্তি এতিয়াও মহকুমা পৰিষদত আছে। ইয়াত আৰু কিছুমান গোপনীয় কথা আছে সেই বিলাক এতিয়া কব নোৱাৰি। কিন্তু এই টিপক নৈত বহুতো মানুহে গা-ধোৱে, গৰু-মহ আদিয়ে পানী খায়, ইয়াৰ পানী খেতিৰ বাবে শস্য পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মানুহেও খোৱা পানীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে এই টিপ নৈত যদি সেই আবৰ্জ্জনা বিলাক পেলাই দিয়ে তেতিয়াহলে গৰু-ম'হ আদিয়ে সেই পানী খাই বেমাৰত পৰিব আৰু লগে লগে সেই অঞ্চলত থকা গোটেই বিলাক মানুহক অপকাৰ কৰিব আৰু খেতিৰ মাটিত শস্য নষ্ট কৰিব। বিপৰ্টত কিছুমান অপকাৰী কথা আছে সেইবিলাক ইয়াত ডাঙি ধৰা নাই কিন্তু মানুহ বিলাকে আপত্তি কৰা নাই বুলি যিটো কথা কৈছে সেইটো সত্য নহয়। আমি আপত্তি কৰিছো। মই আগতেই কৈছো যে, আমাৰ আপত্তি মহকুমা পৰিষদত আছে। সেইকাৰণে এতিয়া মই কব বিচাৰিছো যে তাত থকা গোটেই অঞ্চলৰ মানুহৰ ভীষণ অপকাৰ হব, গৰু-মহ বেমাৰত মৰিব, পথাৰত শস্য নষ্ট হব আৰু প্ৰায় ৫শ বৰ্গ মাইল অঞ্চলত মাছৰ সঁচ নাইকীয়া হব। লগে লগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতো তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ বিলাকো মৰি যাব লগীয়া হব পাৰে। এই ৫শ বৰ্গ মাইল প্ৰায় ১ হেজাৰ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত পৰিব। কিন্তু এই ৫শ বৰ্গ মাইলৰ ভিতৰত মাছ শেষ হৈ যাব। গতিকে মানুহে তাৰ পানী খাইছে সেই মানুহ বিলাকক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় আৰু মাছ বিলাকক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়, লগতে তাত থকা জীৱ-জন্তু বিলাক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় এই বিষয়ে ইম মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলো।

* Dr. Kosheswar Bora :— অসম বিধান সভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলী ৩০১ নম্বৰ মতে বিধান সভাৰ মাননীয় সদস্য শ্ৰীখগেন বৰবৰুৱাৰ, "নাগালেণ্ডৰ তুলিৰ কাগজ কলৰ বিষাক্ত আবৰ্জ্জনাৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ বহুতো কৃষি অঞ্চলক আৰু জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰা" বিষয়টোৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দৃষ্টি গোচৰ হৈছে।

Nagaland Pulp & Paper Co. Ltd এ তেওঁলোকৰ তুলিৰ কাগজ কলৰ effluent ( জলীয় আৱৰ্জ্জনা ) শিৱসাগৰ জিলাৰ টিফুক নলাত পেলাবৰ বাবে অসমৰ Board for Prevention and Control of water Pollution ৰ ওচৰত অনুমতিৰ বাবে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল। Board এ বিষয়টো পৰীক্ষা নিৰিক্ষা কৰাৰ পাচত কিছুমান চৰ্ত্ত সাপেক্ষে effluent এটা বিশেষ মানদণ্ড লৈ পৰিশোধন কৰিলৈ টিফুক নলাত পেলাব পাৰে বুলি অনুমোদন জনায়। অনুমোদিত পৰিশোধনৰ বিশেষ মানদণ্ড Indian Standard Specification ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে যাতে পৰিশোধিত effluent এ কৃষি আৰু মাছ আদিৰ ওপৰত প্ৰতিকূল ক্ৰিয়া যাতে কৰিব নোৱাৰে।

টিফুক নলাৰ ভাটিৰ ফালে দুয়োপাৰৰ মানুহে এই নলাৰ পানী খোৱা পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। জনস্বাস্থ্যৰ দিশৰ পৰা যদিও টিফুক নলাৰ পানী পৰিশোধন নকৰাকৈ খোৱাৰ বাবে উপযুক্ত নহয়, তথাপিও সেই অঞ্চলৰ কিছুমান মানুহে এই নলাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। পৰিশোধিত effluent ৰ উপযুক্ত দ্ৰৱণৰ ( Dilution ) বাবে যথেষ্ট পানী নলাত নথকাত এই পানী আৰু বেয়া হ'ব পাৰে বুলিও টিফুক নলা যি ঠাইত অসমত সোমাইছে তাৰ দুয়োপাৰে ভাটি ফাললৈ অৱস্থিত গাওঁ বিলাকত পানী যোগানৰ বিকল্প ব্যৱস্থা অসমৰ

* Speech not corrected

জন স্বাস্থ্য কাৰিকৰি বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ পৰামৰ্শ মতে নাগালেণ্ড পেপাৰ আৰু পাল্প কোং লিমিটেদক কৰিবলৈ বোৰ্ডে অনুমোদনত এই চৰ্ত্ত আৰোপ কৰিছে।

বোৰ্ডে তেওঁলোকৰ অনুমোদন Central Board for Prvention and Control of water Pollution লৈকে পঠাইছে যাতে Central Board এ ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ দ্বাৰা এই অনুমোদনৰ চৰ্ত্ত বিলাক কাৰ্য্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা লয়। উল্লেখযোগ্য যে, নাগালেণ্ডত এতিয়াও কোনো নিজস্ব বোৰ্ড বা যুটীয়া বোৰ্ড স্থাপিত হোৱা নাই।

ইতিমধ্যে অসমৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে বিকল্প পানী যোগান আঁচনি হিচাপে টিফুক নলাৰ দুয়োপাৰে ২০ (বিশ) খন গাওঁ সামৰি মুঠতে ৬০ (ষাঠি) টা Hand Tube well ৰ কাৰণে মুঠ ৯৭,৮০০,০০ টকাৰ আঁচনি লৈছে।

পাইপ লাইন বহুৱাই পৰিশোধিত effluent ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলোৱা কাৰ্য্য বহু ব্যয় বহুল হ'ব, কাৰণ পাইপ লাইনৰ উপৰিও ঠায়ে ঠায়ে পাম্প আৰু অন্যান্য আনুসাঙ্গিক প্ৰশ্ন আছে। প্ৰস্তাৱিত effluent পেলোৱা ঠাইৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ টিফুক নলাৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৫০ কিলোমিটাৰ।

চৰকাৰে এই বিষয়টো উত্তৰ-পূৱ পৰিষদ (N.E.C.) ৰ জৰিয়তেও বোৰ্ডৰ অনুমোদন কাৰ্য্যকৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

* শ্ৰীখগেন বৰবৰুৱা :— পাইপ লাইনৰ যোগেদি পানী নিদি তাৰ ওচৰে পাজৰে থকা বিভিন্ন মানুহক টিউবেল দি পানী যোগান ধৰাৰ কথা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিবৃত্তিত কৈছে কিন্তু এইটো একেবাৰে ফলৱতী

* Speech not corrected

নহব। কাৰণ তাৰ মাটিত বহুতো আইৰণ আছে তলৰ পৰা অহা পানীত বহুতো আইৰণ আছে সেইটো কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে জানে নে নেজানে কব নোৱাৰো কিন্তু মই তাত দুটা পাইপ বহুৱাই দিছিলো তাৰ পৰা মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে যে সেই দুয়োটা পাইপৰ পানীতেই আইৰণ বেছি আৰু ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী। সেই কাৰণে মই কব বিচাৰিছো যে আণ্ডাৰ গ্ৰাউণ্ড কৰি পাইপ লাইনৰ দ্বাৰা যদি সেই বিষাক্ত আবৰ্জ্জনা বিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া নহয় তেতিয়াহলে নিশ্চয় সেই অঞ্চলৰ জন-সাধাৰণ মৃত্যুৰ মুখত পৰিব বা মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হব।

* ডাঃ কোমেশ্বৰ বৰা :— অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে নাগালেণ্ডৰ পাল্‌প কোম্পানীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছো। পাইপ লাইনৰ ব্যৱস্থাত অতি মাত্ৰা খৰচ বেছি পৰাৰ কাৰণে তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পলিউচন বোৰ্ডে পৰামৰ্শ দিছে। তাৰ পিচত টিউৱেলৰ যিটো কথা কৈছে সেইটোৰ স্কীম কৰিব পৰা গলহেঁতেন কিন্তু গাওঁ বিলাক অ'ত ত'ত সিচৰিত হৈ থকাৰ কাৰণে পাইপ লাইন দি খোৱা পানী যোগান ধৰাটো সম্ভৱপৰ নহব সেই কাৰণে তেনে কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ পক্ষে নাই।

* শ্ৰীখগেন বৰবৰুৱা :— তেতিয়াহলে গৰু-ম'হ আদিৰ ব্যৱস্থা কি হব? ইয়াৰ বাবে কিছু বেছি টকা খৰচ হব এই খিনিৰ কাৰণে কিয় আমাৰ চৰকাৰে সাজু নহয়?

* ডাঃ কোমেশ্বৰ বৰা :— এইটো ইতিমধ্যে এন, ই, চি'ৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে আৰু ১০-১২ টা ঠাইত ট্ৰিটমেণ্ট সুবিধা দিয়া হৈছে যাতে আবৰ্জ্জনা বিলাক আহিলে গৰু-ম'হ আদিয়ে পানী খাব

* Speech not corrected

পাৰে আৰু খেতি পথাৰ নষ্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পলিউচন বোৰ্ডে পৰামৰ্শ দিছে।

শ্ৰীখগেন বৰবৰুৱা :— যদি ট্ৰিটমেণ্ট ফেইল কৰে তেতিয়া কি হব ? তাভকৈ জাজী নৈত পেলাই নিদিয়ে কিয় ?

( উত্তৰ নাই )

Mr. Speaker :— Now item No. 5.

## LAYING OF RULES

Shri Zahirul Islam :— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay (i) The Assam Panchayati Raj Constitution ( fifth and sixth Amendment ) Rules, 1976, No (ii) The Assam Panchayati Raj Constitution (seventh and eighth Amendment ) Rules, 1977, No. (iii) The Assam Panchayati Raj Constitution ( ninth to 11 Amendment ) Rules, 1978 and (iv) The Assam Panchayati Raj Constitution ( twelfth to fourteenth Amendment ) Rules, 1979.

Mr. Speaker :— Item No. 6— Shri Zahirul Islam, Minister.

## INTRODUCTION OF GOVERNMENT BILL

Shri Zahirul Islam :— Mr. Speaker, Sir, I beg leave to introduce the Gauhati Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1979.

Mr. Speaker :— The question is that leave be granted to introduce the Gauhati Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1979.

(Voice :— Yes, yes)

(After a pause— leave is granted)

Shri Zahirul Islam :— Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Gauhati Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1979.

(Secretary, A.L.A. read out the title of the Bill)

Mr. Speaker :— Now Itim No. 7— Shri Shamsul Huda ?

## CONSIDERATION OF GOVERNMENT BILL

* মঃ ছামচুল হুদা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই সিদিনাও চিড্‌ল কাষ্ট আৰু চিড়ল ট্ৰাইবৰ ৰিজাৰ্ভেচনৰ সম্পৰ্কত যি বিল আহিছে সেই সম্পৰ্কে কৈছিলো। এই বিলখন আচলতে আমাৰ দেশত চলি থকা পুজিবাদী শাসনৰ অপৰিহাৰ্য্য পৰিণতি আৰু এই বিলে আজি আঙুলিয়াই দিছে আমাৰ সমাজখন আজিও কেনেভাবে চলিছে? আৰু আজি আমাৰ দেশখন কোন বাটৰ যাত্ৰী হৈ গৈ আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদেশী বনিকৰ দল ইংৰাজে ভাৰতত শোষণৰ ৰাজত্ব চলাইছিল অন্যায় আৰু অবিচাৰৰ শাসন চলাইছিল আৰু ১৯৪৭ চনত যেতিয়া আমাৰ দেশবাসীয়ে

* Speech not corecrted

এই সাম্ৰাজ্যবাদী দলটো আতৰাই পঠিয়ালে আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হল। কিন্তু সাম্ৰাজ্যবাদীক খেদোৱাৰ পিচতো তেওঁলোকৰ যি শাসন ব্যৱস্থা আছিল তাৰ অকনো পৰিবৰ্ত্তন নহল। সেয়েহে আমাৰ দেশত অব্যাহত থাকিল শোষণ। এই শোষণৰ স্বাৰ্থতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও দেশত ৩১ বছৰ ধৰি চলালে অন্যায়ৰ ৰাজত্ব আৰু শোষণৰ শাসন, অবিচাৰৰ হুকুমত। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত চিড্‌ল কাষ্ট আৰু চিড্‌ল ট্ৰাইবৰ ব্যৱস্থা হল লগতে বহুতো শাখা-প্ৰশাখাৰ সৃষ্টি হল। ঠিক তেনেকৈয়ে অসমতো অনুসূচিত জাতি-জনজাতিৰ সৃষ্টি হল। মহোদয়, শ্ৰম বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেনেকৈ ডিভিজন অব লেবাৰ হৈছে ঠিক তেনেকৈয়ে আজি ডিভিজন অৱ পপুলেশ্যন হৈছে। অতিজতে যেনেকৈ কিছুমান বিশেষ কামৰ কাৰণে মানুহক শ্ৰমৰ বিভাগ কৰি দিয়া হৈছিল ঠিক তেনেকৈয়ে প্ৰগতিশীল সমাজ ব্যৱস্থাত পৰ্য্যায়ক্ৰমে পুজিপতিৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত শ্ৰম বিভাজন কৰি বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। যেনেকৈ সকলো মানৱ পামীৰ মালভূমিৰ পৰা আহি সেই সোঁত গোটেই পৃথিবীত বিয়পি পৰাৰ কথাটো বুৰঞ্জীয়ে ইঙ্গিত দিয়ে ঠিক তেনেকৈয়ে বৃটিচৰ শাষনৰ অৱসান হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ তদানীন্তত থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পুজিপতি শাসক সমাজৰ ন্যস্থ স্বাৰ্থৰ কাৰণে শ্ৰম বিভাজন কৰিলে। কিন্তু ভাৰতত সাম্ৰাজ্যবাদী শোষণৰ অবসান নঘটিল। অকল চিড্‌ল কাষ্ট, চিড্‌ল ট্ৰাইবৰ নহয় আজি বহুতো শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা কৰা নাই। আজি চিড্‌ল কাষ্ট, চিড্‌ল ট্ৰাইবৰ লোকসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বৃটিচৰ মাৰ্কা মাৰা শাসনকে চলাই আছে। আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অ, বি, চি তৈয়াৰ কৰিলে, এম, অ, বি, চি তৈয়াৰ কৰিলে, বি, বি, চি তৈয়াৰ কৰিলে কিন্তু এই বি, বি, চি বৃটিচ ব্ৰডকাষ্টিং চেন্টাৰ

নহয়, এইটো বেকওৱাৰ্ড ব্ৰাহ্মন কমিউনিটি। আজি ব্ৰাহ্মন সকলে হাল বাব নোৱাৰে মাটি বাৰী নাই, গতিকে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে। আজি আকৌ বি, এম, চি ১-২ আদিৰ সৃষ্টি হৈছে। বি, এম, চি হৈছে বেকওৱাৰ্ড মুছলিম কমিউনিটি আৰু ২ টো হৈছে বেকওৱাৰ্ড মোল্লা কমিউনিটি। আজি এই মোল্লা সকলৰ অৰ্থনৈতিক জীৱন একেবাৰে অচল হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে জীয়াই থকাৰ কোনো পথ পোৱা নাই। ইয়াৰোপৰি বি, এম, চি ২ এটাও হৈছে সেইটো হৈছে বেকওবাৰ্ড মৰিয়া কমিউনিটি।

(ভইচ :— মৰিয়া কমিউনিটিটো আগৰ পৰাই বেকওৱাৰ্ড)।

আজি এইবিলাক কিয় হবলৈ পাইছে আৰু ইয়াৰ মুল কাৰণ কি? আমাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, সামাজিক অৱস্থা যদি উন্নত নহয় তেনেহলে চিড্‌ল কাষ্টেই হওক বা চিড্‌ল ট্ৰাইবেই হওক তেওঁ-লোকক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিলেও সকলো সমস্যা যে সমাধান হব তাৰ কোনো অৰ্থ নাই। আজি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিক ভাবে পৰিকল্পনা কৰি যদি সমাজবাদী সমাজব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্ত্তন নকৰে তেনেহলে কোনো সম-স্যাই সমাধান নহয়। বি, এম, চি বি, বি, চি আদি যিমানেই নক-ৰক দেশৰ উন্নতি নহয়। আজি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যাওতে মুছল-মান বিষয়াই যদি হিন্দু বিষয়াৰ আৰু চিড্‌ল কাষ্টে যদি চিড্‌ল ট্ৰাই-বৰ ওপৰত কাম-কাজৰ বাধা পায় তেনেহলে আমাৰ কোনো সমস্যাই সমাধান নহয়।

আজি ভাষাৰ নামত, ধৰ্ম্মৰ নামত, জাতিৰ নামত, অনুসূচিত জাতিৰ নামত এই যোৱা ৩২ বছৰে যদি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ আছিল তাক এই বিলৰ যোগেদি হুবহু প্ৰমাণ কৰিছে। নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুসূচিত জাতি, ধৰ্ম্ম আদিয়ে কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই বিলৰ

ইতিহাসে তাক প্ৰমাণ কৰিছে। আজি অৰ্থনৈতিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰি- বৰ্ত্তন আনিবলৈ যি ব্যৱস্থা আমি কৰিব বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণেই সেই ব্যৱস্থাত আমি দেখিবলৈ পাইছো তেওঁলোকৰ ভিতৰতে জগৰা আৰম্ভ হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই সিদিনা লক্ষীমপুৰ জিলালৈ গৈছিলো এখন ৰাজহুৱা মিটিং কৰিবলৈ তত গৈ শুনিলো মিছিং আৰু বড়ো ভাই সকলৰ মাজত জগৰা আৰম্ভ হৈছে ভৰবন্ধা বুলি এখন ঠাইত। মিছিং ভাই সকলে বড়ো ভাই সকলক কৈছে তোমালোকে এম এল এ আদি মাতি আনি মিটিং কৰি আমাৰ মাটি কাঢ়িব বিচাৰিছা। আজি বড়ো মিছিং ভাই সকলৰ মাজত বিদ্বেশ ভাব জাগি উঠিছে মিছিং ভাই সকলে ভাবে বড়ো ভাই সকলে তেওঁলোকৰ মাটি লৈ যাব যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীয়াই থকা অসম্ভৱ হব। গতিকে ইতিমধ্যে চলি অহা পুজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ যি শোষণ ব্যৱস্থা চলিছে তাক ৰোধ কৰি এই লোক সকলৰ মঙ্গল সাধন কৰিবলৈ হলে এই বিৰোধ ভাব বিলাক নোহোৱা কৰিব লাগিব। আজি ট্ৰাইবেল অনা ট্ৰাইবেল সকলৰ কাৰণে অকল ৰিজাৰ্ভেচন অৱ ভেকেনচি কৰিলেই নহব সামগ্ৰিক ভাবে অৰ্থনৈতিক উন্ন- য়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি নগালেণ্ড সীমাত কি দেখিছো তালৈ গৈ আমি যি দেখিলো সেই কৰুণ কাহিনী আজিও অন্তৰত ৰাখিছো। আমাৰ জনজাতি ভাই সকলে তেওঁলোকৰ পেটৰ ভাতমুঠিৰ কাৰণে সুদূৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা নগালেণ্ড সীমালৈ একমাত্ৰ জীয়াই থকাৰ পথ বিচাৰি নিজৰ মাতৃভূমি এৰি নগা সীমাত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছিল মাত্ৰ পেটৰ ভাত কেইটা মোকোলাবৰ কাৰণে। যাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে প্ৰান আহুতি দিবলগীয়া হৈছে। এই নিৰীহ জনজাতি ভাই সকলৰ মৃত্যুৰ বাবে আজি কোন দায়ী? তেওঁ-

লোকৰ মৃত্যুৰ বাবে আজি ইতিহাস দায়ী, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দায়ী আৰু তাৰ কাৰণে দায়ী হব জনতা চৰকাৰ। সেই কাৰণে কৈছো এই বিল বিধান সভাত পাচ কৰিয়ে সন্তুষ্ট থাকিলে নহব আজি তেওঁলোকৰ মৌলিক সমস্যা অৰ্থনৈতিক সমস্যা সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি আমি কি দেখিছো লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অৰুণাচল সীমা মেঘালয় সীমা সকলোতে বিবাদ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আচলতে সি সীমা বিবাদ নহয় আজি অৰুণাচল বাসীয়ে বা অন্য লোক সকলে অসমৰ মাটি ৰাখিব বিচাৰিছে, সকলো ঠাইতে বিৰোধ আৰম্ভ হৈছে আজি দেশত সঠিক ব্যৱস্থা লব নোৱাৰিলে অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে এই বিৰোধ ভাব বিলাক বেছিকৈ বাঢ়ি যাব। সেই কাৰণে আজি জনজাতি বা অনুসুচিত জাতিৰ যদি কিবা মঙ্গলসাধন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে অৰ্থনৈতিক দিশত দৃষ্টি দিয়া উচিত হব। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিল বিজ্ঞাৰ্ভেচন অৰ ভেকেনচি আজি কিহৰ কাৰণে চাকৰীৰ কাৰণে আৰু এই চাকৰী কিহৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আজি চাকৰীটো চখ বা গৌৰৱৰ কাৰণে নহয় মানুহৰ যিটো নিম্নতম চাহিদা জীয়াই থকাৰ উপায় সেই কাৰণে। কিন্তু এই বিলে সেই চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিব নে? আজি দেশত যি শোষণ ব্যৱস্থা চলিছে, জনজাতি বা তপশীলভূক্ত সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত যি শোষণ চলিছে তাক বন্ধ কৰিব লাগিব তাৰ মুক্তি হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন। আমি আইন কৰি যিমানেই অনুসুচিত জাতি, জনজাতি, ওবিচি, এমওবিচি কৰিব খুজিছো সিমানেই আমাৰ শোষণৰ ভাব বাঢ়িছে। আজি মুছলমানৰ ঘৰ হিন্দুৰ ঘৰ অনুসুচিত জাতিৰ ঘৰ ইয়াৰ শ্ৰেণীৰ বিভাগ নকৰি আমি গৰীৱ সকল এক জাতি আমি সমষ্ট ইবিচি বুলি নকও কিয় অৰ্থাৎ ইকনোমিকেলি বেকওৱাৰ্ড ক্লাচ বুলি। আৰু তেতিয়াহলে আমি কিছু নিশ্চয় উন্নতি কৰিব পাৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আক-

ৰ্যণ কৰিব বিচাৰিছো। এই বিল পাচ কৰি সন্তুষ্ট নাথাকি সচাকৈ যদি এই জাতিৰ উন্নয়ন কৰিব বিছাৰে তেনেহলে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন কামনা কৰক আৰু তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰক তাকে নকৰি আজি ৰিজাৰ্ভেচন অৰ ভেকেনচি বুলি বিল পাচ কৰি থব পাৰে কিন্তু ৰিজাৰ্ভেচনত চাকৰী কৰিবলৈ এই অনুসূচিত জাতিৰ লোক সকলৰ যদি শিক্ষাই নাথাকে তেনেহলে চাকৰী কৰ পৰা পাব? আজি যুগতো প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ। গতিকে সংৰক্ষিত কৰিলেও যে প্ৰাৰ্থী নাপায় তাৰ প্ৰমানো আমাৰ হাতত আছে। কোনো ক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰিবলৈ তেওঁ লোকে এই অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰাৰ্থী বিছাৰি নাপায়। যাৰ ফলত সংৰক্ষিত আসন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। বহুত ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষিত পদ থাকে কিন্তু উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী বিছাৰি নাপায়। বন বিভাগত ফৰেষ্ট ৰেনজাৰৰ চাকৰী ওলাল এপি এচচি বিজ্ঞাপন দিলে ১৬ জন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে, বেকলগেৰে সৈতে ৬ জন সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ল এই জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে কিন্তু গোটেই বছৰটোলৈও এই দুটা পদৰ কাৰণে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী বিছাৰি নাপালে। গতিকে শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াই দিব নোৱাৰিলে অকল সংৰক্ষিত কৰিলেই সমস্যাটোৰ সমাধান নহয়। ২ বছৰ আগতে ওৱাৰলেচ অপাৰেটৰ কাৰণে তাৰে ৫০ টা পদ ৰাখিলে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ কাৰণে তাত বেকলগো আছে। ডি-আই জি জনে কলে যে প্ৰাৰ্থী বিছাৰি পোৱা নাই। চিলেক্ট কৰি দিলেও দৰ্খাস্তই নাই। গতিকে দেখা যায় এই যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এওলোকক আগবঢ়াই আনিব নোৱাৰো তেনেহলে সংৰক্ষিত কৰিলেই সেই পদ পূৰাব নোৱাৰি। আজি কাৰিকৰী, বিজ্ঞান চিকিৎসা এই দিশৰ শিক্ষাত যদি এই লোক সকলক আগবঢ়াই আনিব পৰা যায় তেনেহলে সেই বিভাগত যি খালী পদেই নহওক কিয় এই লোক সকলে এই সুবিধা লব পাৰিব। গতিকে এই দিশত যাতে আমি কৃত-

কাৰ্য্য হব পাৰো তেনেহলে সংৰক্ষিত কৰাৰ হয়তো কৃতকাৰ্য্য হব। আৰু যদি তাকে কৰিব নোৱাৰো, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আগুৱাই নিব নোৱাৰো তেন্তে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল পাছ হোৱাৰ পিচত এই বিল বিল হৈয়েই থাকিব আৰু চিডুলেল কাষ্ট চিডুলেল ট্ৰাইব মানুহখিনিয়ে এই বিলৰ পৰা কোনো সুবিধা নাপাব।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ এই ৰিজাৰ্ভেশ্যন ভেকেন্সী যিবিলাক ওলাইছে তাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ সচাঁকৈয়ে অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ দৰে চিডুলেল কাষ্ট, চিডুলেল ট্ৰাইব এই সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে একো সুবিধা পোৱা নাই বৰঞ্চ দেখা গৈছে এই মানুহখিনি অৰ্থনৈতিক ভাবে পিচপৰি থকাৰ সুবিধাৰ্থে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিচপৰি থকাৰ সুবিধাৰ্থে মাননীয় সদস্য বন্ধু বাৰেশ মিশ্ৰই কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকৰ ভিতৰতেই ৰাঘৰ ওলাইছে। চিডুলেল কাষ্টৰ নামত আজি ধনী ধনী অৱস্থাৰ মানুহ বিলাকে সা-সুবিধা সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছে; এই লোক সকলৰ সাধাৰণ স্বাৰ্থ খিনিও পূৰণ কৰিব পৰা নাই। সাধাৰণ চিডুলেল কাষ্টৰ মানুহখিনি কোকৰাজাৰৰ পৰা উঠি গৈ নগালেণ্ড সীমান্তলৈ যাব লগা হৈছে, ধুবুৰীৰ পৰা শদীয়া, ধেমাজীলৈ যাব লগা হৈছে ভাত বিচাৰি, বস্ত্ৰ বিচাৰি আৰু মাটি বিচাৰি, অন্ন-বস্ত্ৰৰ সংস্থাপন বিচাৰি। শিল্প-বানিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এই সকল লোকৰ যি অৱস্থা হৈছে চিডুলেল কাষ্টৰ মানুহ খিনিৰো যোৱা ৩২ বছৰৰ স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাবে আন সকলৰ ক্ষেত্ৰত যি খৰচ কৰা হৈছে লাভৰ অংক তেওঁলোকৰ তেনেই শূন্য।

অধ্যক্ষ মহোদয়, হেজাৰত এক ভাগো উন্নতি এই মানুহখিনিৰ হোৱা নাই। এজন কৈৱৰ্ত্ত মানুহ মোৰ ওচৰতে তেওঁৰ ঘৰ, সেই মানুহ ঘৰ উঠি যাবলৈ বাধ্য হল। আজিৰ পৰা পৰা ১০ বছৰৰ আগতে যিবোৰ মানুহক আমি দেখিছিলো আজি সেইবোৰ মানুহক আমি দেখা

নোপোৱা হলো। লাহে লাহে তেওঁলোক নিজৰ ঠাইৰ পৰা আতঁৰি যাব লগা হল। হয় তেওঁলোক মৰি শেষ হৈছে, নহয় ভাত-কাপোৰ বিছাৰি স্থানান্তৰ হব লগা হৈছে। আজি ইমান দিনে এই মানুহ খিনিৰ ক্ষেত্ৰত ফাকি বাজি কৰি আহিছে, একো সুবিধা তেওঁলোকক কৰি দিব পৰা নাই। আজি আমি দেখা পাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম চৰকাৰলৈ এই ৩২ বছৰে এই সকল লোকক প্ৰতাৰণা কৰি অহা হৈছে। চিডুলেল কাষ্টৰ যি কেইটা পৰিয়ালৰ অৱস্থা টনকীয়াল সেই সেই ঘৰৰ লৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে সুবিধা লব পাৰিছে।

( সময়ৰ সংকেট )

অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিলখনৰ কনচিদাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছিছোঁ। আশাকৰো আৱশ্যকীয় পইণ্ট কেইটা কবলৈ মোক সুবিধা দিয়ে। গৰীব চিডুলেল কাষ্ট, চিডুলেল ট্ৰাইব আদিৰ অৱস্থা একেই, এওঁলোকৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই। আনকি প্ৰধান পথলৈ অহা, নগৰ চহৰলৈ আহিবলৈ এওঁলোকৰ এটা ৰাস্তা নাই। এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত টেকনিকেল শিক্ষাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই।

অধ্যক্ষ মহোদয়, চিডুলেল কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আতাইতকৈ বেয়া অৱস্থা হৈছে অসমৰ থলুৱা চিডুলেল কাষ্টৰ মানুহখিনিৰ আৰু হৰিজন মানুহ খিনিৰ। মহাত্মা গান্ধীয়ে এই মানুহখিনিক হৰিজন নাম দি গ'ল। এনে ধৰণৰ চিডুলেল কাষ্টৰ মানুহ খিনিয়ে আজি মল-মূত্ৰ পৰিস্কাৰ কৰি থকাৰ কথা আমি ভাবো। আগতে যেনে ধৰণেৰে মল-মূত্ৰ পৰিস্কাৰ কৰি যেনে ভাবে হৰিজন হৈ আছে আজিও তেওঁলোক তেনেকৈ চিডুলেল কাষ্ট হৈ আছে। আজি তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে কৰা হৈছে বুলি কোৱা হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ পাৰচেণ্টেইজ কিমান আগ-

বাঢ়িল? অধ্যক্ষ মহোদয় মনত পৰে ডাক্তৰ আমবেদকাৰৰ কথা। এই চিডুৰেল কাষ্ট আৰু চিডুৰেল ট্ৰাইব মানুহ খিনিৰ অৱস্থা উন্নতি কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতবৰ্ষত এওঁলোকৰ নামত হিংসা আৰু বিদ্বেষ চলি থকাৰ কাৰণেই তেওঁ বৌধিষ্ট হৈ গল। ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস আৰু শাসনে, অসমৰ ইতিহাস আৰু শাসনে এই কথা কব অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ পাহাৰীয়া বন্ধু সকলৰ মাজত আৰু চিডুৰেল কাষ্ট মানুহৰ অঞ্চলত আমি দেখিছো খৃষ্টান মিচনাৰী সকল বৰ তৎপৰ হৈ উঠিছে। আজি আমাৰ চৰকাৰে বিনা পইচাৰে চিডুৰেল কাষ্ট আৰু চিডুৰেল ট্ৰাইব মানুহখিনিৰ কোনো চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বুকুতে থকা ছাত্ৰীবাৰীৰ হস্পিতাললৈ খৃষ্টান হৈ গলে তাত বিনা পইচাই চিকিৎসা দিয়ে। এই খিনিতে অধ্যক্ষ মহোদয়, বিহাৰৰ কথা মনত পৰে। তাত ১৯৬৭-৬৮ চনত যেতিয়া দুৰ্ভিক্ষ হৈছিল তাত দেখা গৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থকা স্বত্তেও, বিহাৰ চৰকাৰ থকা স্বত্তেও মিচনাৰী সকল আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু কৈছিল আমালৈ দৰ্খাস্ত কৰক আমি অন্ন-বস্ত্ৰ যোগান ধৰিম। এইদৰে এই সকল লোকে আজি আমাৰ দেশৰ অনুসূচিত জাতি-উপজাতি আৰু জনজাতি তথা পিচপৰি থকা জাতিৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ সুযোগলৈ এই সকল লোকে ধৰ্মান্তৰৰ সুযোগ লৈছে। এই কথা হয়তো মোৰ ভুল হব পাৰে। আমাৰ মাননীয় সদস্য এজনৰ শহুয়েকৰ পৰিয়াল জোৱায়েক সদনৰ সদস্য হৈ থকা স্বত্তেও খৃষ্টান হৈ যাব লগা হল। কিহৰ কাৰণে? অৰ্থনৈতিক হেচাৰ কাৰণে জানো নহয়? এইদৰেই দেখা গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আজি খৃষ্টান সকল এইদৰে প্ৰিয় হৈ উঠিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কাৰ্য্য চলাইছে আৰু অনেক উন্নয়নমুলক সংগঠণৰ কাম চলাইছে। ইয়াৰ অন্তৰালত থকা উদ্দেশ্য অতীতৰ পৰাই সবল হৈ আহিছে। আজি দেখা যায় আমাৰ স্বাধীন চৰকাৰৰ দিনতো, আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত

আৰু এতিয়াও জনতা চৰকাৰৰ দিনতো আমাৰ বিদেশী মিচনাৰী সকলে আমাৰ পিচপৰা জাতি-জনজাতি আৰু উপজাতি লোক সকলৰ অৰ্থ-নৈতিক পিচপৰা অৱস্থাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোক এনেদৰে সোমাই পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সকল লোকৰ মাজত কাৰিকৰী শিক্ষাৰ প্ৰাৰ্থী নথকাৰ কাৰণে এই সকল লোক বহু সমস্যা আৰু অন্যায়ৰ সন্মু-খীন হব লগা হৈছে। মোৰ হাতত তাৰ দুটামান দৃষ্টান্ত আছে। তুলসী দাস নামৰ এজন চিডুৰেল কাষ্টৰ লৰা, ১৯৬৭ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে এনেকি এটা পিয়ন, চকিদাৰৰ কাম নাপালে আনকি বেটে-লিয়ানতো সোমাব পৰা নাই। দণ্ডি ৰাম দাস নামৰ বি, এ, পাছ এজন লৰা..................

মাননীয় অধ্যক্ষ :— মাননীয় সদস্যই আৰু কব নেকি ?

মহম্মদ চামছুল হুদা :— হয়, মোক অলপ সময় লাগিব।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— আপুনি পিচত কব। The House stands adjourned till 2-30 P. M.

( মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পিচত )

* মোঃ ছামচুল হুদা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই গঙ্গাৰাম দাসৰ কথা কৈছো। গঙ্গাৰাম দাস চিডিউল কাষ্টৰ লৰা। ১৯৬৪ চনতেই পৰীক্ষা পাছ কৰিলে ইতিমধ্যে পুলিচ ভেৰিফিকেচনো হৈ গল কিন্তু আজি-লৈকে এপইণ্টমেণ্ট নহল। এতিয়া আই, জি, পি,ক এজ কনডন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। যদি এজ কনডন কৰি নিদিয়ে এই লৰাজনক

* Speech not corrected

এপইণ্টমেণ্ট হব নোৱাৰে। এনেকৈয়ে দেখা যায় এই বিলাক অন্যায় হৈছে। ইয়াৰ মুল কাৰণ হৈছে আমাৰ প্ৰতিক্ৰীয়াশীল শাসন ব্যৱস্থা। ইয়াত যি পুজিপতি, সমাজ ব্যৱস্থা চলিছে এই ব্যৱস্থাই ইয়াৰ কাৰণে দায়ী। এইটো গুচাবলৈ হলে মৌলিক ভাৱে সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন সাধন কৰিব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি চিডল্ড কাষ্ট ৰিজাৰ্ভেচনৰ নামত গঙ্গাৰাম দাসে সুবিধা নাপায়। সুবিধা পাব ক্ষীৰোদা বিষয়াৰ দৰে লোকে, ছত্ৰ সিং টেৰণ, ছয় ছয় টেৰাং আদি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ এই বিলৰ দ্বাৰা সুবিধা হব। এই বিলৰ দ্বাৰা "তেলিৰ মুৰতহে তেল দিয়া হব।" ৰিজাৰ্ভেচনৰ যোগেদি চিডল্ড কাষ্টয়ে সুবিধা পাব তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ হলে মৌলিক পৰিবৰ্তন আনিব লাগিব। মই এই বিলৰ জৰিয়তে এই কথা অঙুলিয়াই দিছো। নহলে মই আগতেই কৈ অহাৰ দৰে "তেলিৰ মুৰত তেল দিয়াহে" হব। আজি যদি চিডল্ড কাষ্ট, চিডল্ড ট্ৰাইবচ্ সকলক যুগৰ উপযোগী কাৰিকৰী শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিব নোৱাৰে তেনেহলে এই চিডুল্ড কাষ্ট, চিডুল্ড ট্ৰাইব্চ সকলে ঠাই সলাই ফুৰিব লগীয়া হব। পিচত এইদৰে ঘুৰি ফুৰোতে এদিন এনে অৱস্থা আহিব এদিন্ তেওঁলোকৰ বাসস্থান নাইকিয়া হৈ যাব।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি যি চিডুল্ডকাষ্ট, চিডুল্ড ট্ৰাইবচৰ ৰিজাৰ্ভেচনৰ বিল আনিছে মই চৰকাৰক এই কথা আঙুলিয়াই দিব বিচাৰিছো যে আগৰ যিদৰে ৰিজাৰ্ভেচন ৰাখিব লাগিছিল সেইদৰে দিব পৰা নাই। আনকি আৰটিকুল ২৭৫ ৰ টকাও আনিব নোৱাৰাটো বৰ পৰিতাপৰ কথা। আজি অৰ্থনৈতিক, সামাজিক পৰিবৰ্ত্তন নহলে বিধান সভাত বিল আনি একো কৰিব নোৱাৰিব। ১৯৭১ চনত এই বিধান সভাতে এটা প্ৰস্তাৱ পাছ হৈ গল যে নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত পপুলেচন পেটাৰ্ণ ৰিফ্লেক্ট হব লাগে। এইটো কটকটীয়া ভাৱে পালন কৰা হলে আজি এই বিল আনিব লগীয়া নহলহেঁতেন। পপুলেচন পেটাৰ্ণ ৰিফ্লেক্ট হোৱা হলে চিডুল্ড কাষ্ট, চিডুল্ড

ট্ৰাইব্‌চে নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যি সুবিধা পাব লাগে সেই সুবিধা পোৱা হেঁতেন আজি এই বিল আনিবলগীয়া নহলহেঁতেন। বিষয়া সকলৰ পক্ষপাতিত্ব মূলক মনোভাব লোৱাৰ কাৰণেই পৱিত্ৰ সদনত সৰ্বসন্মতি ক্ৰমে পাছ পোৱা পপুলেচন পেটাৰ্ণ ৰিফ্লেক্ট প্ৰস্তাৱ আজি কাৰ্য্যকৰী নহল। কাৰ্য্যকৰি নকৰি বিধান সভাৰ বিশেষ অধিকাৰ ভঙ্গ কৰি এনে অৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আজি এই বিল আনিবলগীয়া হৈছে। সেই কাৰণে মই চৰকাৰক সতৰ্ক কৰি দিব বিচাৰিছো যে ৰিজাৰ্ভেচন প্ৰয়োগ কৰোতে চৰকাৰ সতৰ্ক হোৱা উচিত। আগতে ৰিজাৰ্ভেচন থকা স্বত্তেও দুৰ্নীতি চলিয়েই আছিল। এজন এচ, ডি, চি, চিডুল্ড কাষ্ট বুলি চাকৰি ললে, পিচত ধৰা পৰি চাকৰিটো বচাবৰ কাৰণে গাওঁৰ মানুহে এনেকৈ কবলগীয়া হল যে তেওঁলোকে যে মাছ মাৰি বিক্ৰী কৰা মানুহ আমি দেখিছো। আচলতে তেওঁ চিডুৰেল কাষ্টৰ মানুহ নহয়।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটো কথা পাইছো যে চিডিউল কাষ্টৰ নামত চাৰ্টিফিকেট লবলৈ আমাৰ ওচৰলৈ মানুহ আহে। গতিকে এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি চিডিউল কাষ্টৰ বিল প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে নহয় তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছো।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি চিডিউল কাষ্টৰ ৰিজাৰ্ভেচনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক তেওঁলোকক কামৰ উপযোগী কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থকৰি, কাৰিকৰী আৰু বৈজ্ঞানিক ধৰণে যুগৰ সাপেক্ষে শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন। এই কথা পুনৰ দোহাৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেৱল নীতি গ্ৰহণ কৰি থাকিলেই নহব। ট্ৰাইবেল সকলক শিক্ষা দিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোককো মাতৃ ভাষাত শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ছাত্ৰৰ সংখ্যা কম হলেও সৰু সৰু স্কুল কৰি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিব লাগে যাৰ ফলত তেওঁলোকে খোজত খোজ মিলাই

আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু দেশৰ বৃহৎ জনসোতৰ লগত অংশীদাৰ হব পাৰিব। এতিয়াও আগৰ দৰে চিডিউল কাষ্ট আৰু চিডিউল ট্ৰাইব্‌চৰ সুবিধা কেইটামান মুষ্টিমেয় ধনী পৰিয়ালৰ মাজত সীমিত কৰি ৰাখিলেই নহব। চৰকাৰে যদি মৌলিক ভাবে সামাজিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়ণৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে, অল ৰাউণ্ড ডেভলপমেণ্ট নহয়, অন্যান্য ব্যৱস্থা কৰা নাযায় তেনেহলে আজি যেনেকৈ চিডিউল কাষ্ট, চিডিউল টাইব্‌চ, ও, বি, চি, এম, ও, বি, চি হৈছে সেইদৰেই বি,বি,চি,বি,এম,চি, হয়তো আৰু কিবা-কিবি 'চি' ওলাব। ইয়াৰ ফলত এই সকলৰ মাজত শ্ৰেণী বিভেদ হব। ইয়াৰ পৰিণতি স্বৰূপে সমাজত বিৰোধী, বিক্ষোভ, বিদ্বেষ আদি হব আৰু তাৰ ফল স্বৰূপেই বিস্ফোৰণৰ অৱস্থা হব পাৰে যাৰ কাৰণে অসমত গৃহ যুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি।

অধ্যক্ষ মহোদয়, সেয়েহে মই কৈছো এই বিলখন সতৰ্কতাৰে সৈতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চিন্তা কৰিব। এই বিলৰ যি মূল উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ণৰ কথাটো আগত ৰাখিবলৈ মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনালো। তাকে নকৰি ৰাজনৈতিক দল বিলাকে অনু- সূচীত জাতি বা জনজাতিৰ নামত মুষ্টিমেয় কেইজনমানে সুবিধা ললেই বিলৰ মূল উদ্দেশ্য সাধিত নহব। এই বিলৰ সুবিধাকে মূলধন কৰি সমাজত নেতা হৈছে, চৰকাৰী ক্ষমতাত অধিস্থিত হৈছে, ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ ভাগ বাতোৰাৰা কৰিছে, আসন সুৰক্ষিত কৰিছে আৰু অনুসূচীত জাতি অনুসূচীত জনজাতিৰ ৰক্ত শোষন কৰি মুষ্টিমেয় কেইজনমান লোকে ক্ষমতাধিস্থিত হলেই বিলৰ উদ্দেশ্য সাধিত নহব। ইমান দিনে পিচপৰি থকা সকল পিচ পৰিয়েই থাকিব। সেই কাৰণে অনুসূচীত জাতি বা জনজাতিৰ লোকক আভুৱা নাভাবি প্ৰকৃত পক্ষে যাতে কাম হয় সৰ্ব্বতো প্ৰকাৰ উন্নতি হয়, অগ্ৰগতিৰ পথত অগুৱাই নিব পৰা যায় তেওঁলোকৰ মঙ্গল সাধন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে বাস্তৱ ব্যৱস্থা লবলৈ মই

অনুৰোধ কৰিলো।

( সময়ৰ সংকেত )

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমি দেখিছো যে তেওঁলোকক আভুৱা ভৰা হৈছে। মৌলিক ভাৱে সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্ত্তন হলে হয়তো এই বিল সদনৰ মাজলৈ নাহিলহেঁতেন। আৰু এটা কথা কৈ মোৰ বক্তৃতাৰ সামৰণি মাৰিম। ইয়াত যিটো বেকলগৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটোৰ দ্বাৰা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰহ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে। ইয়াৰ ফলত এটা অৱাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হব। কাৰ ওপৰত বেকলগ কৰিব। অন্য বিলাকৰ স্বাৰ্থত আঘাট হানি বেকলগ পুৰাবলৈ গলে আৰু জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা নোহোৱা নহয়। সেই কাৰণে মই আৱশ্যকীয় বাস্তৱ সন্মত সংশোধনী আনি এই বিল লৈ আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে মাননীয় সদস্য সকলক অনুৰোধ কৰিছো। অপ্ৰিয় হলেও এটা সত্য কথা কব লাগিব। যি বেকলগৰ কথা উত্থিত হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত যদি মন্ত্ৰী সভাতে প্ৰথম ধৰা হয় আৰু ইয়াতে পুৰাই দিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়াহলে ইয়াতেই মৰামৰি আৰম্ভ হব। সেই কাৰণে জনপ্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰিবলৈ বেকলগৰ কথা নানি এইটো উঠাই দি অৱাস্তৱ যি কথা উঠিছে তাক উঠাই দি বাস্তৱ দৃষ্টি ভঙ্গীৰে এই বিল লৈ আগুৱাই যাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলো। কোনো ৰকমৰ যাতে ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি নহয় তেনে এক বাতাবৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি বিল লৈ আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ ৰাখি মোৰ বক্তৃতাৰ সামৰণি মাৰিলো।

* শ্ৰীনগেন শৰ্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদনত 'ডি আসাম চিডিউল কাষ্ট এণ্ড চিডিউল টাইব্‌চ বিজাৰ্ভেশ্যন বিল ১৯৭৮' যিখন

* Speech not corrected

উত্থাপন কৰা হৈছে এই বিলৰ প্ৰতি মোৰ সৰ্ব্বতো প্ৰকাৰ সমৰ্থন আগ-বঢ়াই সামান্য বক্তৃতা ৰাখিব খুজিছো। দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিচৰে পৰা বিভিন্ন অৱস্থাত আমাৰ সমাজত যিবোৰ দলিত শ্ৰেণীৰ লোক আছিল যিবোৰে নতুন পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে একো নাজানিছিল সেই সকল অনু-সূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতি হিচাবে, অনুসূচীত শ্ৰেণী হিচাবে সংবিধানত তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। এনে ধৰণৰ সংৰক্ষিত ব্যৱস্থা থকা সত্বেও প্ৰায় উনত্ৰিশ বছৰৰ পিচত দেখা গৈছে যে আশা কৰা অনুযায়ী এই লোক সকলৰ উন্নতি নহল আৰু ১৯৭৫-৭৬ আৰু ১৯৭৬-৭৭ চনত অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ কাৰণে যি কমিশ্যন কৰি দিয়া হৈছিল সেই কমিশ্যনৰ ৰিপোৰ্টত দেখা গৈছে যে পূৰ্ব্ব অৱস্থাৰ কোনো পৰিবৰ্ত্তন হোৱা নাই বৰং বহুতো ক্ষেত্ৰত তেওঁ-লোকৰ অৱস্থা নিশকতীয়া হৈ গৈছে। এনে কিছুমান অনুসূচীত জাতি উপজাতিৰ লোক লাহে লাহে নাইকীয়া হৈ যাব ধৰিছে। তেওঁলোকৰ নিজা ভূমিৰ পৰাও উপাস্তু হৈছে। শিক্ষিত হৈও বেকাৰ হৈ ঘূৰি ফুৰিব লগীয়া হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো কোনো ৰাজ্যত অকল জাত-কুলৰ কাৰণেই শিক্ষিত হোৱা সত্বেও তেওঁলোকৰ সমাজত স্বস্থান পোৱা নাই।

অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ বাহিৰত বিভিন্ন ৰাজ্যত এনেকি শিক্ষিত অনুসূচীত জাতিৰ লোকৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ উৎপাত অত্যাচাৰ হৈছে তাক আমি সকলোৱে জানো। আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে অসমৰ বিশেষকৈ মহাপুৰুষ শঙ্কৰ মাধৱৰ দেশ বুলিয়েই হয়তো তেনে লেই লেই চেই চেই অৱস্থা হোৱা নাই। কিন্তু চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে যি অনুপাতে এই অনুসূচীত জাতি বা জনজাতিৰ লোকে প্ৰতিনিধিত্ব পাব লাগিছিল সেই অনুপাতে পোৱা নাই। সেই বাবে জনতা চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি বদ্ধ হিচাবে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব দিব পৰা যায়, চৰকাৰী যন্ত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব থাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে

এই বিধায়ক খন সদনৰ মজিয়ালৈ অনা হৈছে। এইটো কথা ঠিক যে অসমত ত্রিশ লাখ অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ লোক আছে। এই ত্রিশ লাখ লোকৰ শতকৰা হাবে খুব কম ছয় ভাগ লোকহে শিক্ষিত আৰু এই ছয় ভাগ লোকৰ কিমান লোকে যে চৰকাৰী চাকৰি কৰিবলৈ অৰ্হতা সম্পন্ন হৈছে তাক সঠিক ভাৱে জনা নাযায় কিন্তু এইটো ঠিক যে খুব কম সংখ্যক লোকেহে যে পাইছে সেইটো সচা কথা.

এইটো কথাও ঠিক যে ৩শ ৪শ লোকৰ ভিতৰত অতি কম সখ্যংক লোক, অতি ক্ষুদ্ৰতম অংশহে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হব। বছৰত যিখিনি চাকৰি ওলাইছে সেইখিনি এটা হিচাপ কৰি দেখা গৈছে যে অতি বেছিকৈ হলেও ৩-৪ শ লোকহে ইয়াৰ দ্বাৰাই উপকৃত হব পাৰে। তাতকৈ আৰু বেছি নহয়।' এই বিলখনৰ সমৰ্থন জনাই বিৰোধী পক্ষ সদস্য সকলৰ লগত মিলাই এটা কথা কওঁ সামান্যকন উপকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে এই ৩০ লক্ষ মানুহৰ কেনেভাৱে দুৰৱস্থা হৈ পৰিছে সেই সম্পৰ্কে গভীৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। ইয়াত উন্মুকিয়াইছে যে মাটিৰ পৰা উপান্ত হৈ হাবিয়ে বননিয়ে এই জনজাতীয় লোক সকলক অনাই বনাই ঘুৰি ফুৰিব লগীয়া হৈছে। আৰু গৈ গৈ সীমান্ত পালেগৈ, তাতো তেওঁলোক আঘাট পাবলগীয়া হল। ঠিক সেইধৰণে অনুসূচীত মানুহৰ বিলাকো সম্পূৰ্ণ ভাৱে উপান্ত হল আৰু বহুতো ভিক্ষাৰীত পৰিণত হৈছে। আজি গুৱাহাটীতেই কিছুমান ওচৰপাজৰ লোকৰ কথা কব বিচাৰিছো, উত্তৰ গুৱাহাটীতে কিছুমান অনুসূচীত লোকৰ আগতে কাৰ্যক্ষম অৱস্থা আছিল। আৰু নিজে কিবা ব্যৱসায় ইত্যাদি কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু আজি সেই মানুহ বিলাকৰ বেছি ভাগেই ভিক্ষাৰী অৱস্থা হৈ পৰিছে। ৩১ বছৰৰ পিচত অনুসূচীত জাতিৰ কাৰণে বহু কিবা কিবি কৰিছো বুলি কৈছে, কিন্তু ৩১ বছৰৰ পিচত এওঁলোকৰ ভিক্ষাৰী অৱস্থাহে হল।

ছিপাঝাৰৰ হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বহুত মানুহ আছে। তাত দুজন শিক্ষিত মানুহ আছে, তাৰে এজন পিয়ন আৰু আনজন ওৱাৰ্লেচ অপাৰেটৰ। ৩১ বছৰৰ পিচত এই চাৰে পাচ হেজাৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুজনহে শিক্ষিত মানুহ ওলাল। সেইদৰে ছিপাঝাৰৰ আন ঠাইত মাত্ৰ তিনিজনহে চাকৰিয়াল আছে। তাকো অতি নিম্ন স্তৰৰ। তাৰে এজন চেকচন এচিচ্টেণ্টৰ পৰা অভ্যাৰৰ্লে প্ৰমোচন পাইছে। এজন কেৰাণী, আৰু এজন পুলিচ কৰ্ম্মচাৰী। এই মানুহ বিলাক অত্যন্ত অজলা। তেওঁলোকক মাটি বাৰী সংস্থাপন দি আৰু টকা পইচা দিলেও, চালাক চতুৰ মানুহৰ হাতত মাটি বাৰী ধন বিত গুচি যায়। দিয়া মাটি খিনিও তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। এই দৰে এই অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতি বিলাক অঘৰী হৈ পৰিছে। এইখিনি মানুহক চাকৰী বিজাৰ্ভেচন কৰি মাত্ৰ কেইজন মান মানুহক ১-২ শ মানুহক মানবিক তৃপ্তি দিয়াহে হব। কিন্তু সামগ্ৰিক ভাৱে যিখিনি অনুসুচিত জাতি আৰু অনুসুচিত জনজাতি সেইখিনি একো সহায় কৰিব পৰা নহব। গতিকেই যোৱা ৩১ বছৰে এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰা হল। সেইসকলৰ কল্যানৰ অৰ্থে চিন্তা কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে যাতে এই বিলাক দিশো অনুসন্ধান কৰে, ইয়াকে আশা ৰাখি বিলখনক সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

* শ্ৰীঅতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সন্মুখত মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীৰমেশ মোহন কুলী ডাঙৰীয়াই অসমৰ অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোক সকলৰ ৰিজাৰ্ভেচনৰ কাৰণে যি বিল আনিছে সেই বিলখন সমৰ্থন কৰি মই দুআষাৰ মান কব বিচাৰিছো। ইতিমধ্যে কেইজন মান মাননীয় সদস্যই এই বিলৰ সম্পৰ্কে

* Speech not corrected

এটা কথা কৈছে, যে এই বিলখনে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ অৱস্থাৰ কোনো পৰিবৰ্ত্তন নাসাধে যেতিয়ালৈকে দেশখনক সমাজবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় হিচাবে পৰিগনিত নহয়, এইকথাতে কোনো সন্দেহ কৰিব লগীয়া একো নাই। কিন্তু দেশখন সমাজবাদ নোহোৱালৈকে আৰু সমাজবাদ প্ৰতিস্থা নোহোৱালৈকে আমি কি ৰিজাৰ্ভেচন নিদিয়াকে বহি থাকিম নেকি? ভাৰতবৰ্ষৰ দুটা চিন্তা ধাৰাই এই দেশত কাম কৰি আছে। এটা হল উপযুক্ত লোকসকলে চকী লবলৈ উপযুক্ত হব লাগে। আনটো হল চকীয়ে উপযুক্ততা নিদ্ধাৰণ কৰিব। যি সকলে আগটো বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে চাকৰি ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত লোক সকলে অগ্ৰাধীকাৰ পাব লাগে। মই ভাবো যে এইবিলাক উপযুক্ততা অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে সুযোগ সুবিধাৰ পৰিস্থিতিটো আনিব লাগিব। এটা লৰাক সাতুৰিবলৈ শিকাব হলে পকা বা পকৰা মাটিত সাতুৰিবলৈ শিকালে নহব। তাৰ কাৰণে লাগিব নদী বা পুখুৰী পানীত তাতে সাতুৰাবলৈ শিকাব লাগিব। অৱশ্যে প্ৰথম প্ৰথম লৰাজনে সাতুৰিবলৈ গৈ কেই-ধুকামান পানী খাব লাগিব। ঠিক সেইদৰে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি লৰা-ছোৱালীক সুবিধা দিবলৈ যাওঁতে প্ৰথম প্ৰথম কিছু অসুবিধা আহিব। প্ৰথম প্ৰথময়ে তেওঁলোক অনুপযুক্ত হব। পিচত তেওঁৰেই উপযুক্ত হৈ পৰিব। শাসন ব্যৱস্থাটো হয়তো ২।১ এটা অসুবিধা সন্মুখীন হব লাগিব। কিন্তু পিচলৈ গৈ বাস্তব সুবিধা লৈ তেওঁলোকে অচিৰে উপযুক্ততা লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হল শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ দাবী কৰি সমাজ ব্যৱস্থাৰ দাবী কৰি, জাত পাতৰ সৃষ্টি কৰি ধৰ্ম্মৰ নামত ৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ নিচিনা হৈছে। হিন্দু সকলে বিশ্বাস কৰে বিৰাট পৰুষৰ পৰা ব্ৰাহ্মন হল, হাতৰ পৰা ক্ষত্ৰিয় হল, সেইদৰে গৈ গৈ ভৰিৰ পৰা শূদ্ৰ হল, এই শূদ্ৰ সকলেই দ্বিতীয় শ্ৰেণীত সেৱা সুশ্ৰুসা কৰিব লাগিব। সেইদৰে হুদা চাহাবে কোৱা

নিচিনাকৈ

ঈমানে মুফসিল, आम्रनो बिल्लाही अ मलायेकतेही, अकुतुबेही
अ रुचुलेही अल औमिल आहबेरे, अ ख़बेरेही असेरेही मिन्नल्लाह,
तयाल्ला बलवासे बादल मोत।

কিন্তু বিশ্ব শ্ৰষ্ঠা ভগৱানৰেই সকলো সৃষ্টিত সমান। শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে কেতিয়াও সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিম। জাত-পাত নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সংঘৰ্ষ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এই যিখন বিল অনা হৈছে, আমি ইয়াত যি বিচাৰিছো সেইমতে সেই খন সমাজ ইয়াত নেথাকিবও পাৰে, কিন্তু তাত এটা নিশ্চয় পদক্ষেপ আছে। ভয় কৰিব লগীয়া একো নাই, ইয়াত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যিখিনি প্ৰশাশনিক আৰু কাৰিকৰী বিদ্যা অৰ্হতা কথা আছে তাত বিজাৰ্ভেচন কৰা কথা কোৱা নাই। কিন্তু এল, পি, আৰু হাইস্কুল আৰু কলেজৰ শিক্ষকতাত বাধা দিয়াৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে মই কব নোৱাৰো।

যোৱা ৩০ বছৰে কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে আৰু বাহিৰত ৰাজনৈতিক বক্তৃতাত পিছপৰা সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ সংখ্যা লঘু সকলৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আঁচনি ললে, কিন্তু কাৰ্য্য ক্ষেত্ৰত দেখা গল ১৬ পাৰ্চেণ্ট চাকৰি অনুসূচীত সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে, পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে সংৰক্ষন কৰিছিল, সেই চাকৰি কংগ্ৰেছৰ দিনত নোপোৱাৰ কাৰণে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে আজি এই মানুহ খিনি, যিখিনি পিছপৰা মানুহ ব্ৰাহ্মনৰ মাজত আছে, তেওঁলোকৰ চকৰিৰ কথা বাদেই অসমত তেওঁলোকৰ ঘৰেই নাই। কিন্তু আজি উপযুক্ত অৰ্হতা থকা মেট্ৰিক পাছ কৰা চিডুল কাষ্টৰ ল'ৰাই এল, পি, স্কুলৰ চাকৰি নেপালে কেনেকৈ হ'ব ? যোৱা বিধান সভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে এম, এল, এ সকলে ২৪ নে ২৫ জন ল'ৰাৰ নাম লিষ্টত

দিলে। কিন্তু এজনো চিডুল কাষ্ট আৰু চিডুল ট্ৰাইব ল'ৰাৰ নাম দেখা পোৱা নগ'ল। নগাওঁ জিলাৰ এজন মাত্ৰ কমিউনিষ্ট পাটিৰ লোকৰ বাহিৰে বাকী সকলো থিনি কংগ্ৰেছৰ মানুহেই আছিল আৰু লিষ্টত চিডুল কাষ্ট, চিডুল ট্ৰাইব থকা স্বত্তেও এস, পি, স্কুলৰ চাকৰিৰ কাৰণে এম, এল, এ, সকলে ৰিকমেণ্ট নকৰিলে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, গতিকেই আজি এই বিলখনৰ কেইটামান দোষ ক্ৰটি মই আঙুলিয়াই দিব খুজিছোঁ যে আজি আমাৰ ভৈয়াম অঞ্চলত যি সকল কাৰ্বী মানুহ আছে তেওঁলোকক চিডুল কাষ্ট বুলি কোৱা নাই, চিডুল হিলচ ট্ৰাইব বুলি কোৱা হোৱা নাই। তেনেহলে ভৈয়ামৰ যি সকল কাৰ্বী মানুহ, সেই সকলৰ অৱস্থা আৰু কি হ'ব? তেওঁলোক আজি অসম ৰাজ্যৰ নাগৰিক হোৱা স্বত্তেও আজি এই সুযোগ পোৱা নাই, এই সকলৰ অৱস্থা আজি কি হ'ব তাৰ উল্লেখ এই বিলখনত নাই। সেইদৰে পাহাৰত যি সকল চিডুল কাষ্ট বা চিডুল ট্ৰাইব আছে, সেই সকলৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে মই অৱশ্যে নেজানো, বোধহয় একেই অৱস্থা হৈছে। এনে বহুতো অনুসূচীত লোক আছে, যি সকল বিহাৰত অনুসূচীত বুলি ধৰা হয়, অসমত ধৰা নহয়, আকৌ মধ্য প্ৰদেশত যি সকলক চিডুল কাষ্ট বুলি ধৰা হয়, অসমত সেই বিলাকক অ' বি, চি, বুলি ধৰা হয়। গতিকে এই বিলখনৰ কথা আমি চিন্তা কৰি চাই আগলৈ যাতে আমি এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, তাৰ ব্যৱস্থা হব লাগে, কিন্তু সেই ব্যৱস্থা আমি দেখা নাই। গতিকে যোৱা ৩০ বছৰৰ বেক লগ এই কেই বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰি দিব লাগে, নহলে ভবিষ্যতে সাম্প্ৰদায়িক ভাবে বুজাপৰাত ভুল হৈ যাব। সেই কাৰণে ৪ নং অনুচ্ছেদৰ চেকেণ্ড প্ৰভিজনটো দিলিট কৰা হয় তেনেহলে বিলখনৰ অন্য প্ৰকাৰে বিৰোধীতা কৰিবলৈ কথা নাই বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ আৰু এই আইনৰ যিটো মূল কথা

তাক জন সাধাৰণৰ মাজত আচল তত্বটোৰ কথা বুজাব নোৱাৰো তেনে-হলে সকলো আইন কাগজৰ পাতত থাকি যাব তাৰ দ্বাৰা একো কাম নহ'ব। আজিৰ পৃথিবী আগৰ দৰে হৈ থকা নাই। অন্যান্য পৰিবৰ্ত্তন আহিছে। আজি মাৰ্ক্স জীয়াই থকা হলে এই পৰিবৰ্ত্তনৰ কাৰণে নিশ্চয় চিন্তা কৰিলেহেতেন। আজি চোভিয়েত ৰাচিয়াক সমাজতান্ত্ৰীক সমাজ বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু ভিয়েতনামৰ লগত আওঁপকীয়াকৈ সহায়তা কৰিছে আৰু চীনে আজি ভিয়েতনামী বহুত হত্যা কৰিছে, তেনে স্থলত কেনেকৈ সমাজতান্ত্ৰিক বুলি কব পাৰিম? নিশ্চয় পৃথিবীৰ ইতিহাহক ভালকৈ চোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। সেই কাৰণে শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ লগতে ধৰ্ম্মৰ নামত যিটো বিৰোধ ভাব চলি আছে তাক সম দৃষ্টিৰে চাই সমধান কৰিলেহে, শ্ৰেণী হীন, শোষণ হীন, সমাজ খন আমি বিচৰা মতে পাব পাৰোঁ কাৰণ আজি এটা কথা সদস্য সকলে কৈছে যে বহুতো চিডুল কাষ্ট আৰু চিডুল ট্ৰাইব আছে, যি সকলে শিক্ষা দীক্ষা পাই নিজকে চিডুল কাষ্ট বা ট্ৰাইব বুলি কবলৈ টান পায় গতিকেই এই গোটেই কথাটো গভীৰ ভাবে চিন্তা কৰি চাব লগীয়া হৈছে আৰু বিলখনে সেই গভীৰ ভাবটো নিশ্চয় প্ৰকাশ কৰা নাই। গতিকে এই চিডুল কাষ্ট আৰু চিডুল ট্ৰাইব সকলে যাতে সংৰক্ষন পায়, যাৰ জৰিয়তে ৫ হেজাৰ বছৰৰ আগতে আগবাঢ়ি যোৱা লোক সকলৰ লগতে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিব লাগিছিল, সেই হিচাবে তেওঁলোকৰ কল্যাণ আমি কৰিব পৰা নাই। এই সকলক বিশেষ সুযোগ দি ১০ বছৰৰ আগতে যি সকল আগুৱাই গ'ল সেই সকলৰ দৰে তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াৰ সংবিধানে যি সুবিধাৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰে তাক এক্সেটেনচন কৰাৰ বাহিৰে কাৰ্য্যকৰী কোনো ক্ষেত্ৰতে কৰিব পৰা নাই। সেই কাৰণেই এই বিশেষ সুযোগ খিনি এই বিলৰ জৰিয়তে দিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগ বঢ়ালোঁ আৰু এই প্ৰস্তাৱ সমৰ্থন কৰিবলৈ সকলো সদস্যকে অনুৰোধ

জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— এই বিলখনৰ ওপৰত কিমান দেৰি আলোচনা হব ?

মঃ চামচুল হুদা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু আধা ঘণ্টামান সময়ৰ ভিতৰত এই আলোচনা সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলে ভাল হয়।

Shri Fakrul Islam :— Sir, I do not think there is any need for limiting the time for discussion. If members are willing to participate they should be allowed.

শ্ৰীহেমেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা কৰা হৈছে।

Shri Fakrul Islam :— Sir, those who have already taken part in the discussion and taken maximum time they are trying to prevent us now.

Mr. Speaker :— Yes, now Mr. Fakrul Islam will speak.

* Shri Fakrul Islam :— Mr. Speaker Sir, I take my stand to support the bill moved by Hon. Minister Shri Ramesh Mohan Kouli. This is a bill Sir, of far reaching implications and it should be considered accordingly.

* Speech not corrected

Ours Indian State with its geographical vastness in different states there are problems which are complex and which are not known to other countries of the world. Here in Assam too, where various people of various castes and creed are living and we all should live as members of the same family. This bill Sir, should be welcomed in the sense that it is making an effort to ameliorate the age old grievances of a down-trodden section of our population. Which I point out some of the defects of the bill and the practical difficulties in the way of implementation of this bill, I would like to request the Hon. Members, of the House that they should not misunderstood me. I myself came from one of the most downtrodden section of our society and any measure for uplifting the condition of the downtrodden of our State and the country will be highly supported by me. So the defects which I would like to point out should not mean that I do not support such move to ameliorate all the difficulties of the downtrodden people. In order to become practical and become objective, we must look into the matter from a practical and objective point of view. In this regard, Sir, I like to point out that the bill is based on a historical fact and not on current objective assessment on realities because of the fact that before

30 years, I mean before the birth of the present generatiou, it was constitutionally made that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people should be given some benefit and that benefit is sught to be made permanent through this Bill. But Sir, within this 30 years, the whole world has changed and I would like to say that if Marx would be living if the present age he would have liked to change his Marxism to some extent. Sir, though the enactment is 30 years old it is still continuing. In case of Scheduled Castes and Schedulee Tribes also there are a large number of people who are equally down trodden and who are recognised as Scheduled Tribes and Scheduled Castes in the neighbouring States are not given the equal share of benefit here. Say, some Tea Garden labourers who are backward in Bihar are not given any benefit in Asam. Sir, say in the case of tribal people of Tripura who are recorded as Scheduled Castes and are given all benefits which are constitutionally applicable, there very people are not given any benefit here. In my constituency some such tribes from Tripura are staying and some tribal people are living in Assam, but they are not reeorded as Scheduled Tribes here and the contitutional benefits given in the Tripura State are not given here though they belong to the some castes and

creed. Sir, the Bill seems to give the benefit of service and reservation to the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are backward classes of citizens and who are not given due representation in the affairs of the State. Sir, in regard to other section of the backward people, nothing is done. Sir, the very objective which is given here is not scientifically decided who are backwards? The Bill is completely silent on this point. About the pattern of backwardness there was no scientific study. The Bill is introduced indicating a few lines about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. The I. A. S. officers who are eating up the society a few of them are from the scheduled castes and Tribes. The framers of our Constitution were not in favour of creating a classified society. The whole object of the framers of the Constitution was to create a classless society. I would like to point out that though the framers of the Consitution were not in favour of creating a classified society, they, on seeing the abject situation prevailing in the country, wanted to incorporate these conditions only for a transitional period. The provisions incorproated in the constitution was limited upto 1960 only, which was extended once upto 1970 and again upto 1980. Now, these provisions are valid

upto 1980 only and unless the Parliament further extends it, it expires on that year. It is a pitty Sir, that after 30 years of Congress Rule we have remained in the stage when we were there before framsng of the Constitution. These provisions were made according to the State of affairs which were existed in our socieity 30 years ago. Almost all the members including the Chief Minister have got papers in their hands on the fact that about 75 percent of the people in Assam live below the poverty line. Out of this 75 percent people we are backing up 15/16 percent of the population who are scheduled caste and scheduled tribe. What about the other 59/60 percent people who are actaully very backward and who have not been adequately represented in the service of the State ? Not only that Sir, the tea garden labourers constitutes 25 percent of the population of the state and yet they are left outside the perview of this Bill. Therefore, Sir, I would say that this Bill has not tried to solve the problem in a broad based manner, rather it has touched the problem in a peacemeal manner based on caste and creed which will go against our aim of creating a classless society. Because Sir, a benefit given on the basis of caste will never be given up. The beneficieries will never forgo that privilege. That

is what is exactly happening in India. Whatever may be their educational qualification, economic standard they will never forgo those benefits. Sir, I sympathise with the needs of the downtrodden people of our country and we would like that they should develop themselves to the all India standards. But if we look to the affairs relating to appoinment to the I. A. S. posts, we will find that all the people belonging to the scheduled tribes are from Mizo Disirict. As many as 30 people are from that District.

( Voices :— Mizo Dist. is ouside Assam now ):

Yes, therefore the percentage of tribals to the I. A. S. has gone down. Along with the exist of Meghalaya and Mizoram and others the tribal representations started falling.

Shri Romesh Mohon Kouli :— This is a point relating to Central Govt. employees, he is speakieg............

* Shri Fakrul Islam :— Sir, the tribal people if they are downtrodden they should be given privilege, but if it is only a matter of caste only then it is not good. If somebody is to be given a benefit on production of a caste certificates. I would say that it

* Speech not corrected

will not be scientific. The Framers of the constitution did not want to make it a permanant feature.

Shri Atul Goswami :— Sir, I refer to Art. 46: "Promotion of Educational and economic intereste of Scheduled Caste, Scuedule tribe and other Weaker Sections : The State Shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular, of the schedule castes and scheduled Tribes and shall protect them from social injustices and all forms of exploitions."

* Shri Fakrul Islam :— Sir, I have read it. I have got a copy of the Constitution with me. It is a fundamental right of all citizens and shall not discriminate in the matter of appointment and other things. Article 16 says, "Equality of opportunity in matters of public employment : There shall bc equality of opporiunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State" If any section is not represented it should be our endeavour to got them represented in Govt. offices. It will not be corrcet to say that the Scheduled people are the only backward communities in the country and as they have been given some benefit, they

* Speech not corrected

should continue to get it ignoring the similar rights of others. Therefore, equality of opportunity should be offered to all the citizens. Now, let me come to the practical operation of the Bill. The Bill has been put forward for a section of people only. The people specially of the Tea Garden labourers and people of the Chor areas who are living below the sub-sistence level, who are living below the lowest point of human standard have not been brought within the perview of the bill. The people who are living like beasts are not brought within the scope of this bill, as they do not belong to the Scheduled caste and scheduled tribe community. Sir, I would like to support this Bill but at the same time say that equality of opportunity should be given to all the people belonging to backward classes irrespective of caste and creed and a guard should be taken so that cases of others are not neeglected. Therefore; Sir, if this Bill is to be made scientific it should envisage the problems of all the people who are backward, which can give shelter to all of them. This has not been done so long.

Shri Robindranath Choudhury :— Sir, this is a misrepresentation of facts. I request you Sir, to allow me to.......................

* Shri Fakrul Islam :— He has already delivered his speech. Let me speak now. The 75 percent of the people who are living below the poverty line their cases have not been taken into consideration. Only 15 or 16 persent people is brought under the perview of this Bill. Out of this 15/16 or 17 percent people some have got enough benefit from Govt. During the last 30 years only a few people out of the 16/17 percent have gathered wealth and position. Sir, it will be 14% or 15% of the population which are downtrodden people, i.e., the scheduled castes and scheduled tribes people. But Sir, there are certain practical difficulties in the particular bill which are not given proper attention while framing the bill. I would, therefore, like to point out that though the framers of the bill have tried to ameleorate the condtion of the downtrodden people but they have failed to give the equal status to all the districts and subdivisions according to the population pattern. Sir, as you are aware, this House has passed a resolution to the effect that services of all categories should be equally given to all sections of the people. Now, Sir, this particular bill has come up before the House for reservations of Govt. services to a particular section of the State, i.e., who are downtrodden people in the dis-

* Speech not corrected

tricts and subdivisions. These reservations are for 5%, 7% and 10% respectively. I am further elaborting this point. 5% for the Scheduled tribes plains, 7% for Scheduled Tribes Hills and 10% for Scheduled Castes. Sir, these reservations are felt necesary because these people are backward in the society both educationally and economically and they are not in a position to compete with the general people. Sir, I am not going to oppose the bill I am supporitng the bill. But while supporting the bill, I feel it is my duty to point out the defects which need proper clarifiation from the Hon'ble Minister in-charge. Sir, in some districts, we find only 5% people are scheduled castes and in some districts we find that no such pupulation are there at all. Then, sir, in case of Karbi-Anglong district we find that, the reservation is only for 5% or 7% or 10% but as a matter of fact the entire district is covered by the tribal population. Therefore, the percentage of reservation must be higher compared to other districts. In this case it may be 70% or 80%. Therefore, Sir, my point is that reservation should be made according to the population pattern of the district or subdivision. Sir, if this is not done on the basis of pupulation pattern, I think the whole purpose of the bill will be furstrated. So, Sir, my submision is that the reserva-

tion should be given according to the population ration. If the population of a particular section is less in a district or subdivion, then reservation should be made according to the population ration. When the population is higher the reservation should then be equally higher. Sir, this should be the basis of reservation. Otherwise we shall be doing injustice to the people. Here the question of backlog has also come up. Sir, in this connection it is my duty to point out that to meet the backlog we are to make scientific approach. Here in this bill we have noticed that proper scientific approach is lacking. I, therefore, request the Hon'ble Minister-in-charge to meet the problem with real scientific outlook. (Ball rang) Sir, I have not taken much time but I got the chance at the fag end of the debate. I want to speak more.

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ— আপোনাৰ ২৫ মিনিট পাৰ হৈ গ'ল।

Shri Fakhrul Islam :— Sir, before I conclude, I would like to point out that similar opportunties should be given to all the downtrodden people of the districts and Subdivisions. If we fail to give the equal opportunities to all sections of our people in the near future, we shall not be spared by our posterity. With these words. Sir, I support the bill as this is brought

for the welfare of the dowdtrodeen people of our society.

Mr. Speaker :— Now, Shri Ajoy Kr. Dutta.

* শ্ৰীঅজয় দত্ত :— অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি যি বিলখন সদনত আলোচনা কৰা হৈছে সেই বিলখন এখন বৈপ্লৱিক বিল বুলি নকওঁ মাত্ৰ আমাৰ কৰ্ত্তব্য পালন কৰি সমাজৰ এটা অংশৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ লোৱা বিল বুলিহে কব পাৰি। আজি দুই এজন বিকলাঙ্গ ল'ৰাক চাকৰি বাকৰি দিলেই যে আমাৰ সমস্যা সমাধান হব সেইটো নহয়। স্বাধীনতাৰ আজি ৩১ বছৰ পিচতো আমাৰ সমাজখনত যিবোৰ নীতি চলি আছে সেইবোৰ সচাঁকৈয়ে বৰ লাজ লগা। এই সমস্যাবোৰ বহুদিন আগতে সমাধান হব লাগিছিল। আমাৰ দেশৰ পিচপৰা জনজাতীয় লোক সকলৰ প্ৰতি আমাৰ যি কৰ্ত্তব্য সেই কৰ্ত্তব্য আমি পালন কৰিব পৰা নাই। আজি যি অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেচনৰ বিল আনিছে তাৰ ওপৰত বহু সমালোচনা হৈছে সেইটো সচা। কিন্তু যিবোৰ মানুহৰ ওপৰত আমাৰ সমাজৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি আমি দিবই লাগিব। সেয়েহে কৱি ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰে কৈছিল—

"হে মোর দূর্ভাগা দেশ
যাদেরে করেছে অপমান,
অপমানে হতে হবে
তাদের সবার সমান"।

তেওঁলোকে মানুহৰ প্ৰকৃত অধিকাৰ দিয়া নাছিল তাৰ ফল সকলোৱে সমানে ভোগ কৰিব লাগিব। আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰ-

* Speech not corrected

ণৰ বেকওৱাৰ্ড ক্লাচ আছে সেইবোৰৰ তত্বাৱধানৰ কাৰণে বিভিন্ন বিভাগ আছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ যি কৰ্ত্তব্য সেই কৰ্ত্তব্যক পালন কৰা দেখা নাযায়। আজি এইবোৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত চিদিউল কাষ্ট আৰু চিদিউল ট্ৰাইব বোৰ্ড গঠন কৰিছিল। এই চিদিউল কাষ্ট আৰু চিদিউল ট্ৰাইবৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থা হৈছে কি? সমাজৰ কিছুমান মানুহে এই বিলাকৰ নাম লৈ ব্যৱসায় কৰিছে। আজি আমাৰ চাহ বাগানত যিবিলাক বন্ধুৱা আছে তেওঁলোকক বিহাৰ বা পশ্চিমবঙ্গ আদিৰ চিদিউল কাষ্ট আৰু চিদিউল ট্ৰাইবৰ দৰে স্বীকৃতি দিব লাগে। আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি ইকনমিকেলি বেকওৱাৰ্ড মানুহ আছে সেই খিনিকো সমানে স্বীকৃতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই খিনিকে কৈ বিল খনৰ প্ৰতি মোৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ।

শ্ৰীআফাজুদ্দিন আহমেদ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চিদিউল কাষ্ট আৰু চিদিউল ট্ৰাইবৰ ৰিজাৰ্ভেচনৰ কাৰণে অনা বিলখনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই দুষাৰ কব খুজিছো। এই বিষয়ে মাননীয় সদস্য সকলে যথেষ্ঠ আলোচনা কৰিছে। এই পিচপৰা জাতিৰ ৰাইজৰ কাৰণে সংবিধানে সুবিধা দিছে আৰু সেই সুবিধা থকা স্বত্বেও সেই ৰাইজে সেই সুবিধা ভোগ কৰিব পৰা নাই। আজি আমাৰ জনতা চৰকাৰে সেই স্বত্ব ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে এই পৱিত্ৰ বিধান সভাত এখন বিধান ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে এনে এখন বিল আনিছে। চাকৰি বা নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সংবিধানে দিয়া সংৰক্ষণ নীতি অনুসৰি বা স্বধীনতা পোৱাৰ পিচৰ পৰা সংবিধান ৰচিত হোৱাৰ লগে লগে এই মন্ত্ৰী সভাত অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা স্বত্বেও সেই সংবিধানত দিয়া স্বত্ত সমূহ কাৰ্য্যকৰী নহল। সেই কাৰণে এই ৩০ বছৰ পিচতো পুনৰ এই বিলখন বিধান সভালৈ আহিছে। এই সংৰক্ষণৰ নামত নিশ্চয় এইটো

কৰ পাৰি যে অনুসুচীত জাতি আৰু অনুসুচীত জনজাতিৰ লোকৰ বাবে কাৰ্য্যকৰী কাম হাতত লব লাগিছিল যদিও এই আইন আৰু সুবিধা থকা স্বত্বেও সংৰক্ষণৰ নামত সুবিধা ভোগ কৰিছে হয়তো কিছুমান মুৰব্বী আৰু দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহে। এই অনুসুচিত জাতী আৰু জনজাতিৰ লোক সকলে যি সুবিধা পাব লাগিছিল আৰু তাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আমি আজি দেখিবলৈ পাওঁ যে ঠিকা, বজাৰ মহল, মীন মহল আদিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ঘটনা ঘটি আছে। সেইবোৰত এই অনুসুচিত জাতি বা জনজাতিৰ মানুহৰ নামত লৈ কিছুমান স্বাৰ্থ জড়িত মানুহে তাৰ পৰা লাভৱান হৈ পৰিছে আৰু সেই সুবিধাৰ পৰা এই লোক সকলক বঞ্চিত কৰা হৈছে। চাকৰীৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই অৱস্থা দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰতো নিয়োগকাৰী সকলে এই অনুসুচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোক সকলৰ কাৰণে এখন পেনেল তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থ: কৰিছে কিন্তু আমোল চক্ৰৰ পাকত পৰি এই লোক সকল তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। গতিকে চৰকাৰী বিভাগ সমূহত এই আইনৰ তদাৰক কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা অতীৱ প্ৰয়োজন।

চৰকাৰে জনসংখ্যা ভিত্তিত বা জনসংখ্যা পৰিমানে চাকৰি-বাকৰি সংৰক্ষণৰ কাৰণে এই বিল ৰচনা কৰিছে আৰু এই বিলৰ দ্বাৰা অনুস্মচিত জাতিৰ ভাই সকলৰ কাৰণে আজি ইমান দিনৰ মুৰত গৈ এই ৰচনা কৰিব লগা কথাই নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পাব লগা সুবিধাৰ নিৰ্দ্দেশ দিব। কিন্তু আজিলৈকে এই জনজাতিয় লোক সকল বা অন্যান্য পিচ-পৰা লোক সকলৰ কাৰণে চাকৰি-বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থা প্ৰকৃত পক্ষে হৈ উঠা নাই। সেই কাৰণে মোৰ বিশ্বাস এই আইন পাছ কৰিলে যিসকল ন্যস্ত স্বাৰ্থ জড়িত লোক আছে তেওঁ-লোকে সম্পূৰ্ণ সহযোগ নকৰিব পাৰে বা এই আইনৰ প্ৰতিপূৰ্ণ সমৰ্থন

নিদিবও পাৰে আৰু এই আইনৰ দ্বাৰা যি কাম কৰিবলৈ বিচৰা হয় সেই আই-নৰ নীতি অৱলম্বন নকৰিবও পাৰে। কাৰণ আমি এই কথাৰ পৰাই বুজিব পাৰিছো যে স্বাধীনতা পোৱাৰ এই সুদীৰ্ঘ কালছোৱাত অন্যান্য পিচপৰা লোক সকলৰ লগতে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোক সকলক যি সুবিধা দিয়াৰ আইন আছে সেইটো থকা স্বত্বেও আজি তেখেত সকলে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। এইটোৰ মূলতে আমাৰ বিশ্বাস আৰু মই ভাবো যদি প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো আগৰ চৰকাৰৰ দৰে এই চৰকাৰেও পৰিচালনা কৰাত ব্যৰ্থ হয় তেনেহলে তেওঁলোকৰ মনৰ ক্ষোভ আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে আজি যিখন বিল আমাৰ সন্মুখলৈ আহি চৰকাৰ নানা ধৰণে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু থাকিব আৰু অন্যান্য ৰাজ্যত ৰিজাৰ্ভেচনৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত সেইটো নহয় বুলি আমাৰ বিশ্বাস। লগতে মই এই কথাষাৰো কব খুজিছো যে আমাৰ চৰকাৰে যিখন বিল পাচ কৰিবলৈ গৈছে সেই আইন আশানুৰূপ ভাবে ৰূপায়িত কৰি তাক কাৰ্য্যকৰি ব্যৱস্থাৰে আৰু সেই ব্যৱস্থা শক্তিশালী ব্যৱস্থাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলেহে আমাৰ অনুসুচিত জাতি আৰু অনু-সুচিত জনজাতিৰ লোক সকলৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব পৰা হব।

আনহাতে মই আৰু এষাৰ কথা কবলৈ বিচাৰিছো যে পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণত যদি প্ৰকৃতপক্ষে এই আইন পাচ কৰিবলৈ লয় তেনেহলে নিশ্চয় কোনো বাধা নাই। হয়তো এই ক্ষেত্ৰত কাৰো আপত্তিও নাথাকিব। কিন্তু জনসংখ্যা ভিত্তিত চাকৰি আদিত নিয়োগৰ যি ব্যৱস্থা ৰখা হব তাৰ দ্বাৰা এই অনুসুচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোক সকলৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে বা যিবি-লাক মানুহ নিয়োগ আদিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সেই সকলক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে এই বিল পাছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মাননীয় সদস্য সকলে কোৱা কথালৈ যাতে লক্ষ্য ৰাখে সেইটো আশা কৰিলো।

माननीय अध्यक्ष ঃ— আৰু ২৫ জন মেম্বাৰে কব খুজিছে। ৫ মিনিটকৈ সকলোৱে কব। ৪'১৫ বজাত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কব।

শ্ৰীৰবীন মালাকাৰ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিল সমৰ্থন কৰি মই কেই আষাৰমান কব খুজিছো। আমাৰ বহুত সদস্যই ভুল ধাৰণা লৈছে। আমি কন্সটিটিউচনৰ কথা কওঁ, এই কন্সটিটিউচনৰ মতে অনুসূচিত জাতি, জনজাতি ভৈয়ামৰ জনজাতি আৰু অনুন্নত জাতি সমূহৰ প্ৰতিনিধি আছে। সেইখিনিক ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ দিয়া হয় যদিও প্ৰকৃততে সি প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ নহয়। বৃটিছৰ দিনত, মোগলৰ দিনত আনকি কংগ্ৰেছৰ দিনতো উদাহৰণ স্বৰূপে কব পাৰো, যিখিনি আমাৰ প্লেইনচ ঠাই আছিল তাত স্কুল কলেজ আদি পতা হৈছিল। কিন্তু এইটো আমি আশা কৰা নাছিলো যে সেই অনুসূচিত অঞ্চল বিলাকত কলেজ পতা দূৰৰ কথা এম, পি স্কুল এখনো হোৱা নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি অৰ্থাৎ অনুন্নত জাতি সমূহ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই কেৱল নহয়, অসমতো অৱহেলিত হৈ আছিল। যোৱা ৩২ বছৰ পাচতো দেখা যায় অকল চাকৰি ক্ষেত্ৰতেই নহয় বেপাৰ, বানিজ্য, শিল্প আৰু আনকি খেতিয়কৰ কৃষি ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছিছে। শতকৰা হিচাবত যি পাব লাগিছিল সেইখিনি পোৱা নাই। উদাহৰণ স্বৰূপে মই কওঁ, যোৱা পৰহি বৰ ক্ষেত্ৰীলৈ গৈছিলো সংসদী সচিব অনিল দাসৰ সৈতে। তাত যিখন বিল আছে সেই বিলখন অনুসূচিত জাতিৰ লোক সকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য হিচাবে ৰখি আছে। কিন্তু তেওঁলোকে মাছ মাৰিবলৈ সেইটো পোৱা নাই। এক দালাল শ্ৰেণীয়ে সেই বিল খন হাত কৰি লৈ যায়। তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যটো তেওঁলোকে পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ মতে ৬ হেজাৰ টকাৰ মাছ তাত আছে কিন্তু দাক হয় প্ৰায় ২০-২২ হেজাৰ টকাত। আজি ৩১-৩২ বছৰে তেওঁলোকক এটা লিমিটৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে। যদি আজি প্ৰকৃত স্বত্ত পাবৰ কাৰণে

এই বিলে যিকন সুবিধা দিছে সেই ক্ষেত্ৰতে মই বিল সমৰ্থণ কৰিছো। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, বৈপ্লৱিক বা ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিৰে এই ক্ষেত্ৰত সমাজৰ বৈষম্য দূৰ নকৰিলে এই বিলৰ দ্বাৰাই সমাজৰ পৰিবৰ্তন অনা টান। কোনো আইন পাচ কৰি এনেকুৱা বৈষম্য দূৰ কৰিব নোৱাৰি। আমাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলে সমাজবাদৰ কথা কয়। কিন্তু অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতিক বিভক্ত কৰি আহিছে। এইখিনি বৈষম্য দূৰীকৰণ কৰা হলেও এখন শ্ৰেণীহীন সমাজ বাদ আগবাঢ়ি আহিলহেঁতেন। এই শ্ৰেনী সংস্কাৰিত লোক সকলে কিছুমান অসুবিধা পায়। তেওঁলোকে নিজৰ বৰ্ণ বিভাগ দেখুৱাই পাৰচেণ্টেজ বেচিচত পাব বুলি, সেইটো আশা কৰি থাকে। কিন্তু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি সাধন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কোনো দিনেই হব নোৱাৰে মাছ মৰীয়া, মাছ মৰীয়াই হৈ থাকিব। তেওঁলোকৰ বশ্যমতা দূৰীকৰণত, এই বিলে সহায় কৰিব পৰা নাই। অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি অবহেলিত হৈয়েই থাকিব। এই বৈষম্য দূৰীকৰণ কৰিবলৈ আমি বৈপ্লৱিক দৃষ্টিভঙ্গি আনিব লাগিব। কৃষি ক্ষেত্ৰত, শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত, বেপাৰ-বানিজ্য আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত, সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। উদাহৰণ স্বৰূপে আমাৰ গুৱাহাটীত আজি ১০,০০০ ৰিক্সাৱালা আছে। তাৰ ৬ হাজাৰ অফিচিয়েল হিচাব মতে আৰু বাকীখিনি আন অফিচিয়েল হিচাবে আছে। তাৰে কিছুমানক ষ্টেটবেংক আদিয়ে সাহায্য দিছে। কিন্তু তাৰ ভিতৰত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ লোক কেইজন আছে? এই বেংক সমূহৰ পৰা আমাৰ অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ লোক সকলে যি সুবিধা লব লাগিছিল সেই সুবিধা লব পৰা নাই। কাৰণ তেওঁলোকে যিখিনি 'মৰ্টগেজ' দিব লাগে সেইখিনি দিবলৈ সক্ষম নহয়। এই ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম শিথিল কৰিবলৈ চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগে। তাৰ পিচত ১০-৭-৫ৰ যিটো পাৰ্চে-

ণ্টেজৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰতো কিছু অসুবিধা হব। কাৰণ সেই-মতে যদি কোনো বিভাগত সংৰক্ষিত পদৰ প্ৰাৰ্থী নাথাকে তেনেহলে তাৰ কি ব্যৱস্থা হব এই বিলত উল্লেখ নাই। আনহাতে কোনো পদৰ ক্ষেত্ৰত যদি শতকৰা ২০ জন অনা অনুসূচিত জাতিৰ লোক থাকে তেনেহলে তাৰ শতকৰা ভাগ কি হব তাৰ উল্লেখ নাই। গতিকে ইয়াৰ পৰা দেখা যায় সংৰক্ষণৰ ফল ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। আইনখনত এনেকুৱা ব্যৱস্থা লব লাগিব সকলো বিভাগকে লগ লগাই মুঠ যিখিনি পদ ওলাব তাৰ ওপৰত ৭, ৫, ১০ শতকৰা হাড়ত অনুসুচিত জাতি আৰু জনজাতি বা পাহাৰী জনজাতিক দিব লাগিব। তাৰ পিচত কোনো কোনো সদস্যৰ দ্বাৰা পোপুলেচন পেৰ্টনৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এই পোপুলেচন পেটাৰ্ন কেনেকৈ ৰিফ্লেক্ট কৰিব, আজিলৈ তাক ঠিৰাং কৰিবই পৰা নাই। এই বিলৰ দ্বাৰা অন্তত: কিছু সংখ্যক নিষ্পেষিত লোকৰ সংস্কাৰ হব। আজি আমাৰ দেশত এই অনুসুচিত জাতি আৰু জন-জাতিৰ লোক সকলে নামঘৰত সোমাব নোৱাৰা অৱস্থাতে আছে, সমাজৰ চকুত তেওঁলোক আজিও হেয়। এই অৱস্থাত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যি বিল আনিছে তাক মই সমৰ্থন কৰা উচিত বুলি ভাবিছো আৰু এই বিলৰ দ্বাৰা অন্তত: কিঞ্চিত ভাবে হলেও এই জাতিৰ লোক সকলৰ উপকাৰ হব।

শ্ৰীকূল বাহাদুৰ ছেত্ৰী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনুসুচিত জাতি আৰু অনুসুচিত জনজাতিৰ যি বিল মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীৰমেশ কুলি ডাঙৰীয়াই আনিছে তাক সমৰ্থন জনাই দুযাৰমান কব খুজিছো। এই অনুসুচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোক সকলক সংবিধানৰ যিখিনি অধিকাৰ বা প্ৰাপ্য সেইখিনি সচাকৈ বাঞ্চনীয়। আমাৰ দেশত যি পিচ-পৰা অনুসুচিত জাতি আৰু জনজাতি আছে তেওঁলোকক সহায় সহানুভূতি দেখুৱা কৰ্ত্তব্য বুলি আমি বিবেচনা কৰো। এই অনুসূচিত জাতি আৰু

জনজাতিৰ বাইজৰ লগতে আমাৰ অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা ৭৬ ভাগ মানুহৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে অন্য ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো। অনুসুচিত জাতি বা জনজাতিৰ কথা কৰলৈ হলে মাননীয় সদস্য সকলে কোৱাৰ দৰে ৰাতিপুৱাই উঠি মাছ মাৰিব যোৱা আৰু মাছ মাৰিলেহে সন্ধিয়া খাবলৈ পোৱা লোক সকলৰ কথাই মনত পৰে। এই অনুসুচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ যিবিলাক শিক্ষিত লোক আছে তেওঁলোকৰ চাকৰীৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে সুবিধা পাব লাগিছিল সেই সুবিধা পোৱা নাই। মই ভাবো এই বিলখনে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সহায় কৰিব। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই অৱস্থাত এই বিল আনি ভাল কৰিছে বুলি ভাবো। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো বেকলগৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটোত মই একমত হব পৰা নাই। এই বেকলগৰ ক্ষেত্ৰত যিটো চিন্তা কৰা হৈছে আজি ৩১ বছৰে যি সকল লোক বঞ্চিত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰাটো একপ্ৰকাৰ বাঞ্চনীয় হব।

শ্ৰীকুল বাহাদুৰ চেত্ৰী (ক্ৰমশঃ):— গতিকে মই ভাবো এই বিলখনে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু মাননীয় সদস্য দুই এজনে কোৱাৰ দৰে বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো আচুতীয়াকৈ আসন ৰখা হৈছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত সেই বিলাক তেওঁলোকে পোৱা নাই। সেই কাৰণে তেওঁলোকক এই বিলাক ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰাটো বাঞ্চনীয় বুলি মই ভাবো। কাৰণ আজি দেখা গৈছে যে যিবিলাক ঠাইত তেওঁলোকৰ মানুহ আছে সেই বিলাকৰ হয়তো দুই এটা লৰাইহে পঢ়াশুনা কৰিছে আৰু মেট্ৰিক বা বি, এ, পাছ কৰি আছে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ সুবিধা পোৱা নাই। সেই সকলে আজি ৰিক্সাও চলাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰিক্সা লবলৈ টকা পইচা সিমানখিনি নাই। মাননীয় সদস্য সকলে কোৱাৰ দৰে তেওঁ-

লোকৰ চিকিয়ৰিটিৰ কাৰণে চিনাকী মানুহ হিচাবে সুবিধা লবলৈ কোনো জামিনদাৰী নাই। যাৰ ফলত তেওঁলোকে আজি বেংকৰ পৰা টকা পইচা লোৱাৰ কোনো সুবিধা পোৱা নাই। গতিকে আজি যিটো বিল সদনত উত্থাপন কৰিছে এই বিলৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক বেংক আদিৰ পৰা টকা পইচা দিয়াত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো। সময় নিচেই তাকৰ কাৰণে এই বিলখন সমৰ্থন কৰি ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য আছে সেইখিনি ৰাখিলে ভাল হব বুলি ভাবি মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ।

শ্ৰীভূৱনেশ্বৰ বৰ্ম্মণ:— উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীৰমেশ মোহণ কুলি ডাঙৰীয়াই যিখন বিল সদনত উত্থাপন কৰিছে সেইখন সমৰ্থন কৰি মই দুষাৰ কথা কব বিচাৰিছো। আচলতে আমি স্বাধীনতাৰ ৩০ বছৰৰ পিচতো যিটো দেখিছো তাৰ পৰা দেখিছো যে পূৰ্ব্বৰ যি শাসক দল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰে ইমান দীঘলীয়া বছৰত অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ লোক সকলক কংগ্ৰেছেই একমাত্ৰ নিৰাপত্তা দিব পাৰে বুলি যিটো শ্লগান দিছিল সেই দলটোৱে এই নিৰীহ জনসাধাৰণক কেৱল নিজৰ লগত ৰাখিবৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিলে। আজি দেখিছো সেই সকল মানুহৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাত তেওঁলোকক যি ধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে বৰঞ্চ সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ খিনিৰ পৰাও তেওঁলোকক বঞ্চিতহে কৰিলে।

আজি আমি অকল চাকৰি ক্ষেত্ৰত চকু দিলেই নহব আজি সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আদি চাৰিওফালে বঞ্চিত হৈ থকা লোক সকলৰ ভিতৰত যদি হিচাব কৰি চাওঁ তেতিয়াহলে এই শ্ৰেণীটোৱেই বেছিভাগ কষ্ট ভোগিব লগীয়া হৈছে। আজি মাননীয়

সদস্য শ্ৰীঅতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আমি অ'ৰ ত'ৰ পৰা আনি তেওঁলোকৰ সামাজিক সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰো। যেতিয়ালৈকে আমি শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে সামাজিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰো, গৰীৱ আৰু ধনীৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে আমি জাত পাতৰ নামত কেতিয়াও এই সমস্যা দূৰ কৰিব নোৱাৰো। গতিকে ধনী আৰু দুখীয়াৰ ব্যৱধান যদি দূৰ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে সাম্প্ৰদায়িক জাত -পাত বন্দ কৰি ৰাখিব নোৱাৰো। সেই কাৰণে আমি যেতিয়ালৈকে এই সাম্প্ৰদায়িক মনোভাব দূৰ কৰা অৱস্থালৈ যাব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে জাত -পাতৰ নামত আমাক সামাজিক ব্যৱস্থাই আতৰাই ৰাখিব। এইটো দৃষ্টি ভঙ্গি আগত ৰাখি আজি সাময়িক ভাবে যিখন বিল আনিছে তাৰ দ্বাৰা সেই লোক সকলৰ উপকৃত হব বুলি ভাবিছো। আজি অনুসূচীত জনজাতিৰ নামত আজিলৈকে যিবিলাক সুবিধা আগ ঢাই আছে সেইবিলাক মুষ্টি-মেয় এক শ্ৰেণীয়ে হস্তগত কৰি আছে। মাননীয় সদস্য শ্ৰীমালাকাৰ দেৱে উল্লেখ কৰাৰ দৰে মাছ মৰীয়া লোক সকলৰ নামত মধ্যবৃত্ত কেইজনমান দালালে সকলো গ্ৰাহ কৰি আছে আৰু সকলো সাহায্য বা টকা পইচা তেওঁলোকেই লৈ আছে। আজি দিছপুৰতেই নতুনকৈ চেটেলমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মধ্যবৃত্ত দালাল শ্ৰেণীয়ে এম, এল, এ, আৰু মন্ত্ৰী সকলৰ ঘৰে ঘৰে ঘুৰি ফুৰা দেখিছো। সেই সকলে আজি -কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব? সেই কাৰণে যদি সংবিধানে তেওঁ-লোকক যিখিনি অধিকাৰ দি ৰাখিছে সেইবিলাক যদি কৃতকাৰ্য্য কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেতিয়াহলে মন্ত্ৰী, এম, এল, এক দেখা কৰি থকা লোকৰ দ্বাৰা কোনো কাম নহয়। সেই কাৰণে যদি কোনো কৰ্ম্মচাৰীয়ে যি সকলৰ সংৰক্ষণ সুবিধা থকা স্বত্বেও সেইখিনি সুবিধা দিবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়াহে সেই বিষয়াজনক শাস্তি দিয়াৰ বিধান ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগে

এই শাস্তি সাধাৰণ ভাবে হলে নহব এই শাস্তি বেছি ধৰণৰ হব লাগে।

বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে অনুসুচীত জাতি বা জনজাতিৰ নামত অন্যান্য বহুতো মানুহে তেখেত সকলৰ চেয়াৰমেন আদিক টকা -পইচা আদি দি চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই চাকৰি লৈ আছে। সুবিধা ভোগ কৰাৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট আদি লয় -কিন্তু বিয়াবাৰুৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ভিতৰতহে বিয়া কৰে। গতিকে এনে ধৰণে চাৰ্টিফিকেট লৈ চাকৰিৰ সুবিধা লোৱা অৱস্থাটো অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ মাননীয় সদস্য শ্ৰীঅতুল গোস্বামী দেৱে এটা ৰহস্য জনক কথা কৈছিল যে অকল জাতিৰ মানদণ্ড ধৰি থাকিলেই নহব বা অকল অনুসুচীত জাতিৰ বা জনজাতিৰ মানদণ্ডকে ধৰি থাকিলে নহব আজি ব্ৰাহ্মণৰ লৰাও হোটেল বিলাকত কাহী বাতি ধুৱা কাম কৰি আছে। ব্ৰাহ্মণৰ লৰাই আজি হোটেল বিলাকত ৰান্ধনী হৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা আজি কি হব? সেই কাৰণে গৰীব শ্ৰেণীৰ মাজত আজি ব্ৰাহ্মণেই হওক বা কলিতাই হওক বা মুছলমানেই হওক সকলো বিলাকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে তেনেস্থলত এই গোটেই বিলাককে গৰীব শ্ৰেণীত ধৰিব লাগে। আমাৰ মাননীয় সদস্য শ্ৰীফকৰুল চাহাবে কৈছে মাইনৰিটিক সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তা দি এই গৰীব-সকলৰ বিচাৰ কৰি সমস্যা সমধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে। এই দৃষ্টি ভঙ্গি আগত ৰাখি শোষক শ্ৰেণীৰ কবলৰ পৰা এই শোষিত শ্ৰেণীটোক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি যিটো বিল আনিছে এই বিলৰ যোগেদি সেই সকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছো আৰু এই দৃষ্টি ভঙ্গিৰে আগবাঢ়ি গলেহে আমি জাত পাতৰ ব্যৱধানৰ পৰা মুক্ত হব পাৰিম।

অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি এই জাত পাতৰ কথাতহে বেছিকৈ সামাজিক অৱস্থাটো চলি আছে। এইটো নিৰ্ব্বাচনৰ সময়ত বেছিকৈ

চলে। এই সময়তেই সংৰক্ষণত থকা বিধায়কৰ চিট্‌টো লাগে আৰু তাৰ বাবে ভোট লাগে। ভোটৰ কাৰণে সম্প্ৰদায় হৈ যায়। কিন্তু এই ৩০ বছৰে ট্ৰাইবেলৰ লোককেই দেখোন মন্ত্ৰী কৰি ৰাখিছে। স্বৰ্গীয় ৰূপনাথ ব্ৰহ্মই ট্ৰাইবেলৰ মন্ত্ৰী হৈ আছিল। কিন্তু জনজাতিৰ কি হল? ককলাবাৰীত নগালেণ্ডৰ সীমান্তৰ পৰা অহা ১২২৯ জন অঘৰীৰ কি অৱস্থা হৈছে, তাক চাই আহিছো। গোৱালপাৰাৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰেই ট্ৰাইবেলৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে জাতিৰ নামত সম্প্ৰদায়ৰ নামত কিন্তু কি কৰিছে? নিজৰ সম্বন্ধীয় দুই এজনক কিবা কৰিছে যদি কৰিছে তাৰ বাহিৰে গোটেই সম্প্ৰদায়টোকেই গৰীৱ শ্ৰেণীৰ কোনো উন্নতি নহল। জাতিৰ নামত ধৰ্ম্মৰ নামত গৰীৱ সকলক পৰীক্ষা কৰি আছে কোনে? সেই কাৰণে সম্প্ৰদায়ৰ বিলখন অনাৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীকুলি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছো কাৰণ আমি কম পক্ষে হলেও এখোজ পদক্ষেপ লৈ আগবাঢ়িছো বিশেষকৈ বঞ্চিত সকলক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে। গতিকে আজি আমি যদি কেৰাণী বা অন্যান্য চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত দৰিদ্ৰতাৰ ভিত্তিত অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ আৰু প্ৰাইমেৰী শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত যদি দৰিদ্ৰ হিচাপে অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ তেতিয়াহলে এই বিলখনে বহুতো সহায় কৰিব। আজি মেট্ৰিক পাছ কৰি চাকৰি পোৱা নাই। নৰ্ম্মাল পাছ কৰাৰ সুবিধা নাই তেনেস্থলত তেওঁলোকক প্ৰামেৰী স্কুলত চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাৰওচৰতে থকা ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যই এই দৃষ্টিভঙ্গিৰে সুনাম অৰ্জন কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে নোৱাৰাৰ কাৰণ কি থাকিব পাৰে? সেই কাৰণে মই সদনক আহ্বান জনাইছো আমি দৰ্কাৰ যদি হয় এই বিল খন পাছ কৰাৰ পিচতো এই বঞ্চিত সকলক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি বেলেগ ধৰণৰ বিল অনাৰ কথা বিবেচনা কৰা উচিত হব। তেতিয়াহলে যিটোৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় সদস্য শ্ৰীফকৰোল চাহাবে সন্দেহ কৰিছে সেই সন্দেহ দূৰ হব। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বেকলগৰ কথাত কওঁ যে যদি

বেলেগৰ সুবিধা ৰখাতো উঠাই দিয়ে তেতিয়াহলে ভাল হব -এইটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাল ধৰণে পুনৰ চিন্তা কৰি চাব। আজি ৩১ বছৰৰ পৰা হিচাব কৰি চালে এই দেখা যায় যে এই বঞ্চিত সকলক ৰক্ষা কৰাত বিফল হৈছে। গতিকে মই এই যেকলগৰ কথাটো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰি মই এই বিল খনৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ।

শ্ৰীইব্ৰাহিম আলি ঃ— অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলখনৰ বিষয়ে মই কেইটামান কথা কবলৈ বিচাৰিছো। অসমৰ দৰে পিচপৰা এচাম মানুহৰ সা-সুবিধাৰ কাৰণে বা সা-সুবিধা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কোনো বিধেয়ক বিধান সভাত উৎথাপন কৰিলে কোনো বিবেক থকা ব্যক্তিক তাত বাধা দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই। বিলখনৰ মই মূল স্পিৰিটৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই কেইটামান কথা কব বিচাৰিছো। বৰ্ম্মন ডাঙৰীয়াই কেইটামান কথা কৈছে। ক্ষমতাত থকা চিদিউল কাষ্ট আৰু চিদিউল ট্ৰাইবৰ মানুখিনি নিজৰ অঙহী বঙহী খিনিয়ে চাকৰি আদি পোৱাৰ এটা বা বতাহ চলি আছে। যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাও, তেনেহলে আজিৰ এই বিল খন আইনত পৰিণত হলে সেই অঙহী বঙহীৰ প্ৰতি থকা ভাব বিচিন্ন হব নোৱাৰে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলখন জনাত আমি যদি ভাবো যে চৰকাৰী যন্ত্ৰটোৱে এই মানুহখিনিক চিধা চিধি উপকাৰ কৰি দিব তেতিয়াহলে সেইটো ভুল হব। উদাহৰণ স্বৰূপে ডাক্তৰ যদি নিৰোগী নহয়, তেনেহলে ৰোগী আৰোগ্য হব কেনেকৈ ? আৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে ডাক্তৰ হিচাবে কাম কৰিছে, গতিকে এই প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো যদি নিৰোগী নহয়, বা জাত-পাতৰ দোষমুক্ত নহয় তেনেহলে কোনো সমস্যাই সমধান হব নোৱাৰে। তৈয়ামত থকা চিদিউল কাষ্ট

আৰু চিদিউল ট্ৰাইবৰ যি সমস্যা, পাহাৰত থকা সকলৰ যি সমস্যা সেইবোৰ একে নহয়। আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চিদিউল কাষ্টৰ ১৯ শতাংশ চিদিউল ট্ৰাইবৰ ১১ শতাংশ মানুহ শিক্ষিত। এই সকলৰ চৰকাৰী চাকৰি যোগাৰৰ কাৰণে আজি এই বিল আহিছে। এই বিলৰ দ্বাৰা অনুসূচিত জাতিৰ সংখ্যাধিক্য দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু জয়ধোল কোবাই বহুত কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ কোনো সংশোধন হোৱা নাই। বৰং বিলৰ দ্বাৰা আগৰ দৰে সুবিধা এমুঠি মানুহক দিয়া হব।

অধ্যক্ষ মহোদয়, চিদিউল ট্ৰাইবৰ মানুহক সা-সুবিধা দি আৰ্থিক দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ হলে সংবিধানৰ আমোল পৰিবৰ্ত্তনৰ প্ৰয়োজন। আগতে মানুহক ৰাইট টু ওৱৰ্ক দিব লাগে তাৰ পিচতহে ৰাইট টু প্ৰপ্যৰটি দিব লাগে। আজি ট্ৰাইবেল এৰিয়া বিলাকত বে-দখল চলি আছে। আজি কিছুমান চিদিউল কাষ্ট আৰু চিদিউল ট্ৰাইবৰ মানুহ আছে যি সকলে খেতিবাতিৰ আৰু লিখা পঢ়াৰ কোনো সা-সুবিধা পোৱা নাই। এই সকলো বিলাক ধাকি ৰাখিবলৈ এই আইন অনা হৈছে। এইদৰে এই মূল সমস্যা বিলাক চাপ দি ৰাখিলে আমাৰ ভবিষ্যত বংশধৰ সকলে আৰু বেছিদিন সহ্য কৰি নাথাকিব। এইখিনিতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে, এই বিলৰ নিৰ্দেশ নমনা বিষয়াক নগন্য শাস্তি দিয়া হৈছে। কোনো দায়িত্বপূৰ্ণ বিভাগত নীতি অনুসৰণ নকৰিলে ২॥ শ টকা কৰি জৰিমনা কৰা হয়।

অধ্যক্ষ মহোদয়, সংবিধানৰ এটা ধাৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এখন আইন ৰচনা হব। তাক উলঙ্ঘা কৰিলে ২৫১ টকা জৰিমনা। নিশ্চয় বিশেষ স্বাৰ্থ আছে। আনহাতে আমাৰ চৰকাৰে এই অতি পিচপৰা লোক সকলক পূৰ্ব্ব চলিত ব্যৱস্থাৰে আগবঢ়াই অনাৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে

তাৰ কাৰণে আমি বিল সমৰ্থন কৰিছো। যিবিলাক লোকৰ মীনক্ষেত্ৰ নাই, সেই বিলাক উন্নতি কৰা হলে আৰু যি সকল হৰিজনৰ হাতুৰি বতাহি আদি নাই যিবিলাক জনজাতিৰ মানুহে দশমানলৈকে পঢ়িব পৰা নাই তাৰ প্ৰতি চিন্তা কৰি এটা সুবিচাৰ কৰিব লাগে। দৰিদ্ৰ লোকৰ মূল সমস্যা সমাধান এই বিলে কৰিব নোৱাৰে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, চিদিউল কাষ্ট আৰু চিদিউল ট্ৰাইবৰ যিবিলাক মানুহ আছে সেই সকলক আজি সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। এই বিলখন পাচ হৈ যোৱাৰ পিচত যেতিয়া প্ৰমোচনৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু যেতিয়া তাতো দক্ষতা থকা মানুহ অধিক হব তেতিয়া যিহেতুকে তাত ৰিজাৰ্ভেচন আছে সেই কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰমোচন নোপোৱাৰ কথাটো শৃতাশাৰে ধৰি লয়। এই মনোভাব হলে দক্ষতা সম্পন্ন অফিচাৰ সকলৰ ওপৰত চেচা পানী পৰিব। গতিকে এই বিলখনৰ মূল স্পিৰিট মই সমৰ্থন কৰিলেও কিছুমান ত্ৰুটি ৰৈ গল। আমাৰ সমাজত যিবিলাক পিচপৰা লোক আছে সেইবিলাকক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। গতিকে এই সকলোবিলাক কথা চালি জাৰি চাই যদি মন্ত্ৰী মহোদয়ে এখন সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দৰ বিল আনে আৰু সকলো লোকক তেওঁলোকৰ উচিত শ্ৰমৰ মৰ্য্যদা দিয়ে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে। গতিকে খৰখেদাকৈ বিল আনি সকলোকে চাকৰি দিম বুলি কংগ্ৰেছেই হওক বা জনতাই হওক বা চি, পি, এমেই হওক ক্ষমতা ৰাখিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোক এই ধৰণৰ চেষ্টাৰ পৰা নিৰস্ত হোৱা বাঞ্চনীয়।

শ্ৰীজয় চন্দ্ৰ নাগবংশী :— माननीয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ জনজাতি আৰু অনুন্নত সম্প্ৰদায়ৰ উন্নয়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীৰমেশ মোহন কুলি ডাঙৰীয়াই জনজাতি সকলৰ চাকৰী সংৰক্ষণৰ যি বিল উত্থাপন কৰিছে তাক মই আন্তৰিকতাৰে সমৰ্থন কৰিছো। সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে

মই কেইটামান পৰামৰ্শ আগবঢ়াব খুজিছো। আজি অসমৰ অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতি ভাই সকলক পিচপৰা বুলি কব লাগিলে আৰু বহুত সম্প্ৰদায় আছে যিবিলাকৰ বিষয়ে এই সদনত উত্থাপিত হোৱা নাই। মাননীয় সদস্য সকলে জানে অসমত জনজাতি আৰু অনুসূচীত জাতিৰ দৰে অসমত চাহ বাগান বিলাকত কেছাপাত তোলা মজদুৰ ভাই সকল কোনো ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়া নহয়। অসমত জনজাতি আৰু অনুসূচীত জাতিৰ লোকৰ ৰাজনৈতিক পথাৰত যেনেকৈ মূল্যাংকন কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ ৰাজনৈতিক পথাৰত এওঁলোকৰ কথাও আছে যদিও অসমৰ বন্ধুৱা সকল কিমান পিচপৰা সেই কথা কোনোদিনে চিন্তা কৰা নহয়। কেইটামান জাতিৰ পৰা জনজাতিৰ কথা চিন্তা কৰা হয় যদিও এই সম্প্ৰদায়ৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাই। ভালেকেইজন মাননীয় সদস্যাই অসমত মুঠ পচিশ শতাংশৰো অধিক চাহ মজদুৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে বুলি কৈছে যাৰ কথা অসম চৰকাৰে যোৱা ৩১ বছৰে চিন্তা কৰা নাই বুলিও কৈছে। আজি অসমৰ চাহ বাগিছা সমূহত মাত্ৰ এতিয়ালৈ ৩০০ মান গ্ৰেজুৱেট ওলাইছে, ডাক্তৰ কৰলৈ গলে ৩ জন তাৰো এজন মৰিছে, ইঞ্জিনিয়াৰ কৰলৈ গলে ২ জন ওলাইছে। এই কথা উত্থাপন কৰাত নিশ্চয় অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ ভাই সকলে ভবা উচিত নহব যে মই তেওঁলোকৰ বিৰোধীতা কৰিছো। কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰে আৰু যি সকল পিচপৰা সম্প্ৰদায় আছে তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু আলোচনা এই বিধান সভাত হব লাগে যি সকলে অসমৰ্থনক গঢ়ি তোলাত সৰ্ব্বস্তকৰণে যথেষ্ট অৰিহনা যোগাই আহিছে। সেই লোক সকলে আজি চাহৰ পৰা চৰকাৰে বিদেশী মুদ্ৰা পোৱাত কিমান সহায় কৰিছে সেইটোও অনুমেয়। সেই সম্প্ৰদায়টোৰ কাৰণে আজি অসম চৰকাৰে ভাবি চোৱা নাই এই বিধান সভাত বহুত আলোচনাই হৈছে কিন্তু কোনোদিনে এই সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে আলোচনা বা বিতৰ্ক হোৱা নাই। তেওঁ-

লোকৰ কাৰণে আজি কাৰো এষাৰ মাত মতাৰ সময় নাই।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ কাৰণে আজি অসম চৰকাৰে যিনানেই যি নকৰক কিয় আমি দেখিবলৈ পাইছো তেওঁলোক তাৰ দ্বাৰা উপকৃত হব পৰা নাই। আজি যি সকল কৈবৰ্ত্ত সম্প্ৰদায়ৰ মাছমৰীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষন আছে, তেওঁ লোকৰ কাৰণে চোচাইটি কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰকৃত মাছমৰীয়ালোকে তাৰ উপকাৰ পাইছে নে? এই মাছমৰীয়ালোক সকলৰ দায়ীত্বও চৰকাৰে পালন কৰিব পৰা নাই। (সময়ৰ সংকেত) এই গোটেই সম্প্ৰদায়টোক শোষণ কৰা হৈছে। আজি কবলৈ গলে ভৈয়ামৰ জনজাতি আৰু অনুসূচীত জাতি বিলাকৰ দৰে আমাৰ চাহ বাগানৰ মজদুৰ ভাই সকলে চাকৰী নাপায়। অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন যিবিলাক কাৰ্য্যালয় সচিবালয়কে আৰম্ভ কৰি প্ৰভিদেণ্ট ফাণ্ড অফিছ আৰু অন্যান্য অফিছ বিলাকতো আমাৰ লৰাই চাকৰী নাপায়। ৰিজেক্ট হোৱাৰ কাৰণ তেওঁলোক বনুৱা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আহিছে। অসম চৰকাৰে যদি সমগ্ৰ দেশতে বিচাৰ কৰি চায় তেনেহলে অনুমান কৰিব পাৰে যে যি সকলে সদায়ে আন্তৰিকতাৰে অবিহনা যোগাই আহিছে তেওঁলোকক আজি চৰকাৰে মাহী আইৰ চকুৰে চাইছে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখিনিকে কৈ এই বিলখনৰ ওপৰত সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তৃতাৰ সামৰণি মাৰিলো।

* শ্ৰীদৈৱশক্তি ডেকা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনুসূচীত জাতি অনুসূচীত জনজাতিৰ কল্যান দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী যিজনাই এই বিল এই সদনত উত্থাপন কৰিছে তাক মই সৰ্বান্তকৰণে সমৰ্থন কৰিছো।

* Speech not corrected

আজি ইয়াত আমাৰ বিধায়ক বন্ধু সকলে যথেষ্ঠ আলোচনা কৰিছে আৰু মই নিজেও চিন্তা কৰিছো যে যোৱা ৩১ বছৰে পূৰ্ব্বৰ চৰকাৰে এই পিচপৰা সম্প্ৰদায়টোৰ প্ৰতি যিটো আন্তৰিকতাৰে চাকৰী আদি সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ উন্নতিকল্পে যি ব্যৱস্থা লব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা লোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে। আজি আমাৰ নতুন জনতা চৰকাৰে এই পিচপৰা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহৰে এই বিল উৎথাপন কৰিছে তাৰ দ্বাৰা একশ্ৰেণী বুদ্ধিজীবিৰ উপকাৰত নাহে একশ্ৰেণীৰ অনুন্নত অৰ্থাৎ অধিকভাবে সমাজত অবহেলিত যি সকল পিচপৰা আছে গাওঁ অঞ্চলত সেই সকলৰ যাতে কল্যান সাধন হয় সেই দৃষ্টি ৰাখিয়ে বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনাই এই বিলখন উৎথাপন কৰিছে। আজি জাতিৰ নামত ধৰ্ম্মৰ নামত যি বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই সৃষ্টি কোনো চৰকাৰে কৰা নাছিল। কিন্তু আজি সাময়িকভাবে কিছু বছৰৰ কাৰণে এই বিলক সমৰ্থন জনাইছো। যেতিয়াই দেখা যায় কিবা সুবিধা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সকলোৰে নিজৰ জাতি জনজাতি ধৰ্ম্মৰ নামত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাগ আদায় কৰে। গতিকে ইয়াত আমাৰ সমৰ্থন থাকিলেও স্থায়ী সমৰ্থন থাকিব নোৱাৰে।

(ভইচ— আপোনাৰ স্থায়ী সমৰ্থন নাই নেকি ?)

স্থায়ী সমৰ্থনেই আছে, কিছু বছৰৰ কাৰণে। কিন্তু যেনেকৈ আজি দাবী তুলিছে এইটো ৰাষ্ট্ৰিয়কৰণ কৰক সেইটো ৰাষ্ট্ৰিয়কৰণ কৰক মই কব বিছাৰিছো আমি সকলোৰে ভাৰতীয় জাতি ধৰ্ম্ম সকলোকে জাতীয়কৰণ কৰক, ইয়াত কোনো শ্ৰেণীভেদ থাকিব নোৱাৰে। আমি সকলোৰে এক জাতি। গীতাই সেই কাৰণে কৈছে 'জাতি কৰ্ম্মৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছে'। এইটো এটা পুৰণা কথা। ইয়াত জাতিৰ বিভাজন থাকিব নোৱাৰে বা নালাগে। কৰ্ম্মৰ ওপৰতে জাতি বিলাকৰ সৃষ্টি

হৈছে।

শ্ৰীফণি মেধিঃ— অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য জনৰ গাড়ী কেইখনো নেচনেলাইজ কৰা হওক।

* শ্ৰীদৈৱশক্তি ডেকা :— বিধান সভাৰ সকলো সদস্যই তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আনিলে মই নিশ্চয় আপত্তি নকৰো।

গীতাত ভগবানে কৈছে "চাতুৰ্বৰ্ণ্য ময়া শ্ৰষ্টা গুণ কৰ্ম বিভাগচ" গতিকে জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ কথা অপুৰুষাৰ্থ কোনোবা ব্যক্তিয়ে কৈছিল, কোনোবাই লিপিবদ্ধ কৰিলে, মূল ব্যক্তিজন কোন তাৰ কোনো উল্লেখ নাই। গতিকে জনতা চৰকাৰৰ ওচৰত মই দাবী আৰু অনুৰোধ কৰো যাতে আমি পিচপৰি থকা সম্প্ৰদায় বিলাকে উপভোগ কৰিব পৰা সকলো খিনি সুবিধা দিব পৰা হয়। মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈ গৈছিল যে ভাৰতত কোনো সাম্প্ৰদায়িকতা থাকিব নোৱাৰে, গতিকে মই জনতা চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব খুজিছো এই যে আমাৰ সকলো খাদ্য সামগ্ৰী একত্ৰীকৰণ কৰি সকলোৱে পাব পৰা ব্যৱস্থা কৰে। যিহওক আজি এই বিলত মই সম্পূৰ্ণ সমৰ্থণ জনাই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব খুজিছো যে এক শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি ধনীয়েই হওক বা গৰীৱেই হওক বা ব্যৱসায়ীয়েই হওক, কিম্বা চাকৰিয়ালেই হওক সকলোৱে জীৱন নিৰ্বাহ এবাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি বুজি-বাজি চাব। ইয়াকে আশা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

মিঃ স্পীকাৰ :— এতিয়া মন্ত্ৰীৰ উত্তৰ।

শ্ৰীবানেশ্বৰ শইকীয়া :— অধ্যক্ষ মহোদয়, মই যোৱা শুক্ৰবাৰেই

* Speech not corrected

মোৰ নাম দিছিলো।

Shri Ramendra De :— Sir, from this side some of us also wanted to speak on the Biil. We will not participate, but we want to know whether our names are there in the list.

মাননীয় অধ্যক্ষ :— কোনে কোনে কয় কওক।

Shri Giasuddin Ahmed :— Thase who have not participated.

Mr. Speaker :— Mr. Baneswar Saikia please.

* Shri Baneswar Saikia :— Sir, I would like to observe that though basically my party has supported the Bill, in practice it is seen that this Bill is not in conformity with the declared policy of the Janata Party. The Janata Party wants to eradicate the problem of unemployment within coming 8 or 9 years as announced by the Prime Minister. If the entire problem of unemployment is to be eradicated within this period then why this special bill for a particular group of people ? Does it not connote the Janata Party is lukewarm to the policy of eradication of unemployment in the country ? Again it transpires from the delibera-

* Speech not corrected

tions of the members from the Treasury Benches that since Congress Government did not take action to 'safeguard' the so called interest of the Tribal and Scheduled Caste people Janata Party is coming forward to safeguard the interest of the Tribal and the Scheduled Caste people. Is it not a political stun? The Tribal people are most down troden people of the State. They are historically down troden and most exploited people they should be given the opportunity to develop themselves. Without giving them the social security and all kinds of economic benefit we cannot think of raising their standard of life in the society. For that adequate provision should be made in the budget allocation for speedy social and economic transformation of these people. This should be the most important task. Without taking all these steps this bill will be simply an eye wash. Sir, I am afraid, the mover of the Bill will be defeated to translate the connotation of the Bill into action. For instance, in 2nd proviso to Section 4 it is said "Provided further that the condidates belonging to Scheduled Castes and Schehuled Tribes who qualify for selection on merit shall be included in the general list and not against reserved quota till the backlog is completely liquidated". How funny is it? A Tribal or Scheduled caste candidate when he qualifies for selection in competition how

he could be taken in the general list ? So it appears that the purpose of the bill is defeated and I do not think the Government has gone into the details of the connotation of the bill. So Sir, my point is, Government should be earnest to bring up the down troden strata of our society who are exploited and most oppressed people. Most of them are home less and they are roaming in the jungle of Assam and floating in the rivers and beels of Assam. Adequate measures should be taken to eradicate this problem.

There are sons and daughters of this people who are illiterate. We cannot provide them food, cannot make the provision for education for tribal people in the Schools. They will come to the Schools if they are welcomed. These measures should be welcomed and we accept the bill. There is no dubt that a welcome measures are taken to improve the tribal people living in the State. Thank you Sir,:

* শ্ৰীচিৰাজুল হক :— অধ্যক্ষ মহোদয়, ছাত্ৰ জীৱনত গাওঁ অঞ্চলৰ মানুহৰ মুখে মুখে খোনাৰ বচন শুনিছিলো। সেইটো হৈছে 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, কৃষি কাৰ্য্যত আধা, চাকৰিত পাই লক্ষ্মী, কামলা খাটি গাধা।' আমি পঢ়াশুনা কৰি থকা অৱস্থাত মুৰব্বিসকলে কৈছিল যে

* Speech not corrected

চাকৰি নকৰিবি। যিমান ডাঙৰেই নহওক চাকৰি চাকৰিয়েই। আজি ৩০।২৫ বছৰ পিচত সমাজৰ পৰিবৰ্তন হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ অঞ্চলত অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ মাজে মাজে যদি খোজ কাঢ়ি যোৱা যায়, নিৰাশিৰ প্ৰৰা গান গোৱা শুনা যায়—

"বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মী
কৃষি কার্য্যে আধা
চাকুরীতে পাবা লক্ষী
কামলায় খাটে গাধা।"

আৰু

"মণ্ডল বেটা আর খোদা বেটা
কোন বেটা বা খাঁটি
খোদয় নিল মাটী ভাইঙ্গা
মণ্ডলে দিল মাটী"।

আজি এই ৰূপটো পৰিবৰ্তন হৈছে। তাৰ কাৰণে হৈছে যে অন্য সকলো ব্যৱসায় বাণিজ্যত যদিও লক্ষ্মীৰ বসতি আছে তথাপিও এইবিলাকত ৰীকচ আছে। ভাত লাভৰ কথা আছে, লোকচানৰ কথা আছে, চৰকাৰক টেক্স দিবলগীয়া কথা আছে, নানান ধৰণৰ বিপদ-আপদৰ কথা আছে। কিন্তু এটাই মাত্ৰ ব্যৱসায় আছে যিটোত ৰীকচ নাই, সেইটো হৈছে চাকৰি। আজি দেশৰ প্ৰত্যেক জনসাধাৰণেই চাকৰি চাকৰি বুলি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে। কোনো ৰকমে এটা চাকৰি গলত লাগি গলেই চৌধ্য পুৰুষ ৰক্ষা পৰে। যিমানেই দুৰ্বল নহওক চাকৰি পোৱাৰ ছয় মাহ বা এক বছৰ পিচতেই চেহেৰা পৰিবৰ্তন হোৱা দেখা যায়। গতিকে চাকৰিৰ যিটো পচা ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজি জনজাতীয় আৰু অনুসূচীত জাতিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আনিছে। আমি

ইয়াত বেয়া পাবলগীয়া নাই। যিটো জাতি আজি নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ, অনাচাৰ আদিৰ লগতে সামাজিক ঘি অৱস্থা এই অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি পৰিবৰ্ত্তন নানা ৰকমৰ বিপদ আপদ, নানা ৰকমৰ কথা বতৰা শুনি থকা এই জাতিটোৰ কাৰণে অলপমান চিন্তা কৰা হৈছে। এইটো ভাল কথা হৈছে। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা কথা জনতা চৰকাৰক চিন্তা কৰিবলৈ দিছোঁ। অলপতে 'ইকোনোমিক এণ্ড ষ্টেটিচ্টিক্চৰ' ১৯৭৫ চনৰ যিটো চাৰ্ভে ৰিপৰ্ট তাত কোৱা হৈছে যে অসমত ১ লাখ ৩১ হাজাৰ চাকৰিয়াল আছে। অসমৰ জনসংখ্যা শতকৰা ১'৫ ভাগ চাকৰিয়াল আছে। এতিয়া যদি এনেধৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেতিয়াহলে অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ কেৱ্ লগ উলিয়াব পৰা হয়, তেতিয়াহলে শতকৰা ডেৰ ভাগ মানুহ লাভবান হব। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিও ভাল হব। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে অসমৰ বাকী যিটো শ্ৰেণীৰ শতকৰা ৯৮ ভাগৰ কাৰণে কি ধৰনৰ ব্যৱস্থা লব। এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি জানে যে অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলৰ কাৰণে আমাৰ আধুনিক যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো দুখঃ জনক হোৱাৰ কাৰণ ৩০ বছৰীয়া কংগ্ৰেছ শাসন নহয়। ইয়াৰ কাৰণে যুগ যুগ আগতে শাস্ত্ৰৰ কৰ্মবিণ্যাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কামৰ ভাগ বতৰা কৰিলে, সমাজ নিয়াৰিকৈ চলাবৰ কাৰণে এই ভাগ বতৰা পিচত এনেকুৱা এটা স্তৰলৈ গ'ল যে এটা শ্ৰেণীক পশুতকৈয়ো অধম কৰিলে আৰু আন এটা শ্ৰেণী ওপৰত উঠিল। এনেবিলাক প্ৰাৰ্থক্য কাৰণে আজি সমাজৰ যিটো ব্যাধি এই ব্যাধি দূৰ কৰিবলৈ মানসিক অৱস্থা অনাৰ যদি চেষ্টা কৰা নহয় তেনেহলে মই ভাবো এনেকুৱা ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখি সমাজখনক শ্ৰেণী বিহীন কৰি ৰখাটো সম্ভৱপৰ নহয়।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলৰ ওপৰত মই কিছু সংশোধণী দিছো। সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ পাম। তথাপিতো মই আগতীয়াকৈ চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো। অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক একেলগে উন্নতি কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ দেশৰ সকলো মানুহকে সমান অধিকাৰ আৰটিকুল ১৫ আৰু ১৬ মতে সমানে আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰচেষ্টা সংবিধানে দিছে। এই সংবিধানৰ কথা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে মই নিবেদন কৰিব খুজিছো সেইটো হৈছে জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লগে লগে দুটা বিষয়ত চিন্তা কৰিব লাগিব। বিজার্ভেশ্যন অনাৰ কাৰণে যিসকল মানুহৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহনশীল সমাজ তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে যিবিলাক অন্যান্য পিচপৰি আছে যেনে টি গাৰ্ডেন লেবাৰাৰ, মাইনোৰিটি কমিউনিটি, এইসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে জনতা চৰকাৰে চাৰকুলাৰ দিছে, আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও চাৰকুলাৰ দিছিল যে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰৰ মহকুমা ভিত্তিত বা জিলা ভিত্তিত প্ৰত্যেক জাতিৰ মানুহে সমানে চাকৰি পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিন্তু বাস্তৱক্ষেত্ৰত পপুলেশ্যণ পেটাৰ্ণৰ নোটিচ পালন কৰা হলে আজি এই জাতি-উপজাতিৰ নামত এনেকুৱা ধৰণৰ বিল মুকলি-মূৰীয়াকৈ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে নাহিলেহেতেন। আগতে কিয় এই বিষয় চিন্তা কৰা নহল ? এই সম্পৰ্কত জনতা চৰকাৰে চিন্তা কৰিলে ভাল পাম। গতিকে এই বিলখন পাচ হোৱাৰ আগে আগে মই জনতা চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো যাতে সকলো জাতিৰে পিচপৰা অৱস্থাটো সামৰি এখন সৰ্বাঙ্গসুন্দৰ বিল উথাপন কৰাহেতেন ভাল পালোহেতেন। দ্বিতীয়তে মই কব বিচাৰিছো যে যিটো বিশেষ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এই বিলৰ দুৰৱস্থা হল আৰু তাৰ কাৰণে এই সমৰ্থন নকৰি নোৱাৰিলো। অৱশ্যে মই সংশোধণীৰ সময়ত কবলৈ পাম। ইয়াকে কৈ মোৰ

বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

* শ্ৰীকালিৰাম ডেকাৰজা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ সংৰক্ষণৰ বাবে যি বিল উথাপিত হৈছে সেই বিলখনৰ সমৰ্থনত দুষাৰমান কথা কব বিচাৰিছো। এই বিল খন যোৱা শীতকালীন অধিবেশনতো আছিল কিন্তু সময়ৰ লগতে আলোচনা কৰিব পৰা নগল আৰু বহুতো মাননীয় সদস্যৰ আপত্তি মৰ্ম্মে এই বিল খন আজি আকৌ আলোচনাৰ কাৰণে দাঙি ধৰিবলগীয়া হৈছে। এই বিলখন আলোচনা কালত অংশ গ্ৰহন কৰিম বুলি উনত্ৰিশ তাৰিখতে নাম দি ৰওঁতে ৰওঁতে নাম নাইকীয়া হৈছিল। এতিয়া পাচ মিনিট ক্ষবলৈ ওলাইছো। আমাৰ জনতা চৰকাৰ আৰু জনতা দলৰ সহযোগী বন্ধু সকলে কৈছে যে আমাৰ দেশখন যদি সমাজবাদ গঢ়িব পৰা যায় তেতিয়া হলে এই জনজাতীয় আৰু অনুসূচীত জাতিৰ কথা চিন্তা নকৰিলেও শোষিত আৰু দলিত শ্ৰেণী উপকৃত হব। কিন্তু মই ভাবো আৰু কব বিচাৰো যে এই দেশখনত যদি সমাজবাদী নীতি প্ৰতিস্থা কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহলে ভাল কথা কিন্তু অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ বিলখন লৈ যদি সমাজবাদ আনিব বিছাৰে সেইটো সম্ভৱ হব নোৱাৰে। আগতে সমাজবাদ আনক তাৰ পিচত অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতি আপোনা আপনি মুক্ত হৈ পৰিব।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব যে যুগ যুগ ধৰি এইটো চলি আহিছে। এই বিল আনিবলৈ কিয় লগা হৈছে? কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বা আগৰ চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিলেই নহব। আচলতে লাগিব আন্তৰিকতা। যদি জনসাধাৰণৰ আন্তৰিকতা নাথাকে এই আইন আইন

* Speech not corrected

হৈয়েই থাকিব। ইতিহাস নালাগে যদি শাস্ত্র মেলি চোৱা হয় দেখা যাব যে যিবিলাক উন্নত জনসাধাৰণ তেওঁলোক দেৱতা আৰু অনুন্নত সকল আছিল অসুৰ। সাগৰ মন্থন কৰি অসুৰ বিলাকেই অমৃত বাহিৰ কৰি উলিয়ালে কিন্তু উন্নত থাপৰ সকলে অৰ্থাত দেৱতা সকলে ছলনাৰে অসুৰ সকলক বঞ্চিত কৰি অমৃতৰ ভাগ নিদিলে। প্ৰলোভন দেখুৱাই অসুৰ সকলক বঞ্চিত কৰিছিল।

(সদনত হাহিৰ ৰোল উঠে)

তাৰ পিচত উন্নত স্তৰৰ লোক সকলেই হ'ল আৰ্য্য আৰু অনুন্নত সকল হ'ল অসুৰ বা অনুসূচীত। এই আৰ্য্য সকলেই আকৌ অনুসূচীত সকলক বঞ্চিত কৰি আহিছে। মোৰ পূৰ্ব্বৱৰ্ত্তী বক্তা সকলে স্বীকাৰ কৰিছে যে এই পিচপৰা সকলৰ মাজৰ মানুহেই তেওঁলোকক বহু ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত কৰিছে। দালাল ওলাইছে। অনুসূচীত জাতি অনুসূচীত জনজাতিৰ মাজত দালাল, ৰাজনৈতিক দালাল, অৰ্থনৈতিক দালাল, ব্যৱসায়িক দালাল। সকলোতে দালাল। দালালৰ যুগ হৈছে এইটো।

(সময়ৰ সংকেত)

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমাৰ ৰেডিঅ' বা পেপাৰ বিলাকত প্ৰায়েই অনুসূচীত জাতি অনুসূচীত জনজাতিৰ কাৰণে ইমান টকা দিয়া হৈছে, অমুক কামত ইমানটকা ধৰা হৈছে বুলি বাতৰি পোৱা যায়। তাৰ ফলত সেই বিলাক কথা শুনি শুনি আন মানুহ বিলাক অতীষ্ঠ হৈ পৰে। হতাশহৈ পৰিছে। তাৰ বাহিৰেও বহুতে এই কথা বিলাক ভুলকৈ বুজাই দিছে। ইয়াত মতস নীতি চলি থাকিলে কোনো কাম নহব। বাহ্যিক দৃষ্টিত ৰক্ষাণাবেক্ষণ দিলেই নহব। পুখৰীত চোৰ নোযোৱা কৰিলেই নহব সেই পুখুৰীতে থকা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ বিলাকে

সৰু সৰু বিলাক খোৱা বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ দ্বাৰা বিশেষ কাম নহব।

( সময়ৰ সংকেত )

অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সকলে বহুতেই কৈছে যে বেকলগ উঠাই দিব নালাগে। এইটো কৰিবলৈ হলে কাৰ্য্যকৰী কৰিব নোৱাৰিব।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— পিচত আৰু কব পাৰিব।

শ্ৰীকালিৰাম ডেকাৰজা :— এইখিনি কৈয়েই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

* শ্ৰীৰমেশ মোহন কুলি :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৮ চনৰ অসম অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতি সমূহৰ সেৱা ৰক্ষণা বেক্ষণৰ আৰু পদ সংৰক্ষণৰ বিধেয়কখন সম্পৰ্কত মাননীয় সদস্যবৃন্দই বিভিন্ন দিশৰ পৰা যি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেই খিনি মই গভীৰ ভাৱে লক্ষ্য ৰাখিছো আৰু জয় জয়তে মই কব খোজো যে এই বিলখনৰ দ্বাৰা এখন শোষণহীন শ্ৰেণীবিহীণ সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এটা প্ৰধান পদক্ষেপ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে দেশৰ জনসাধাৰণৰ সামান্য এটা অংশও যদি আৰ্থ-সামাজিক স্থবিৰতাৰ অন্ধকূপত পৰি থাকে তেনেহলে ভাৰতবৰ্ষই প্ৰতিৰ নবদিগন্তৰ পিনে শুদ্ধ পথেৰে গতি কৰা বুলি নিশ্চয় গৰ্ব কৰিব নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰৰ সামগ্ৰিক ৰূপান্তৰৰ কথা নলকোৱেই বা। এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক যে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে কথাই কথাই গনতন্ত্ৰ, সমাজবাদ, ধৰ্ম্ম-নিৰপেক্ষতা এনেবোৰ কথাৰ প্ৰতি অনুৰাগ দেখুৱায়। অথচ তেওঁলোকৰে নিযুত নিযুত ভাতৃয়ে দুৰণিবটীয়া জনজাতি চুবুৰীবোৰত অথবা জ্ঞান অন্ধকাৰ অঞ্চলত বহু যুগৰ স্তুপীকৃত ক্লেদত পোত গৈ আছে। সামন্ত যুগত অথবা বৃটিচ যুগত সমৃদ্ধিৰ সৰু সীমাবদ্ধ অঞ্চল সেই সকলে গঢ়ি

* Speech not corrected

তুলিছিল আৰু সময়ৰ স্থিতিশীলতাৰ প্ৰভাৱ অনুসূচীত জাতি জনজাতি আৰু আন আন পিচপৰা শ্ৰেণী সমূহৰ দুৰ্গম এন্ধাৰৰ চুবুৰীলৈ প্ৰসাৰিত হোৱাৰ অৱকাশ নাছিল। বৃটিচ সকলে আকৌ এই শক্তিশালী জনসহস্ৰক দিনে দিনে বৃদ্ধি পোৱা জাতীয় চেতনাই পৰশিব নোৱাৰাকৈ ৰখাৰ উদ্বেগত প্ৰগতিৰ প্ৰভাৱৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ বাবে সততে চেষ্টা কৰিছিল। যেতিয়া স্বাধীনতাৰ প্ৰথম প্ৰভাতী আলোকে অদৃশ্য প্ৰাচীৰ ভেদী ভুমুকী মাৰিছিল তেতিয়াও সেইসকল আছিল বহু শতিকাৰ অজ্ঞানতাৰ তিমিৰত। এইটোৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা সকলৰ বাবে আছিল এক বিৰাট প্ৰত্যাহ্বান, আৰু সেই সকলৰ বাবে আৰ্থ-সামাজিক দূৰদৃষ্টি আৰু ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাৰ এক অগ্নি পৰীক্ষা। জাতিৰ জনকে যথোচিতভাৱেই উপলব্ধি কৰিছিল যে যদিহে এই বঞ্চিত জনসাধাৰণক আকৌ আগৰ দৰেই দেশৰ আলোযাত্ৰাৰ সংগী কৰি লোৱা নহয় তেন্তে আধুনিক ভাৰত গঢ়াৰ স্বপ্ন স্বপ্ন হৈয়েই ৰব। সংবিধানৰ ৰচয়িতা সকলেও এই বিৰাট প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি একে উদ্বেগ আৰু সচেতনতাকে প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু দূৰদৃষ্টিৰে ইতিহাসৰ বলি এই মুক জনগোষ্ঠীৰ বিধিগত নিৰাপত্তা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টাত সম অংশ গ্ৰহণৰ সুযোগ নিশ্চিত কৰাৰ মৰ্ম্মে সংবিধানত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা সন্নিবিষ্ট কৰিছিল। এনেদৰেই স্বাধীনতাৰ প্ৰথম প্ৰভাতে তেওঁলোকৰ বাবে আনিছিল আৰু এক নতুন প্ৰভাতক। সেই প্ৰভাত আছিল এক মহান ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ।

মাননীয় অধ্যক্ষ, :— মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শেষ কৰিবনে ?

শ্ৰীৰমেশ মোহন কুলি :— সময় লাগিব চাৰ।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— কাইলৈ কৰ। এতিয়া শ্ৰীঅতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী।

* Shri Atul Goswami :— Mr. Speaker, Sir, with the permission of the Chiar, I beg to raise the discussion:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বিধান সভাৰ মাননীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তাৰাংকিত প্ৰশ্নত ৩৩০ যি উত্তৰ দিছিল সেই উত্তৰৰ সন্দৰ্ভত অসমৰ উদ্যোগ নীতি আৰু এই নীতিৰ ফলত অসম দেশৰ উদ্যোগৰ কাৰণে যি প্ৰস্তাৱ আছে সেই সম্বন্ধে দুষাৰ মান কব বিচাৰিছো। আমি আচৰিত হলো এবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিচতো জনতা চৰকাৰে এটা নতুন উদ্যোগ নীতি আজি পৰ্য্যন্ত ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু যি অসুবিধাই নহওঁক নতুন নীতি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলেও আগৰ যি নীতি আছিল সেই নীতি মতে আমাৰ দেশত উদ্যোগ অৱস্থা বা নতুন উদ্যোগ উস্থাপন কি ধৰণৰ সৈতে আছে সেই সম্বন্ধে তদাৰকী কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নহল। অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইদিনাখন প্ৰশ্ন উঠিছিল, একে ৰাতিৰ ভিতৰতে নগাওঁ জিলাত সাতটামান উদ্যোগ হব বুলি তিনি কোটি টকা ইমপট লাইচেন্স লৈছিল। আজিও পৰিমিত কি কি উদ্যোগ হল আৰু কোন কোন বস্তুৰ কাৰণে সুবিধা ললে আৰু কি কি ইমপট লাইচেন্স ললে মন্ত্ৰী মহোদয়ে নগাৱৰ পৰা আনিব পৰা নাই। আৰু অতি আচৰিত কথা শুনা কথা যদি সত্য হয়, এ, অ', চিত যি পেৰাফিন হয় ইয়াৰ এটা কোটা কিছু পেৰাফিন দিয়া হয়। আৰু তাৰ পৰাই মমবাতি উদ্যোগ হয়। আমি শুনিছো যোৱা কোটা অসমৰ যি পাইছিলো তাৰ শতকৰা ৫০ ভাগ ওৱেষ্ট ইন্দিয়া মেচ কোম্পানীক দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে অইন ঠাইৰ পৰা বা বাৰাউনিৰ পৰা লব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু উদ্যোগ বিভাগে শতকৰা ৫০ ভাগ তেওঁলোকক দি দিছে।

* Speech not corrected

আৰু এনে কিছুমান মানুহক পেৰাফিন দিয়া হৈছে যিসকলে মমৰ উদ্যোগ তৈয়াৰ কৰা নাই। সেইদৰে নগাৱৰ যুবক কংগ্ৰেছ নেতা নৰেশ বেজ-বৰুৱাকো পেৰাফিন দিয়া হৈছে। কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে মম তৈয়াৰ কৰা আমি শুনা নাই। সেইবিলাক ডিগবৈতে বিক্ৰি হৈ গৈছে। আৰু এটা আচৰিত কথা যে সীমাওসিংকাৰ ৰেভিনিউ কেচ চলি থকা অৱস্থাতো উদ্যোগ বিভাগে তেওঁক স্কুটাৰ ফেক্টৰীৰ কাৰণে মাটি দিছে। সেইদৰে এ, আই, দি, চি আৰু এ, এচ, আই, দিক যিবিলাক বস্তু লোহাৰ লক্কাৰ ইত্যাদি দিয়া হয়। সেইবিলাক উদ্যোগ গঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁ-লোকে যাক বিতৰণ কৰে সেই বিলাক ঠিকমতে দিয়া হৈছেনে নাই। আৰু তাৰ তেওঁলোকে উদ্যোগ গঢ়িছেনে নাই। নগাৱৰ শ্যাম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি এখন বিৰাট চাইনবৰ্ড মৰা আছে। সেইটো সেনচোৱাত আছে। এ, এচ, আই, দি, চিৰ জৰিয়তে হিন্দুস্থান ষ্টিলৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত লোহাৰ তৈয়াৰী সামগ্ৰী আনে। কিন্তু কোনো উদ্যোগ কৰা দেখা নগল। আমাৰ দেশৰ কেঁচা মাল লৈ উদ্যোগ গঢ়িব কিন্তু আমি উদ্যোগ দেখা নাই। উদ্যোগৰ নামত বিৰাট চাইনবৰ্ডহে দেখা গৈছে। আৰু উদ্যোগৰ নামত সমস্ত সুবিধা লৈ আছে। কিন্তু উদোগ হলে হোৱা নাই। অথচ আজি আমাৰ এইধৰণেই যদি লাইচেন্স ইত্যাদি লৈ নানা ধৰণৰ সুবিধা ভোগ কৰি থাকে। কিন্তু উদ্যোগৰ নামত হলে কোনো উদ্যোগ গঢ়া দেখা নাই, তেনেস্থলত আমাৰ ৰাজ্যত উদ্যোগ কৰ পৰা হব সেইটো আমি কব নোৱাৰো। সেই কাৰণে মই কব বিচাৰিছো আজি অসমত যিটো নিবনুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ বেকাৰ সংখ্যা দিনক দিন বাঢ়ি আহিছে, নিবনুৱা যুৱকৰ সংখ্যা দিনক দিন বাঢ়ি আহিছে তেনে অৱস্থাত আজি আমাৰ ৰাজ্যত আজি উদ্যোগৰ অৱস্থা অতি শোকলগা হৈ পৰিছে। আজি আমাৰ লৰা-ছোৱালী বিলাকক চাকৰি এৰি উদ্যোগমুখী কৰি তুলিবৰ হ'ল, কিন্তু আমি কি কৰিছো, এই ধৰণে

চলি থাকিলে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কেনেকৈ হব ?

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এই নীতিৰ যোগেদি বছৰ বছৰ ধৰি কিছুমান ঋণ দিয়া হয়। কিন্তু উদ্যোগৰ কি নমুনা হৈছে, চাইকেল ৰিপেয়াৰীংৰ নামত ঋণ দিয়া হয়, চাইকেল ৰিপিয়াৰীংৰ নামত উদ্যোগ কেনেকৈ হব পাৰে কব নোৱাৰো, অৱশ্যে টকা পইচা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু চাইকেল ৰিপিয়াৰীংকো যদি উদ্যোগ বোলা হব আৰু টউব ফিটিংকো উদ্যোগ বোলা হৈছে সেইটো কেনেকৈ হব পাৰে কব নোৱাৰো। এনে কিছুমান অনুষ্ঠানক ঋণ দিয়া হৈছে যে যিবিলাকৰ কোনো সত্বা নাই, আচল কথা হ'ল ঋণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি বিলাক স্বৰ্ত্ত আৰু নিয়মাৱলী আছে সেইবিলাক নিয়মমতে পালন কৰা হৈছে নে নাই আৰু উদ্যোগৰ নামত যি বিলাক কেচামাল উদ্যোগৰ নামত দিয়া হয় সেইখিনি সেই সেই অনুষ্ঠানে যথাৰ্থ ভাবে সেই কেচামাল কামত প্ৰয়োগ কৰিছে নে নাই ? আৰু তাৰ দ্বাৰা নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা হৈছে নে নাই সেই বিলাক চাব লাগে। সেইদৰে আজি আমাৰ ৰাজ্যত উদ্যোগ নাই কিয় আছে, প্লাইউদ ফেক্টৰী আছে আৰু তাৰো হেড অফিচ ইত্যাদি কলিকতা জুলুন্দাৰত আছে, আজি আমাৰ অসম ইমানেই উদাৰ হৈছো যে নগালেণ্ডত যি হলঙ কাঠৰ মূল্য তাত ১৭ টকা আৰু আমাৰ ইয়াত অতি কম দামতেই এই কাঠ বিক্ৰি কৰা হৈছে মাত্ৰ ১০ টকাত। অসমৰ বনৰ ফৰেষ্ট কাঠ কম কম দামত নি এই ফেক্টৰী বিলাকে শেষ কৰি পেলাইছে। অসমৰ বন জংঘল শেষ হৈ গল। শিৱসাগৰৰ কিছুমান মূল্যবান গছ নোহোৱা হৈ গল, যেনে মকাই, হুলুঙ গছ নাইকীয়া হৈ গল। কিন্তু আমাৰ ইয়াত কোনো উদ্যোগ কৰা নাই। নগালেণ্ডত উদ্যোগ কৰিবলৈ আমাৰ বিনা অনুমতিত নগালেণ্ড সীমাৰ পৰা ৰাস্তা বনাই লৈছে, কাঠ নিবৰ কাৰণে। উদ্যোগ বিভাগে এই কথা

নেজ্জানে। দয়াং চোঙাজানৰ পৰা ৰাস্তাকাটি লৈ গছ-গছনি লৈ গুচি গৈছে। উৰিয়াম ঘাটৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ চি, এফ, চি কাঠ লৈ গুচি গৈছে। কিন্তু তাৰ পৰা আমি কোনো ৰয়েলিটি পোৱা নাই। সেই কাৰণে আমাৰ মাজত উদ্বেগ হৈছে যে আমি কি কৰিছো। যোৱা ৩০ বছৰে উদ্যোগৰ নামত আমি কৰিলো। উদ্যোগৰ নামত আজি যিথিনি অসাৰ্থক খৰচ হৈছে কৰাপচন হৈছে সেইখিনি থকা স্বত্বেও আমাৰ বিভিন্ন বিভাগীয় চৰকাৰী মহলৰ পৰা কোনো যথাৰ্থ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই,। সেই কাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে অসম মন্ত্ৰী সভা, আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছো যাতে অসমৰ উদ্যোগ বিকাশত আজি যিবিলাক আসোঁৱাহ অছে সেই বিলাক অতি শীঘ্ৰে দূৰ কৰা হওঁক আৰু যি লাইচেন্স দিয়া হয় উদ্যোগৰ নামত সেইবিলাকৰ স্বত্বাৱলি আখৰে আখৰে পালন কৰা হয় আৰু আইন অনুযায়ী যিখিনি ব্যৱস্থা লব লাগে বিশেষকৈ স্বত্বাৱলী ৰক্ষা নকৰা সকলৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ক্ষেত্ৰত পৰাম্মুখ নহয় আৰু আখৰে আখৰে নিয়ম কানুন পালন কৰিব লাগে, এইখিনিকে কৈ শেষকৰিলো।

* মঃ চামচুল হুদা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনতা চৰকাৰৰ উদ্যোগ নীতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। আজি ৩১ বছৰে দেশ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে এই উদ্যোগ বিভাগটো পৰিচালনা কৰিছিল। তাৰ পিচত আজি জনতা চৰকাৰৰ শাসন কালৰ দ্বিতীয় বছৰত ভৰি দিলে। বৰ্ত্তমান নতুন চৰকাৰে নতুন উদ্যোগ নীতি ঘোষণা কৰাৰ কথা যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ জনসাধাৰণে নতুন উদ্যোগ নীতিৰ একো ভু নেপালে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ নতুন উদ্যোগ নীতি ঘোষণা কৰা নাই। তেওঁলোকে আগৰ কংগ্ৰেছী চৰকাৰে চলাই যোৱা নীতিকে অনুসৰণ নকৰি, নতুন

* Speech not corrected

নীতি ঘোষণা কৰা উচিত আছিল। কাৰণ এই উদ্যোগ-নীতিৰ লগত বহুতো কথা জৰিত আছে। আজি দেখিবলৈ পাইছো যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যতে চৰকাৰী খণ্ডত, ৰাজহুৱা খণ্ডত উদ্যোগৰ দাবী চলি আহিছে। আমাৰ জনতা চৰকাৰে শিল্প প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নে নাই, কৰিলে বিশেষ খণ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হবনে, ব্যক্তিগত খণ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হব নে যুটীয়া খণ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, সেই সম্পৰ্কে একো কোৱা নাই আৰু কৰিলেও কোন নীতি মতে কৰিব তাকো কোৱা নাই। আজি চৰকাৰে সমাজতন্ত্ৰৰ কথা কৈছে, তেনেহলে ব্যক্তিগত খণ্ডত উদ্যোগ স্থাপন কৰি সমাজতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছে নেকি? আজি জনতা চৰকাৰে কোন খণ্ডত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্ব দিব খুজিছে এই কথা আমি জনা উচিত। আৰু কেনে ধৰণৰ উদ্যোগ, বৃহত, মজলীয়া, ক্ষুদ্ৰ নে কুটিৰ শিল্পৰ ওপৰত বেচি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, তাৰ কথা আমি জনা উচিত হব। আমি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা জানিব লাগিব, কাৰণ তাৰ দ্বাৰা শিল্প বিকাশৰ কথাটো আহি পৰিব। কাৰণ দেখা যায় অসমৰ হাবিত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ কাঠ আৰু খনিজ আদি কেঁচা মালেৰে ভৰপুৰ আৰু এই হাবিবোৰত বহুপৰিমানৰ ঔষধ আদি তৈয়াৰ কৰিব পৰা বনজ সম্পদ আছে। ভালদৰে চাৰ্ভে কৰিলে ইয়াত বহুতো মূল্যবান সম্পদ পোৱা যায়। সেই কাৰণে অনুসন্ধান কৰি আজি কি কি কেঁচা মাল লাভজনক হব আৰু কি কি কেঁচামালৰ ওপৰত শিল্প প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰৰ নীতি কি তাক ঘোষণা কৰা দৰকাৰ। তৃতীয়তে শিল্প আচলতে ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, অসমত নে অসমৰ বাহিৰত। কাৰণ লাইচেন্স ইয়াত প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে দিব আৰু শিল্প অসমৰ বাহিৰত হ'ব, এই ধৰণৰ নীতিয়েই থাকিবনে আৰু শিল্পৰ উদ্দেশ্য কি? কেৱল কিছুমান মানুহক চহকী কৰিবৰ কাৰণেই এই চৰকাৰে উদ্যোগ গঢ়িব খুজিছেনে, বিৰাট জনসাধাৰণৰ নিবনুৱা সমস্যা

সমাধানৰ কাৰণে কিবা পৰিকল্পনাৰ অৰ্থে এই চৰকাৰে উদ্যোগ গঢ়িব খুজিছে, তাক আমি জনা উচিত আছিল। কাৰণ আজি নিবনুৱা সমস্যাৰ মাজত থকা বিৰাট জনসাধাৰণৰ এটা অংশ এই শিল্প বিলাকে সামৰি লোৱাৰ আশা আমি কৰিব পাৰো। আজি কৃষি শিল্পত বহুতো মানুহক নিয়োগ কৰা হৈছে, কিন্তু কেবল কৃষিৰ দ্বাৰাই এই বিৰাট নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ একমাত্ৰ উপায় বুলি ধৰি ললে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এই উদ্যোগ বিভাগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলেও আমি কিছু পৰিমানে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম। গতিকেই আমি নতুন চৰকাৰৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত নতুন নীতি কি তাক জনা উচিত। আমাৰ মাননীয় অতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আগতে কৈ আছিছে যে নেচনেলাইজড্ বেংকৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে সুবিধা পালে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে, স্থানীয়া জনসাধাৰণে তাৰ সুবিধা নেপালে। সেই কাৰণেই জনসাধাৰণে যাতে এই উদ্যোগৰ পৰা কিবা উপকাৰ পায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনালো আৰু এই কাৰণেই চৰকাৰৰ নতুন উদ্যোগ নীতি কি তাক অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিবলৈ জনতা চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো।

শ্ৰীআক্ৰাম হুছেইন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিদিনা উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ পবিত্ৰ সদনত ঘোষণা কৰিলে যে চৰকাৰে এতিয়াও নতুন উদ্যোগ নীতি ঘোষণা কৰা নাই। কিন্তু উদ্যোগ নীতি ঘোষণা নকৰাকৈ ১৯৭৮-৭৯ চনৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনি কাৰ্য্যকৰী কৰাৰ কাৰণে উদ্যোগ বিভাগে ১১১ লাখ টকা খৰচ কৰিবলৈ লৈছে বুলি কোৱা কথাটোত আমি আচৰিত হৈছোঁ।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এটা কথা। মাননীয় সদস্য শ্ৰীঅতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ইম্পট লাইচেন্সৰ কথা কৈ গৈছে। এই লাইচেন্স

উদ্যোগ নীতিয়ে গ্ৰহণ নকৰাকৈ দিশপুৰত থকা অনুষ্ঠানে বিল্ডওৱৰ্থয়ে কেনেকৈ দিব পাৰে? তাত কি উদ্যোগ হল, বিদেশী কেচামালেৰে কৰা এই উদ্যোগৰ হিচাপ আমাক দিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা চমুকৈ কৈছোঁ। সেইটো হৈছে গ্ৰাম্য উদ্যোগ। এই বিলাক আছে, গৌৰীপুৰ, কাছাৰ, নগাওঁ আৰু কাৰ্বি-আংলং এই চাৰি ঠাইত চাৰিটা উদ্যোগ চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। এই উদ্যোগ বিলাকৰ আজিও কোনো খবৰ নাই। তাত থকা উদ্যোগ বিলাকৰ বিষয় আৰু কিছুমান দালালে চৰকাৰৰ এই মূলধন লগোৱা লাখ লাখ টকা লুট কৰি আছে। তাৰো বিচাৰ আমাক লাগে। আৰু এটা অভিযোগ উদ্যোগ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আনিছো, সেইটো হৈছে গুৱাহাটীৰ অলপ দূৰত থকা শৰাই ঘাট দংলৰ ওচৰত থকা আমিন-গাওঁত এজন কুখ্যাত ব্যৱসায়ী হিন্মত সিংকা যাক এসময়ত স্কুটাৰ স্কেণ্ডালৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেইজন ব্যৱসায়ীয়ে ১৯ বিঘা ২ কঠা ১৮ লেচা মাটি দিবলৈ চৰকাৰক চুপাৰিশ কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু বে-আইনী হিচাপে ৰাজহ বিভাগৰ কামত হস্তক্ষেপ কৰিছে। এই হিন্মত সিংকাক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ ডি চিয়ে ১৫ মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনা দিন নিৰ্দ্ধাৰন কৰিছিল। কামৰূপৰ ডি চিয়ে দিশপুৰৰ পৰা টেলিফোন পাই সেই উছেদ কাৰ্য্য বন্ধ ৰাখিলে। ইয়াৰ পিচত উদ্যোগ বিভাগৰ উপ সচিবে বে-আইনী হিচাপে চিঠি লিখিলে। চিঠিৰ নং চি আই। ৪৫১।৭১।০১৪ তাং ২৪-৩-৭৯ এই মৰ্ম্মে এখন চিঠিৰ দ্বাৰা গৃহ বিভাগৰ উপ সচিবক চুপাৰিশ কৰিলে যে এই প্ৰায় ২০ বিঘা মাটি যাৰ মূল্য হব প্ৰায় ৪ লাখ টকা উছেদ কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিচত অধ্যক্ষ মহোদয়, কামটো আছিল আচলতে ৰাজহ বিভাগৰ, কিন্তু উদ্যোগ বিভাগৰ উপ সচিবে কেনেকৈ ৰাজহ বিভাগত হস্তক্ষেপ কৰিলে আৰু এই যি বে-আইনী কাম কৰা হৈছে তাৰ জবাব আমাক লাগে। হিন্মত

সিংকাই যিখিনি মাটি বেদখল কৰি আছে ডি চিয়ে উচ্ছেদ কৰাৰ আদেশ দিছিল উদ্যোগ বিভাগৰ উপ সচিবে কি কতৃত্ত সৈ চিঠি লিখিলে তাৰ স্পষ্ট জবাব মই বিচাৰো। এই বিষয়ে চৰকাৰে কি স্পষ্টনীতি গ্ৰহণ কৰিছে তাক কব লাগে আৰু গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিলাকত থলুৱা লোকক লাইচেন্স দি উদ্যোগ বিলাকৰ উন্নতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। এইখিনি কৈয়ে মই সামৰণী মাৰিছোঁ।

* Shri Jagannath Sinha :— Hon'ble Mr. Speaker Sir, the question relates to the industrial policy,......... ( NOISE )— I am on my leg but Sir, there are so many questions on the execution side. So Sir, I will first deal with the industrial policy.

Hon'ble Members have been right in demanding that an announcement of the Industrial Policy of the Government of Assam after the new Government have come into power should be made as early as possible. I fully agree that the announcement should be made without delay. But here I would like to, draw the attention of the Hon'ble Members to certain facts. In the first place, and national policy on industries already exists and the State Governments' policies are made in conformity with the National Policy, and as this National Policy also reflects our views, a policy in broad terms is already in existence. The current

* Speech not corrected

National Policy on industries has, again, three parts: First, the continuation of the policy of the previous Government in certain matters, second, the extension the policy of the previous Government in certain other matters, and, third, the really new contents. Of these three different aspects I give examples.

The current National Policy continues the old Central Investment and Transport Subsidies. This is a continuation of the old policy. The second aspect, that is the extension of the previous Government's policy exists in enlarging of the list of the reserved items for exclusive manufacture in the small scale sector. In place of the previous 180 items, this list has now been extended to about 500 items. The really new aspect is the announcement of the trust of the policy towards encouragement of the cottage, village and small scale industries sector and the District Industries Centre scheme. In these aspects, there fore, no separate State policy is really necessary. The Government of Assam have accepted the thrust of the National Policy. accepted the new reservation of items and have implemented the District Industries Centre scheme. This is also reflected in the Plan and the Budget. Hower, it falls to the State's sphere to give incentives, especially financial incentives. Here again

nothing very new can be attempted because in the industrially advanced States financial and other incentives have been already given to industries. Apart from the fact that the thrust of our policy should be for the development of local enterpreneurship, what remains to be selected are the incentives that are to be given to industries and to what extent. Here also we know what kinds of incentives can be given. A relief on tax probably. These matters need consultations among various departments of the Government. Therefore, the matter was delayed. I agree that this delay could have been cut short but now I may say that this policy is now at the final stage because a Sub-Committee of the Cabinet has already approved it. All that is left is that it is now to be formally adopted by the Government. This policy proposes certain incentives to be given to industries especially those in the small and cottage sector.

A question was raised how there was no new policy, in Nowgong import licences of the value of Rs. 3 crores could be given. Department of Commerce, from year to year. The granting of import licences are governed by 'The Imports and Exports (Control) Act of 1947' and the Rules made thereunder. The latest policy was announced for the period April 1978 to March, 1979. Import licences are issued by various

Licencing Authorities of the Department of Commerce, Government of India. For the small scale industries the sponsoring authority for issue of Essentiality certificates to submitted along with import applications is the State Director of Industries. Under this procedure Essentiality Certificates were issued to eleven parties of Nowgong for import licences worth Rs. 1,93,00000/-. Details of the names of the parties, amounts recommended and other details have been placed on the table of the House. According to a preliminary examination, under the Import Policy Essentiality Certificates may be given to existing units, new units and even proposed units. Accordingly, Essentiality Certificates were issued by the Director of Industries, Assam. It has been got clarified from the Deputy Chief Controller of imports and exports, Gauhati, that default of payment of income-tax is not a bar to the issue of Essentiality Certificates. However, income-tax clearance certificates are required to be submitted before the issue of licences by the Import Centrol Authorities. The aspect of the matter is, therefore, to be checked by the Govenment of, India and not by the sponsoring authority i. e. the State Director of Industries. As regards clearance of sales-tax, the Import Control Policy does not put any conditions. But agree with the Hon'-

ble Members that as possible, and within the confines of the policy, defaulters of Government revenue especially of State revenue should not be allowed to get the benefit of Government licences. As I have alrady promised in this House the entire matter is being enquired into. If any official of the Industries Department is found guilty of conscious violation of any Rules appropriate action will, be taken.

Central Investment and Transport subsidy is given in accordancc with the Rules framed by the Government of India and is subjected to scrutiny by the Government of India and bv Audit. A list of persons to whom Investment and Transport subsidy have been granted in the Nowgong district is placed on the table of the House with the necessary details.

Sir, it has been alleged that no steps have been taken by the Industries Department towards development of Industries and that is the reason why there was a protest from the A.O.C. But Sir, initially our Govt. used to get 45 thousand quintals of paraffin but during the last three years it has been reduced to 12,00 tonnes only. Sir, this Govt. is trying hard to restore its quota to its fullest extent, i.e. 45 thousand quintals. As regards distribution of paraffin wax, it is not done here by the

Industries Department, it is done by Small Committees which are there in each district and subdivision. The D.Cs. and S.D.Os. are Chairmen of these Small Committees. These Committee make the individual allotment. Whether Naresh Bezbarua has got a quota or not is not known to me. If he has got a quota and not utilised it action will be taken. The hon'ble members will be glad to know that the entire quota of AMCO was spent. As par Govt. of India's decision local parafin wax is to be given to small industries. AMCO is a large industry and when this Govt. came into power their quota was reduced and distributed to small entrepreneurs. About cycle industry, it comes under the Cottage Inustries and the loan given was meagre and this was given to build up such small scale industry. About utilisation of raw materials, Sir, AIDC have not given raw materia's to any unit rather it is the Assam Small Industries Development Corporation and it distributes raw materials to locat entrepreneurs. If there is any misuse definitely action will be taken by the Industries Deptt. Time is very short and it will be difficult on my part to answar all the questions but action will be taken to see that employment is given to local people and industrialits, local or outsider, are not allowed to exploit the State and wha-

tever employment is available is given to the local people. According to the declared policy pay scale of upto Rs. 800/- are reserved for the local people and all steps are taken in the Industries Deptt. and the whole Govt. to see that local people are employed. About brick work, I am sorry I have no information at the moment. One hon'ble member mentioned about DIC. DIC is not there in Karbi Anglong; it is there in Cachar, Nowong, Dibrugarh, Goalpara and Kamrup and all these DICs are functioning very well. And I assure hon'ble member Shri Atul Goswami all possible steps are taken and will be taken so that Assam is industrially developed so that the local people get the maximum jobs.

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 10 A.M, tomorrow,

## ADJOURNMENT

The House then rose at 5·34 P. M. and stood adjourned till 10 A. M. on Tuesday, the 3rd April, 1979.

DISPUR :
The 2nd April, 1979.

P. D. BARUA,
Secretary,
Assam Legislative Assembly.